নাট্য-সিরিজ

ইন্দিরা
ও
কমলাকান্ত

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক
নাট্যাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশিত

কলিকাতা,
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী
বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিন যন্ত্রে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

মূল্য ১৲ এক টাকা

কামিনী। তা এখন রেগে কেঁদে কি হবে? হারানিধি ফিরেছে তো, একবার হাস না দিদি? টাকার কাঁড়ি নিয়ে ঘরে এসেছে তো? একবার নাচ্ না দিদি!

ইন্দি। টাকার কাঁড়ি, টাকার কাঁড়ি আর বলিস্‌নি, তাহ'লে আমার একটুও আহ্লাদ হবে না। টাকা রোজগার আমার দু'চ'ক্ষের বিষ, এ আট বচ্ছর তো দেখ্‌তে পার্ত্তুম্ই না, এখন থেকে কাউকে রোজগার ক'র্ত্তে দেখ্‌লে তার সঙ্গে ঝুটোপুটি ঝগড়া ক'র্ব্বো।

কামিনী। তা করিস্, দিদি করিস্, তা যার সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌বি ব'লে আহ্লাদে রেগে কেঁদে হেসে ম'র্‌চিস্, সে যদি হেথায় না আসে—তোকে যদি না নে যায়?

ইন্দি। আস্‌বে না? নে যাবে না? তবে কি ক'র্‌বে?

কামি। টাকার কাঁড়ি নিয়ে ঘরে ফিরেছে, আর একটা বে ক'র্‌বে।

ইন্দি। বে ক'র্‌বে? আমি শাপ দেব না? এই আট বচ্ছর ধ'রে দিন-রাত ভেবেছি, দিন-রাত কেঁদেছি,—আমি শাপ দিলে সেই টাকার কাঁড়ি থাক্‌বে? সব উড়ে যাবে! তখন আর বে দেবে কে? কেউ দেবে না, তা হাঁলা, তুই এ কথা আপ্‌নি আপ্‌নি ব'ল্‌চিস্, না আর কেউ ব'লে?

কামি। তা কেউ বলেনি, তবে বোনাই বাবু পশ্চিমের দশ থেকে টাকার কাঁড়ি নিয়ে এসেছেন সে কথা সবাই ব'ল্‌ছে, মা ব'লেছেন, পাছে টাকার গরমে তোকে না আনি করে।

ইন্দি। কি এত ভাবনা! বাবার টাকার চেয়ে ও বেশী নয়, আমরা তো

টাকার ছিনিমিনি খেলি, আমরা বড় মানুষের মেয়ে, আমাদের প্রাহ্যি ক'র্ত্তেই হবে।

(ইন্দিরার মাতার প্রবেশ)

ই-মা। উপেন শুনছি না কি একটা রাজার ভাণ্ডারে যত টাকা ধরে তত টাকা এনেছে, এখন মা, তোকে সুখী দেখ্‌লেই বাঁচি।

ইন্দি। হাঁ মা, টাকাতে বড় সুখ? না? তা আমি এক দিন টাকা পেতে শোব?

ই-মা। দুর পাগ্‌লি!

(হরমোহন দত্তের প্রবেশ

হর। বেই লোক পাঠিয়েছে— ইন্দিরাকে নে যাবার কথা লিখেছে; লেখ্‌বার ধাঁচাটা একবার শোন (পত্র পাঠ) আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম ; পাল্কী, বেহারা পাঠাই-লাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন, নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব। শুন্‌লে কেমন?

ই-মা। শুন্‌লেম্ ঠিক, তবে চিঠিখানায় একটু নূতন বড়মানুষী নূতন বড়মানুষী গন্ধ ক'চ্চে—এই যা।

হর। বড়মানুষী খুব! বিশেষ নতুন বড়-মানুষী। ওই জান্‌লা দিয়ে দেখ না? নতুন পাল্কীখানার ভিতর নতুন কিংখাপ মোড়া—উপরে রূপোর বিট; বাঁটে হাঙরের মুখ; কালী [illegible] ওই [illegible] পরণে [illegible] গলায় বড় মোটা সোণার দানা; আবার ওই [illegible]—তার সঙ্গে দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পালোয়ান সঙ্গে। এ সব নতুন বড়মানুষের সজ্জা বই আর কি! আমাদের বঁনেদি চাল আলাদা।

ইন্দিরা। তা যাই হ'ক্, আমার সোনার বাছা বেঁচে থাক্। ইন্দিরাকে জামাই সোনার চ'কে দেখুন!

কর্তা। তা বটে। তা এ্যা ইন্দিরা! আর তোমাকে রাখ্‌তে পারি না, এখন যাও, আবার শীগ্‌গির নিয়ে আস্‌বো। দেখো, আকুল কূলে কলাগাছ দেখে হেস না!

[কর্তা ও গিন্নীর প্রস্থান।

কামিনী। আমি আর একটু হ'লে বাবাকে আকুল কোলার একটা জবাব দিয়ে ফেলেছিলুম!

ইন্দিরা। কি?

কামিনী। ব'লছিলুম, বাবা, দিদির প্রাণটা বুঝি আকুল কূলে কলাগাছ হ'ল, তুমি যেন বুঝ্‌তে পেরে হেস না।

ইন্দিরা। ছি! ও কি কথা লা!

কামিনী। কথাটা ঠিক, তা দিদি, তুই শ্বশুরবাড়ী চল্লি—এখন শ্বশুর-বাড়ী কেমন তা ত' জানিস্ না।

ইন্দিরা। জানি! সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাত ফুলের বাণ মেরে লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে গেলেই স্ত্রীলোক অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠে।

কামিনী। আ, মরণ আর কি!

ইন্দিরা। হাঁ লো সত্যি, আমি কি মিছে ব'লছি।

কামিনী। তা জানি, এখন সাবধি শুনবি ত। মনোহরপুর ঐ আর

কাছে নয়, দশ ক্রোশ পথ, এখন বেরুলে সেখানে পৌঁছুতে রাত্তির পাঁচ সাত দণ্ড হবে।

ইন্দিরা। যেতে রাত হবে? তবে আমি যাব না!

কামিনী। সে কি! যাবিনি কেন?

ইন্দিরা। রাত্তিরে আমি ভাল ক'রে দেখতে পাব' না, তিনি কেমন, রাত্তিরে তিনিও ভাল ক'রে দেখতে পাবেন্ না, আমি কেমন। মা কত যত্নে চুল বেঁধে দেবেন, দশ ক্রোশ পথ যেতে যেতে খোঁপা খ'সে যাবে, চুলের বাহার মাটী হবে। তার ওপর পাল্কীর ভেতর ঘেমে বিশ্রী হ'য়ে যাব'। তেষ্টায় টুকটুকে লাল ঠোঁট দুখানি শুকিয়ে উঠ্‌বে। তুই হাস্‌ছিস্, আমার মাথার দিব্যি, তুই হাসিস্‌নি। আমি ভরা যৌবনে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।

কামিনী। তবে চ দিদি, তোকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই।

[ইন্দিরা ও কামিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপেন্দ্রের বাটী

(উপেন্দ্রের পিতা, উপেন্দ্র ও লবঙ্গ)

লবঙ্গ। রাম! রাম! সারা গ্রামের লোকটা ছি ছি ক'চ্চে, [illegible] সঙ্গে ও কি জ্ঞান-বুদ্ধিটুকু জলাঞ্জলি দিয়েছেন, [illegible] সবাই কি অপমানটা না ক'রেছিলেন। যারা মেয়ে দেয়, [illegible] ছেলের বাপের গোলাম, বউ আনতে পাঠান গেল, [illegible]

[illegible]—বেটাকে ব'লো—"ছেলে আগে রোজগার ক'রে নিয়ে, এখন নিয়ে গিয়ে খাওয়াবেন কি ?" দুঃখে ছেলে দেশত্যাগী হ'য়ে গেল, বলি এই যে ছেলে আট বছর দেশত্যাগী ছিল, একবার খোঁজটি পর্য্যন্ত নিয়েছিলেন ? আপনি বিজ্ঞ লোক, আপনাকে বেশী বলা ভাল দেখায় না। আবার আপ্‌নি সেই বউকে আন্‌তে পাঠালেন ?

উ-পিতা। কি করি বল নব্‌দা,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, ছেলে এখন উপযুক্ত হ'য়েছে, ভাল-মন্দ বোঝ্‌বার ক্ষমতা জন্মেছে, রোজগার-পাতি ক'রে যখন ফিরে এলেন, তখন বলুন আর কেন ? আর একটা বে কর। কথাটা বাবাজীর কাণে পৌঁছুল না। উঁর গর্ভধারিণীর সঙ্গে খানিকক্ষণ ফুসুর ফুসুর ক'রেন, তার পর বউ আন্‌তে দরয়ান লোক-জন পাঠিয়ে দিলেন।

উপেন্দ্র। আপনার অনুমতি ঠেলে ত' কায হয়নি। আপনার সম্মতি-ক্রমে লোকজন পাঠান হ'য়েছে।

উ-পিতা। কি করি বল বাপু, তুমি রোজগারি ছেলে, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাযটা কি ভাল দেখায়।

নবদা। তুমি বুঝ্‌ছ কি বাবাজী ? 'আজকাল পয়সাই মূলাধার। যদ্দিন কোলের ছেলেটি থাকে, তদ্দিন বাপ মার জুলুম চলে, পাখ্‌না বেরুলে উড়্‌তে শিখ্‌লে, তখন ও' বাপ-মা 'গো টু হেল।' শুধু ছেলেদের দোষ আমি দিচ্ছিনি, আজকালকার বাপ-মাগুলিও তেম্‌নি হয় ; রোজগারি ছেলে অতি হেঁচ্‌ড়া হ'লেও বাপ-মার চ'ক্ষে [illegible] চায় ; হ্যাঁ বাবাজী, বৌ-মাটি কি খুব সুন্দরী ?

উপেন্দ্র। তার সঙ্গে আমার যদিও যে দেখা নয়। আমিও তাকে বালিকা অবস্থায় দেখেছি, সে সুন্দরী কি কি-না—তা জানি জানি না, সৌন্দর্য্য প্রাণে না ব'সলে মনে ধরে না, সৌন্দর্য্যে আত্মহারা না হ'লে সৌন্দর্য্য টের পাওয়া যায় না। বালিকার সৌন্দর্য্য দেখেছিলেম মাত্র, মনে নাই।

উ-পিতা। তা বেশ ক'রেছ। আজ আবার বেই মশায় কি উত্তর পাঠান দেখ? আমি ও সব ভাল বুঝিনি বাপু। সোমত্ত মেয়ে বাপের বাড়ী জিইয়ে রাখা, এ কি রকম কথা?

নবদা। তার জন্তে ভাব্বেন না, কথা তো আর প্রচার হ'তে বাকী নেই,—"জামাই কমিসারিয়েটে চাকরী ক'রে অনেক টাকা রোজগার ক'রে এনেছে।" মেয়ে পাঠাবার এই ত' সময়, দিবেন দু'চারখানা গহনার লোভে মেয়ে পাঠাবেই পাঠাবে। সে হরমোহন দত্ত, আপনার স্বার্থটুকু খুব বোঝে, এখন আর অসম্মত ক'চ্ছে না।

উ-পিতা। দেখ বাবাজী! যা ভাল হয় কর। আমার প্রাণে কিন্তু বড় সুখ পাইছে না, একটা কিছু বিদকুটে রকম ব্যাপার ঘটবেই ঘটবে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সকল দিকেই বজায় হ'লেই ভাল। বেলা হ'ল, স্নানের উদ্‌যোগ করা যাক্। হ্যাঁ—ভাল কথা বাবাজী, আমাদের হাইকোর্টের উকিল—রমণ বাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে, আমাদের সেই আপীল কেসের নথী-পত্রগুলি দু এক দিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দিতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো, যা হ'ক্ একটা পরামর্শ করা যাবে।

[প্রস্থান।

[illegible]। হাঁ বাবাজী, তা হ'লে এবার সংসারী হ'চ্ছ ?

উ। সংসারী অভাব ঘু'চিয়ে ব'লে মনে হ'চ্ছে কি ? সংসারে এসেছি, [illegible] থাকতে হবে, একটু মনের মত না ক'রে নিলে কি নিয়ে থাকবো ? যে সংসারে স্ত্রী নাই, সে সংসার শ্মশান !

[illegible]। তা বটে, কিন্তু তোমার বুড়ো বাপ একটু মর্মাহত হ'য়েছেন, তোমার শ্বশুর যে রকম অপমানের কথা ব'লে পাঠিয়েছিলেন, তেমন তেমন বাপ হ'লে তাদের সঙ্গে মুখে দেখাদেখি পর্য্যন্ত রাখ্‌তো না।

উ। আপনি আমার বাপের বন্ধু, আপনার কাছে কোন কথা চাপ্‌বো না। শুনুন বলি ;—মানি বটে, বাবা এবং আমি শ্বশুরের দ্বারা যথোচিত অপমানিত হ'য়েছি ; সে অপমানের আর প্রতিশোধ নেই। কিন্তু যদি বিশ্বাস করেন, যথার্থ ব'ল্‌তে কি, সেই অপমানই আমার উন্নতির মূল, বৃদ্ধ পিতা সংসারের এক মাত্র ভরসার স্থল ছিলেন, আমি উপযুক্ত ছেলে, এ বয়সে তাঁর সাহায্য করা দূরে থাক্‌, আমি স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর গলগ্রহ হ'তেম, কাযটা ভাল হ'ত কি ? শ্বশুরের কথায় আমার ধিৎকার জন্মায়,—আমি সে ধিৎকারের জোরে বেরিয়ে যাই, দেখুন, আমি এখন অনেক সম্পত্তির অধিকারী।

[illegible]। তা বটে, বাবাজী, তা বটে, আচ্ছা যথার্থ বল দেখি, বৌয়ের সঙ্গে যদিও তোমার দু'দিনের দেখা, তবু কেমন একটা টান জন্মে গিয়েছে না ?

উ। সে কথা বড় মিছে নয়, আমি তাকে বালিকা অবস্থায় দেখেছি বটে, কিন্তু সেই সুন্দর মুখখানি প্রাণের ভিতর আঁকা র'য়েছে।

সে সরলতা, সে মধুরতা, সে পবিত্রতা, আহা! যেন আমার চক্ষের উপর র'য়েছে। আমার বিশ্বাস কি জানেন, সে এসে সে আমার ঘর ক'লে আমার উন্নতি দিন দিন বাড়তে থাকবে। সে না হ'লে আমার সব মিথ্যা হবে—সে না হ'লে আমি সুখী হ'তে পারব না, সে না হ'লে আমার সংসার শ্মশান।

বরদা। বটে বাবাজী, বটে, তবে ত তুমি দেখ্‌ছি হিসেব নিকেশ ক'রে কৈফেত কেটে রেখেছ, তা যাক্‌, এখন খাওয়া-দাওয়া করগে, বউ এলে আমরা যেন খবর পাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর বনমধ্যে কালীমন্দির

(ডাকাত, সর্দ্দার, কেলো ও অন্যান্য দস্যুগণ)

সর্দ্দার। ভীমে! তোর আঁচ্‌টা কি শুনি? হবে কি না হবে, একটু বল্‌ দেখি?

১ম দস্যু। মুরুব্বি, আর আঁচা-আঁচিতে কায কি বাবা, যা হবার তাই হবে, আমি ভাল-মন্দ ব'লে কি তোমার শাঁকের করাতে প'ড়ব [illegible]

সর্দ্দার। কেলো! তোর আঁচ?

কেলো। আমার আঁচ, তারা ঠিক নিয়ে আসবে।

১ম দস্যু। (জনান্তিকে) এই শালা মোলো।

সর্দার। ঠিক তো, মা কালীর সামনে কথা, ঠিক তো।

কেলো। হাঁ মুরুব্বি, ঠিক।

সর্দার। না আসে তোর গর্দান জামিন।

কেলো। উঁহু, তবে আসবে না।

সর্দার। আসে তোর গর্দান জামিন।

৩য় দস্যু। (জনান্তিকে) বল্ না শালা, আসলেও পারে, না আসলেও পারে।

(নেপথ্যে শব্দ)

১ম দস্যু। ওই বুঝি আসছে, বড্ড আঁধার, ঠায় দেখা যায় না।

সর্দার। আল মশাল, বামাল আছে।

কেলো। অবিশ্যি আছে।

সর্দার। না থাকে তোর গর্দান জামিন।

কেলো। ওঃ বাবা! মুরুব্বি আবার সেই কথা? তবে নেই।

সর্দার। থাকে তোর গর্দান জামিন।

৩য় দস্যু। (জনান্তিকে) দূর শালা রামের বাহন, লেজ নিমুনি কেন?

(পাল্কী সমভিব্যাহারে দস্যুগণের প্রবেশ)

সর্দার। সব ঠিক?

[illegible]। সব।

সর্দার। গহনা কত?

[illegible]। ঢের —

সর্দার। কাপড় ?

নিধে। বেনারসী।

সর্দার। জিনিস্‌পত্তর ?

নিধে। তোরঙ্গ ঠাসা।

সর্দার। ওরে ছুঁড়ী, তোর গায়ে যা কিছু গহনা আছে সব খুলে দে, আর এই টেনা প'রে বেনারসী ছাড়, আমি ততক্ষণ ওদিকে শুনি, হ্যাঁ রে নিধে, আগাগোড়া সব খবর দিচ্ছিলে নে যে, কেমন ক'রে কি হ'লো, কি ক'রে কি ক'ল্লি, সব খবর দিচ্ছিলে নে যে ?

নিধে। খবর ? মুরুব্বি যেমনটি ব'লে দিয়েছিলেন, ঠিক্ তেম্‌নিটি ঘটেছিল। দরয়ান, চাকর, ঝি সঙ্গে, ষোল জন বেহারায় কাঁধে ঠিক্ দুপুরের ওক্তে কালাদিঘীর ধারে এসে ব'স্‌লো, চাকর, দরয়ান, ঝি, বেহারা, সব একসঙ্গে পুকুর-ঘাটে নাম্‌লো, অম্‌নি আমরা এ-গাছ থেকে ঝুপ্, ও-গাছ থেকে ঝাপ্; ঝুপ্ ঝাপ্ ক'রে প'ড়ে পাল্কী কাঁধে ক'রে ছুট্। দরয়ান ক' বেটা খানিক এয়েছিল, এক বেটা এসে পাল্কী পর্য্যন্ত ধ'রেছিল, আর এই নিধে তার মাথায় সজোরে এক লাঠি, সে বেটা পড়্‌লো আর উঠ্‌লো না, ক' বেটা তোবপুরে আর এগুল না, তার পর প্রায় এই এক দিনের পথ, সেই দুপুর থেকে এই শেষ রাতে এসে প'ড়েছি ; এখন মুরুব্বি, রাত আর কত ?

সর্দার। রাত আর কৈ! ফরসা হ'লেই হয়, আর দেরি করা হবে না। ওরে বাপু দে তোর সব দে, দিয়ে পাল্কী থেকে বেরিয়ে

যাও, আমরা পাল্কীর জন্যে দুল নিয়ে, খানিক ঘুরে গিয়ে, লুকিয়ে আরে যাব।

ইন্দি। (পাল্কী হইতে বাহির হইয়া) বাবা! আমার এই সর্ব্বস্ব নাও—আমার প্রাণে মারবে কি?

সর্দ্দার। না, তোর যথায় ইচ্ছে চ'লে যা।

ইন্দি। বাবা! আমি গেরস্তর মেয়ে, কখন বাইরে বেরুইনি একলা—এ বনে কোথায় যাব? বাবা, তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।

সর্দ্দার। দূর বেটী, তোর মতন্ এমন রাঙা মেয়ে আমরা কোথায় নিয়ে যাব। এ ডাকাতীর এখনি সোরত হবে, তোর মতন রাঙা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখ্‌লেই আমাদের বাঁধ্‌বে।

কেলো। মুরুব্বি! ভানুমতী গাধাকে দিয়ে দাও—

সর্দ্দার। (ক্রুদ্ধস্বরে) কি বলিস্?

কেলো। আমি একে নিয়ে ফাটকে যাই সেও ভাল, তবু একে ছেড়ে যেতে পাচ্ছি না, মুরুব্বি! তোমার পায়ে পড়ি, ভানুমতী গাধাকে দিয়ে দাও।

সর্দ্দার। কি বলিস্ হারামজাদা? এই লাঠির বাড়ী—এইখানে তোর মাথা ভেঙ্গে না রেখে যাব! ও সব পাপ কি আমাদের সয়! সব আয়—(ইঙ্গিত করণ)

[দস্যুগণের প্রস্থান।

ইন্দিরা। (স্বগত) এ কি হ'ল! এই নিবিড় বনে আমি একা! হায়! হায়! এমনও কি কখন হয়! এত বিপদ, এত দুঃখ কি কারুর

কখন ঘটেছে? কোথায় প্রথম স্বামি-দর্শনে যাচ্ছি, সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার প'রে, কত সাধে চুল বেঁধে, পায়ের আলতা পায়ে, ঠোঁট লাল ক'রে, সুগন্ধে সুকুমার দেহ আমোদিত ক'রে এই উনিশ বৎসর নিয়ে প্রথম স্বামি-দর্শনে যাচ্ছিলেম, কি ব'লে এই অমূল্য রত্ন তাঁর পাদপদ্মে উপহার দেব, তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছিলেম,—অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত! সমস্ত গহনা কেড়ে নিয়েছে—নিক্, ছেঁড়া টেনা পরিয়েছে—পরাক্, বাঘ-ভাল্লুকের মুখে সমর্পণ ক'রে গেছে—যাক্, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ যাচ্ছে তাও যাক্—প্রাণ আর চাই না, এখন গেলেই ভাল; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি; তবে কোথায় যাব? আর ত তাঁকে দেখা হ'ল না; বাপ-মাকেও বুঝি আর দেখতে পাব না। হায়! কাঁদ্‌লেও ত এ কান্না ফুরাবে না। এ দিকে সকাল হ'য়ে এল, এখন কি করি? কোথায় যাই? ও কে আসে! স্ত্রীলোক না? মা, কে তুমি? আমায় র'ক্ষে কর।

[পদতলে পতন।

(বৃদ্ধা গোয়ালিনীর প্রবেশ)

গোয়ালিনী। মা! তুমি কে? এমন সুন্দর মেয়ে কি পথে, ঘাটে একা বেরুতে আছে? আহা মরি, মরি, কি রূপ গা!

ইন্দিরা। মা, আমি বড় অভাগী, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি মা মহেশপুর চেন?

গোয়ালিনী। মহেশপুর? মহেশপুর চিনি বৈ কি মা, তা সে যে মা এখান থেকে অনেক দূর।

[illegible] । না, আমি তোমাকে টাকা দেওয়াব, তুমি আমাকে মহেশপুরে রেখে এসো।

[illegible]লিনী। (স্বগত) টাকা দেওয়াবে! তা'ই তো! (প্রকাশ্যে) তা বা তা কি ক'রে হয়, আমার ঘর-সংসার ফেলে কি ক'রে যাই বল।

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

এই ভট্‌চাজ্জি মশায়কে বল, উনি যদি কোন উপায় ক'রে দেন।

ইন্দিরা। বাবা! মহেশপুর এখান থেকে কত দূর?

ব্রাহ্মণ। মহেশপুর! মহেশপুর যে এখান থেকে প্রায় এক দিনের পথ।

ইন্দিরা। বাবা! আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ। আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাব।

ইন্দিরা। চলুন, আমিও যাব।

ব্রাহ্মণ। তুমি সেথায় কার বাড়ী যাবে

ইন্দিরা। আমি কাউকে চিনি না, কারুর বাড়ী যাব না একটা গাছ-তলায় শুয়ে থাক্‌বো।

ব্রাহ্মণ। তুমি কি জাত?

ইন্দিরা। আমি বাবা কায়েতের মেয়ে।

ব্রাহ্মণ। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু বড়-ঘরের মেয়ে, ছোট-ঘরে এমন রূপ হয় না। পোড়া না, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন? তোমার কাপড় কি কেউ কেড়ে নিয়েছে?

ইন্দিরা। আজ্ঞে হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কে নিলে?

ইন্দিরা। ডাকাতে।

ব্রাহ্মণ। ডাকাতে? তুমি ডাকাতের হাতে কি ক'রে প'ড়লে মা?

ইন্দিরা। বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিলেম, তার পর এই দুর্দশা।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, হাঁ, তাই তো মা, মহেশপুর ছাড়া আর কি কোথায় কেউ আত্মীয় নাই?

ইন্দিরা। কলিকাতায় আমার এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী আছে। সেখান থেকে আমার বাপের বাড়ী, কি শ্বশুরবাড়ী যদিও অনেক দূর, তবু তাঁর কাছে গেলে বাবাকে খবর পাঠাতে পারবেন।

ব্রাহ্মণ। ভাল কথা, কৃষ্ণদাস বসু আমার যজমান, আজ সপরিবারে তারা কলিকাতায় যাচ্ছে, আমি সেইখানেই যাচ্ছি, তা মা, তুমি বেশ বিবেচনা ক'রেছ, চল, তোমায় নিয়ে গিয়ে তাকে ব'লে দিয়ে আসি, তিনি প্রাচীন ও বড়মানুষ।

ইন্দিরা। তাই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গোয়ালিনী। তাই তো ছুঁড়ী হাত-ছাড়া হ'ল যে, বড়মানুষের মেয়ে, অবিশ্যি কিছু পাওয়া যেত, বুড়ো বামুনকে হাতে তুলে দিলুম, ওকে বেচে ও যদি কিছু পায়, আমায় কিছু দেবে না? অবিশ্যি দেবে, পেছু নিয়ে যাব না কি? টাকাটা সিকেটা যা পাই তাই লাভ,

[illegible] [illegible] যেয়ে যে দিব্ দিয়ে হ'ক্ কিছু না কিছু পাওয়া যেত্ই, [illegible] [illegible] যৌবন হাত-ছাড়া করা ভাল হয়নি, উহুঁ ভাল হয়—উহুঁ [illegible] [illegible]।

[প্রস্থান।

(কেলোর প্রবেশ)

[illegible]। ছুঁড়ী গেল কোথায় ? এ নিবিড় বন, এর ভেতর থেকে বেরুনো বড় সহজ কথা নয় ! পেছু ত নিয়েছি এখন যাবে কোথায় ? সর্দার টের পেলেই মাথাটি ছুকাঁক্। তা হ'ক্, তবু পেছু নেব, ও যেখানে যাবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব। তাই ত, এ আমার হ'ল কি ? ডাকাতের প্রাণে এ মমতার স্রোত কে ঢেলে দিলে রে ? আহা, তাকে বুকে রাখ্তে ইচ্ছে ক'চ্ছে, নরম পা দুখানি কাঁটায় ছোড়ে গেছে, দাঁত দিয়ে তুলে দিতে সাধ হচ্ছে ! মা কালী, কল্লি কি ? এত দিনের বাঁধা বক এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলি !

(উপবেশন)

(মুন্নয়ার গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

পাষাণী তোর পাষাণ প্রাণে একটু মায়া নাই।
রক্ত খেয়ে নেচে গেয়ে খেয়ে বেড়াস্ তাই ॥
কোলের মেয়ে আমি যে তোর,
মেয়ো হয়ে মায়া খেয়ে ভাবে থাকিস্ ভোর ;
তোর যেমন আমার তেম্নি বিচার লাজে ম'রে যাই।

ফুলরা। এখানে একলাটি ব'সে কেন গা? [illegible] ভাব্‌ছ কি?

কেলো। কেন? সর্দ্দার কি আমায় খুঁজ্‌ছে না কি?

ফুলরা। না তা নয়, তবে তুমি ভাব্‌ছ, এ একটা নতুন জিনিষ কি না; তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

কেলো। কেন? আমি ডাকাত ব'লে কি আমার প্রাণ নেই? আমার ভাবনা নেই?

ফুলরা। প্রাণ আছে কি না জানি না! কিন্তু ভাব্‌তে তোমায় কখন দেখিনি।

কেলো। একটু ভাব্‌ছি ফুলরা! একটু কেন, আমি ভাবনা ভাব্‌ছি, ভাবনার শেষ পাচ্ছি না।

ফুলরা। আমায় ব'ল্‌বে না? আমায় যে তুমি সব কথা বল।

কেলো। সাম্‌নে মা কালী, দিব্যি কর, কারুর কাছে প্রকাশ ক'র্‌বে না।

ফুলরা। প্রকাশ ক'র্‌বো না।

কেলো। আমি আর ডাকাতী ক'র্‌বো না।

ফুলরা। কেন?

কেলো। কেনর উত্তর নেই। এত বড় জোয়ানটা হলুম, আজন্মটা বয়েসটা কাটিয়ে আন্‌লুম, কি কর্‌লুম বল দেখি? কারুর কান্নায় এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছি কি? কারুর দুঃখে একটু দয়া প্রকাশ ক'রেছি কি? কারুর বুকের শেল তুলে দিয়েছি কি? আর কেন?

ফুলরা। তুমি কি ব'ল্‌ছ? আজ তোমার এ কি ভাব?

[illegible]। [illegible] আমি [illegible] বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি, তোমায় বোঝাব . [illegible] [illegible], [illegible] ছুটেছে, খুব ছুটেছে, আর কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না ; আমি যাব, আমায় কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না।

[illegible]। কোথায় যাবে ?

[illegible]। কোথায় যাব, সে কথা তোমার শুনে দরকার কি ? তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিয়ে যাই, এই যে জিভ বার ক'রে খাঁড়া ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌ছিস্, একে বড় সোজা মনে করিস্‌নি, এ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে নিয়ে নরকের পথ সাফ্‌ ক'রে দেয়— হাসিমুখে বিষ প্রসাদ ক'রে দেয়—আমরা অমৃত ব'লে পান করি, শিক্ষা দিচ্ছে উন্মাদিনী হও, স্বামীর বুকে লাথি মার, রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত কর ; তোকে ব'লছি এ শিক্ষা শিখিস্‌নি, এ কথায় ভুলিস্‌নি, এ মোহে ম'জিস্‌নি। আমি চল্লুম, আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস, তার বদলে কিছু দিতে পাল্লুম না, এ দুঃখ আমার চিরদিন থাক্‌বে। তবে তোর ভালবাসা যদি যথার্থ হয়, সে ভালবাসার প্রতিদান পাবি, আজ না হয় দুদিন বাদে।

[প্রস্থান।

[illegible]। কোথায় চ'ল্লা, কেন যাচ্ছে, মনে কি বিকার জন্মাল ? বল্‌তে [illegible] না। একটা জিনিষ আদার ক'রে বনের মাঝে ফুলের মত [illegible], আপনার সৌরভে আপনি বিভোর হ'য়ে বেড়াতুম, এ আমার কি হ'ল ? জানিস্‌ তো মা, আমি ভালবেসেছি, আমার [illegible] [illegible] কোথায় পাঠাচ্ছিস্‌ ? ও যেখানে যাবে, আমি [illegible] যাব।

গীত

সুন্দরী। হারকপালি নাকে কালী [illegible]

ডাক্‌লে তোরে মরম ধ'রে, [illegible]

কাঁদাবি কি এমনি করে,

প্রাণের বোঝা বুকে ধ'রে

আশার আশে, মায়ার ফাঁসে জড়িয়ে মন [illegible]

মুছে দে মা মনের কালি,

আর কত কাল জ্ব'লবো কালী

শুকিয়ে যাব, আর কি রব, ফুটেছি মা ফুলের মত॥

[[illegible]

চতুর্থ দৃশ্য

কৃষ্ণদাস বসুর বাটীর সম্মুখ

(কেলো ও বুড়ী গোয়ালিনী)

কেলো। মাসী। কোন্ বাড়ী?

বুড়ী। এই বাড়ী বাছা—

কেলো। এই বাড়ী? এই বাড়ীতে ত' আমার জেলো ভাই [illegible] [illegible]। এই বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেখেছিল্? ঠিক তো?

[illegible]। ঠিক বই কি বাছা, তোর মাসী কখন বেঠিক কথা কয়?

কেলো। দেখিস্, বেঠিক হলে ঠিক ঠেকাব।

কেলো। গ্যাছে? তবে তুই কিছুই পাবিনি। [প্রস্থান।

বুড়ী। পাব না কি রে? ওরে হতভাগা, ওরে হতচ্ছাড়া, পাব না কি রে? পালাস্ কেন? পাব না কি রে?

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

এই যে ভ'স্চাযি্য ম'শাই! ভ'সচাযি্য ম'শাই, আমায় কিছু দাও।

ব্রাহ্মণ। কি দোবো রে মাগী?

বুড়ী। যা পেয়েছ, তার অর্দ্ধেক ভাগ!

ব্রাহ্মণ। কি পেয়েছি! কিসের ভাগ?

বুড়ী। যা পেয়েছ, তার অর্দ্ধেক ভাগ, অর্দ্ধেক না দেও, সিকেল সিকি ভাগ।

ব্রাহ্মণ। আ মর মাগী! কি পেয়েছি? কিসের ভাগ? সর্, পথ ছাড়্।

বুড়ী। বটে! সোর্বো? পথ ছাড়্বো? আমায় ভাগ না দিয়ে কেমন যাবে যাও দিকি?

ব্রাহ্মণ। আ ম'লো, কিসের ভাগ—তাই বল্ না?

বুড়ী। কিসের ভাগ জান না? ব'ল্বো আবার কি? ন্যাকা না কি? হাতে তুলে দিলুম, বেচে কড়ি নিয়ে এলে—ভাগ দিতে হবে না?

ব্রাহ্মণ। আঃ মলো! তুই কি হাতে তুলে দিয়েছিস্—কি বেচে কড়ি এনেছি?

বুড়ী। ওঃ ভস্চাযি্য মশাই, বল কি গো? তুমি আশ্চয্যি ক'রে তুল্লে—আমি ঝাঁটা-বাল্তি মানুষ, আমার হকের ধন নয় ক'চ্চো, তোমার ভাল হবে?

... । আর বলো, কথাটা কি, তাই বল্ না রে মাগী ? নাকে কাঁদিস্ কেন ?

বুড়ী । নাকে কাঁদবো না ? তুমি ভসচাযি্য মশাই হ'য়ে আমার হক্কে বার ক'চ্চো, আবার বল্‌চো নাকে কাঁদিস্ কেন ? আমি শুধু নাকে কাঁদবো ? কেঁদে গেরাম মাথায় ক'র্‌বো, গেরামের লোক জড় ক'র্‌বো, জমিদারের বাড়ী যাব—কেঁদে গড়াগড়ি দিয়ে তোমার আচরণের কথা সব বোল্‌বো, বুক চাপ্‌ড়াব, পায়ে ধ'র্‌বো, তোমায় কানমুচি খাওয়াব, শেষে ভাগের কড়ি আদায় ক'রে তবে বাকুলে ফিরে আস্‌বো । তোমায় সহজে ছাড়বো, আমি ডাকসাইটে মণি গয়লানী, জান' তো ?

ব্রাহ্মণ । তা তো জানি, তোর আসল কথাটা কি, তাই বল্ না ? বুঝি !

বুড়ী । ওমা ! ভেক্‌রা বামুন বলে কি ? এখনও বলে যে, আসল কথা কি ! এখনও বলে যে, বুঝি ! আমার গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে ক'চ্ছে । ওরে বাম্‌না বুড়ো ! টক্‌টকে মেয়েটাকে তুই কোথায় পেলি ? আমি হাতে তুলে দিয়েছিলুম তবে তো পেয়েছিলি ! এখন ভালয় ভালয় ব'লছি—যা পেয়েছিস্, তার সিকি দিয়ে যা—নইলে তোর ভসচাযি্যগিরি বার কোর্‌বো, তবে ছাড়বো ।

ব্রাহ্মণ । ও হরি ! এতক্ষণে তোর কথাটা বুঝলুম । ওরে মাগী, তাকে কি আমি বেচিছি যে কড়ি পাব ?

বুড়ী । ওমা, বলে কি গো ! বেচেনি তো কি অমনি দিয়ে এলো ? ভসচাযি্য ম'শাই, আমি তোমায় চিনি না—তুমি অমন টুক্‌টুকে সুন্দর মেয়েটাকে অমনি দিয়ে আস্‌বার পাত্তর ? এখনও বোল্‌ছি

যা পেয়েছ, তার সিকি দাও—নইলে কেন মিছে [illegible]

তোমাই কর্ব্বে বল ?

ব্রাহ্মণ। তুই পথ ছাড়্‌ মাগী, আমার বেলা হ'ল।

বৃদ্ধা। পথ ছাড়্‌বো কি ? ভাগ নিয়ে তবে পথ ছাড়্‌বো—

ব্রাহ্মণ। পথ ছাড়্‌বিনি ?

বৃদ্ধা। না।

ব্রাহ্মণ। তবে দূর হ'য়ে যা— [ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

বৃদ্ধা। (পড়িয়া) ওগো গেরামের লোক, কে কোথায় আছ বেরোও —ভস্‌চাষ্যি পোড়ারমুখো আমায় খুন ক'রে গেল, ওগো বেরোও গো ! ওগো কে কোথায় আছ বেরোও গো ! (উঠিয়া) ও পোড়ার-মুখো ভস্‌চাষ্যি—পালাস্ কেন ? ওরে হতভাগা ভস্‌চাষ্যি—পালাস্ কেন ? [বেগে প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য

উপেন্দ্রের বাটীর প্রাঙ্গণ

(উপেন্দ্র, নন্দা ও দরওয়ান)

দরওয়ান। হুজুর, জানসে মারা, সব কোইকো জানসে মারা ! বড়া কোই মুস্‌কিলসে জান বাঁচায়কে হুজুরকো খবর দেনে আয়া, লুট্ লিয়া ! ডাকুলোক পাল্কী সমেত মাঈকো লুট্ লিয়া।

নন্দা। হ্যাঁ রে বাপু, তোরা কি করলি ? দিতে দিতে [illegible], এতো কতক ডাকাতের মতো নিতে পারলিনি, তোরা কোন কাজের নস্,

[illegible] চোরচুরী; লম্বা লাঠি হাতে—চোপাট্টা দাড়ি, বারোয়ারি-তলার চাঁদোয়ার মত মাথায় মস্ত পাগড় বাঁধা, সদরে ভিখিরি এলে—লোকজন এলে খুব হাঁক-ডাক ক'রে বাড়ী মাথায় করিস্, মনিবের কি কাজটা করলি—বল্ দেখি?

দরওয়ান। হুজুর, হামলোক দশ-বিশ আদমি থা, ডাকু-লোক চারশ' আদমি থা, কালাদিঘীকো পাশ যব পাল্কী পৌঁহুছা বহুত ধুপ থা, হামলোক থোড়া জল-উল পিনেকা মনসা করকে পাল্কী রোকা থা, উসি বখত চারশ ডাকু আকে বহুত মার-পিট কিয়া, হুজুরকা আদমী লোক সব কোই জান দিয়া, কোই ভাগা নেহি।

লবলা। আরে দূর বেটা, চলেই বা চারশ ডাকাত! এই তো আমার তেরকা গোছের চেহারা দেখছিস্, অবলার মধ্যে, এই ছোট-খাট বাঁশের লাঠিটুকু। আমি একা দশ-বিশ জনের মওড়া নিতে পারি। তো বেটাদের ডাল-রুটী খাওয়াই সার, এক এক বেটা ঢোঁসারাম।

দরওয়ান। হুজুর, বাত কহেনে তাকত নেহি হায়, আভিতক্ লৌ নিক্লাতা, আউর থোড়া বখত খাড়া রহে তো হুজুরকো পাঁউপর জান যাগা।

উপেন্দ্র। বহুত আচ্ছা! চলা যাও।

[দরওয়ানের প্রস্থান।

লবলা। কেমন বাবাজী! তোমার বুড়ো বাপের কথাটা ফল্লো? তিনি তো ব'লেছিলেন একটা বিদ্‌কুটে রকম ব্যাপার ঘ'টবেই ঘ'টবে। পরিণামেও তাই দাঁড়ালো, এখন কি ক'র্বে?

উপেন্দ্র। চারদিকে লোকজন পাঠিয়ে খোঁজ ক'র্বো।

লবলা। তাতেও যদি সন্ধান ক'র্তে না পার, তা'পর?

উপে। তার পর ? তার পর কি কর্ব্বো জানবেন ? তাই বা কেন—আমার কথা আপনাকে ব'ল্তে যাব কেন ? আপনি কে ? আপনার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? হ'তে পারে আপনি আমার বাপের বন্ধু। তা ব'লে আমার সকল কথা আপনার জান্বার কি অধিকার ?

নবলা। বাবাজী ! প্রাণে ভারী চোট লেগেছে, না ? এতক্ষণ মনে মনে ভাবছিলে—রাঙা বউটি আস্ছে, কি কোরে আদর কর্ব্বো ! সোহাগ ক'রে কি কথা কইবো ? হাসি গল্প-সই কি কি শিখিয়ে দেব, শোবার ঘরখানি রং-চঙিয়ে নেব। হায় হায় ! একেবারে বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত ! পাকাসুদ্ধ বউমাকে ডাকাতে লুটে নিলে ! কোম্পানির রাজত্বের পায়ে গড় !

উপেন্দ্র। আপনার যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ হয়েছে, আর কেন ? এখন আপনি যেতে পারেন।

নবলা। তা যাচ্ছি, ব'ল্ছি কি, সংসারধর্ম্ম ত' ক'র্ত্তে হবে ? যখন অমন সুন্দরী সোমত্ত মেয়ে ডাকাতের হাতে পোড়েছে, তখন তার জাতের দফা গয়া—আর খোঁজ-খবর পেলেও ত তাকে আর ঘরে নিতে পারছ না ? লোকে একঘ'রে কর্ব্বে। এ অবস্থায় আর একটা দেখা কর্বার চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ?

উপেন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করুন, তার যেন খোঁজ ক'র্ত্তে পারি। আপনি সমাজের ভয় দেখাচ্ছেন, আমি সে ভয় রাখি না—সমাজের লোক-জনকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনিছি। যখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না, যখন আমরা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় দিনপাত কর্তেম, তখন কে আমাদের খোঁজ নিত, কটা লোক এসে আত্মীয়তা জানিয়ে

[illegible] দেখাও ? আমার বিবাহের সময় বাবা গ্রামের প্রত্যেক লোকের কাছে কিছু টাকা কর্জ্জ ক'র্‌বার জন্তে ঘুরেছিলেন, আমরা অবস্থা-হীন ছিলেম ব'লে সে প্রার্থনায় কেউ কর্ণপাত করেনি। যে সমাজ লোকের সময় অসময়ে সাহায্য করে না, যে সমাজ পরের দুঃখ আপনার ব'লে নিতে জানে না, যে সমাজে কেবল ধনী আদরণীয় হয়, দরিদ্র উপেক্ষার পাত্র হয়, তেমন স্বার্থপর সমাজ আমার মাথায় থাক্। আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন, ইন্দিরার কি দোষ! সরলা বালিকা লোকজন-পরিবেষ্টিতা হ'য়ে শ্বশুরবাড়ী আস্‌ছিল, পথে দস্যু-দল আক্রমণ ক'রে পাল্কীসুদ্ধ লুটে নিয়ে গেল। পরিণাম কি ?—সমাজ কর্ত্তৃক ইন্দিরা জাতিভ্রষ্টা হ'ল, তার বাপ-মা কিম্বা স্বামী ঘরে আন্‌লে সমাজ তাদেরও ঠেলে রাখ্‌বেন! বাঃ বাঃ! খুব চমৎকার বিচার!

সরলা। আচ্ছা বাবাজী! সমাজ না হয় নাই মান্‌লে। খোঁজ-খবর নিতে চাও নাও, তার পর যদি সন্ধান না পাও ?

উপেন্দ্র। যদি সন্ধান না পাই, মর্ব্বো, কার জন্তে এ সব ? কার জন্তে এই আট বছর দেশত্যাগী হ'য়েছিলেম ? কার জন্তে অনাহারে, অনি-দ্রায় অকাতরে দেশান্তরী হ'য়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেম ? তাকেই যদি না দেখ্‌তে পেলেম, তাকেই যদি রত্নালঙ্কারে ভূষিত ক'র্ত্তে না পাল্লুম, সেই যদি আমার সৌভাগ্যের অধিকারিণী নাই হ'ল, তবে আমার বেঁচে সুখ ?

সরলা। এঁ্যা বাবাজী, তুমি একেবারে বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য করে ফেলে!

উপেন্দ্র। তবে এটা স্থির, তার খোঁজ না নিয়ে, তার সঙ্গে দেখা না ক'রে, সে কোথায় কি অবস্থায় আছে, না জেনে মর্ব্বো না। আমার বিশ্বাস,

আমি আবার তার দেখা পাব, আমার সে আসবে, আবার আমার ঘর আলো হবে। সে আমার প্রাণে মিশিয়ে র'য়েছে, যাবে কোথা?

সবলা। বরাত! বরাত! বাবাজী, ভেবেছিলেম, নতুন ক'রে ঘরকন্না করা যাবে, গরুর গাড়ীর চাকার মত জিলিপি ক'রে দিনকতক ঠেলা যাবে, তা আর বরাতে হ'ল কৈ? চল, তোমার বাপের কাছে যাওয়া যাক্, তিনি একে মর্ম্মাহত হ'য়ে রয়েছেন, এ খবরে একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌বেন।

উপেন্দ্র। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির-সম্মুখে ঘাট,—ঘাটে নৌকা বাঁধা

(নৌকাপরি কৃষ্ণদাসপত্নী, ইন্দিরা ও কেলো)

কেলো। মা-ঠাকৃরুণ! চাকর থাক্‌তে এসেছি, দয়া ক'রে যখন আমায় নৌকায় ঠাঁই দিয়ে এনেছ—তখন গিয়ে যেন বিদেয় কোর না।

কৃপত্নী। আচ্ছা, কর্ত্তাকে ব'ল্‌বো, দুজন চাকর রাখা পোষায় ত থাক্‌বে।

ইন্দি। দ্যাখ গা, আমি গঙ্গা কখন দেখিনি।

কেলো। আমিও দেখিনি।

কৃপত্নী। তা কি কর্ব্বো বাছা! তোমরা দেখনি, দেখ।

ইন্দি। গঙ্গার এমন দুধ-পানা জল? এমন ছোট ছোট ঢেউ, ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর এমন রোদের চিকি-মিকি, এমন সুন্দর কৈ কখন দেখিনি! এ দেখে আমার আহ্লাদে প্রাণ ভোরে যাচ্ছে।

[illegible]। আমারও জোরে যাচ্ছে।

কুপাণী। ছি! এত আহ্লাদ ভাল নয়, দুঃখে ম'রছ, অত আহ্লাদ কেন বাছা?

ইন্দি। এমন পুণ্যময়ীর কোলে যে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছি, মা।

কেলো। আমিও যাচ্ছি, মা।

কুপাণী। বটে! তবে ভোল বাছা, ভোল। তবে কি না, ক'লকেতায় পৌঁছে তোমার খুড়োর সন্ধান পেয়ে, সেথায় গিয়ে সব দুঃখ ভুল্‌লে ভাল হ'তো না? এখন ত বাছা এই নৌকোখানার মত তুমি অগাধ জলে ভাস্‌ছ।

ইন্দি। কৈ ভাস্‌ছি? এই তো ডাঙায় ঠেকেছি! দেখ গা দেখ, ও ঘাটে কেমন ক'টি সুন্দর মেয়েমানুষ জল নিতে এসেছে! বাঃ বাঃ! কেউ জল ঢেউচ্চে, কেউ জল ফেল্‌ছে, কেউ দুলিয়ে কাঁকে তুল্‌ছে! ঐ ছাখ, হাস্‌ছে, গল্প ক'চ্চে, আমাদের পানে চাচ্চে! দেখ গা, ওদের—দেখে—আমার সেই আমার বাপের বাড়ীর দেশের—স্থামা কীর্ত্তনীর গান মনে পড়েছে! শুন্‌বে?

কুপাণী। সে কি আবার?

কেলো। শোন না ঠাকরুন, শোন না! গান শুন্‌লেই বা?

ইন্দি। বলে;—একা কাঁকে কুম্ভ করি, কলসীতে জল ভরি,
জলের ভিতরে শ্যামরায়!
কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়।

কেলো। বাঃ বাঃ। বেশ গান তো! এ কথায় গান! সুর নেই বুঝি গা?

রূপসী। আর সুর তুলে কাজ নেই। গেরস্তর মেয়ের গান করা কি? ছি!

(গান করিতে করিতে অমলা ও নির্ম্মলা সোপান বাহিয়া প্রবেশ)

গীত

অমলা। বিনোদ বেশে, মুচ্‌কে হেসে,
খুল্‌বো হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
চল চল সই জল নিয়েছি—
জল নিয়েছি চল॥

নির্ম্মলা। গহনা গায়ে, আল্‌তা পায়ে,
কল্‌কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
চল চল সই প্রেম নিয়েছি—
প্রেম নিয়েছি চল॥
ওগো জল নিয়েছি চল—

অমলা। ওগো জল নিয়েছি চল—

নির্ম্মলা। ওগো প্রেম নিয়েছি চল—

উভয়ে। জল নিয়েছি, প্রেম নিয়েছি—চল্ লো চ'লে চল॥

[illegible]। ও ছাই গান আবার হাঁ ক'রে শুনছ কেন ?

[illegible]। ক্ষতি কি ?

[illegible]। তাই তো মা-ঠাকরুণ, ক্ষতি কি ?

[illegible]। ছুঁড়ীদের মরণ আর কি, মল বাজানর আবার গান !

ইন্দিরা। দেখ গা, তিরিশ-বছুরি মাগীর মুখে ভাল শোনায় না বটে, ছোট ছোট মেয়ের মুখে বেশ শোনায়; জোয়ান মিন্‌সের হাতের চড়-চাপড় জিনিস ভাল নয় বটে, কিন্তু তিন বছরের ছেলের হাতের চড়-চাপড় বড় মিষ্টি।

কেলো। যা বলেছেন বড় মিষ্টি—যেন নলেন গুড়।

কুশপরী। মিষ্টি তো খাও।

ইন্দিরা। (স্বগত) এ কি; এ প্রভেদ কেন? এক জিনিস দু'জনের দু'রকম লাগে কেন? বুঝি অবস্থাভেদে এ রকম হয়, একথা আমার মনে রইল।

(দাঁড়ি, মাঝি ও কেলো ভৃত্যের সহিত

কৃষ্ণদাসের প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস। এই ভাখ্ বেটারা ভাখ্, কঁাটা সুরু হয়েছে বুইলি, নৌকো ছাড়্ বুইলি? আমি বাঁচি বুইলি, আজ তিন দিন যে তোদের নৌকোতে বেটারা বুইলি—এই কেলো বেটা যত নষ্টের মূল, ঘাটমাঝিদের ঘরে তোদের বেটাদের গাঁজা খাওয়াতে উঠিয়ে মজালে বুইলি? এক ঘণ্টা দেরি করে বুইলি তো, বেটারা, নৌকো ছাড়্, হু হু ক'রে কলকেতায় গিয়ে পড়্‌বো—বুইলি।

কেলো। আজ্ঞে হাঁ, ওরা বুঝেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভবানীপুর—ভাড়াটিয়া বাটী

(কেলো)

কেলো। (স্বগত) সঙ্গ তো আর ছাড়্ছিনি। ছাড়ালেও ছাড়্ছিনি, তাড়ালেও যাচ্ছিনি। আর ছাড়্বই বা কি কোরে। যাবই বা কি কোরে? আমায় যেন আটাকাটিতে আটকে ফেলেছে। হাঁ ক'রে মুখ পানে চেয়ে থাকি—যেন স্বর্গ হাতে পাই, জেগে দেখি, ঘুমিয়ে দেখি, দেখে দেখে তবু আশ মেটে না। জেলো বলে, আমায় মাটী কোরেছে। আমি ভাবি, আমি মাটী ছেড়ে জল হয়ে গেছি, জেলের হাড়ির মত পাছু পাছু থাক্তে পেলেই যেন আমি বাঁচি। জেলো বলে, কাজ-কর্ম্ম কর। আমি ব'সে ব'সে ভাব্বো, কাজ-কর্ম্ম করি কখন। আমায় ওলট পালট ক'রে ফেলেছে। এ জগন্নাথের টান, বলে—দুড়ি ধ'রে টানলে পরে মন রয় না ঘরে। জেলো বলে, তোর দফা নিকেশ। আমি ভাবি, এখনও হিসেব-নিকেশের ঢের দেরী! মজে মজে এত দূর যখন এসেছি, তখন একটা কিনারা না কোরে আর ছাড়্ছিনি। ছাড়্ছি কি, ছাড়া-ছাড়ির কথা কেউ বল্লেও শুন্ছি না। কিনারাও কর্ব্বো, ঠেকেও যাব, যা থাকে কপালে, হয় মর্ব্বো নয় মার্ব্বো।

(জেলোর প্রবেশ)

জেলো। ক'ল্‌কেতায় এলুম এক লাফে, কালীঘাট গেলুম দু'লাফে,—
আরো যাব তিন লাফে, লঙ্কা ডিঙবো কয় লাফে? কেলো দাদা,
বেড়ে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিস্ দাদা—"ক'ল্‌কেতায়"—ইত্যাদি।

কেলো। কি রে জেলো, ভারী ফুর্ত্তি যে।

জেলো। ফুর্ত্তি হবে না কেন দাদা, প্রাণে ত' আর পীরিত সেঁদোয় নি যে, চব্বিশ ঘণ্টা মুখ চুপ ক'রে থাক্‌বো? আচ্ছা কেলো দাদা, তুমি হ'লে কি? তুমি এক কিস্তি রাখ্‌লে দাদা, তোমার আশাকেও বলিহারি—তুমি কি ভাবো, ঐ ছুঁড়ীকে কখন পাবে?

কেলো। আশা ধ'রে বেঁচে আছি, আশা ধ'রে বেঁচে থাক্‌বো। যে দিন নিরাশ হব, যে দিন বুঝ্‌বো আর আশা নেই, সেই দিন ম'র্‌বো।

জেলো। কেলো দাদা! আমাদের খেটে খাওয়া জান, পীরিতে প্রাণ-ত্যাগ মোলায়েম লোকের চলে। তুমি এমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

কেলো। ভালবেসেছি, ভালবেসে ফেলেছি, ভালবাসায় পাগল হ'য়েছি, আর উপায় কি?

জেলো। দাদা, ভালবেসে পাগল হওয়া ও কথার কথা, আমিও দিন-কতক এক কান-পোঁচা ছুঁড়ীর পীরিতে প'ড়েছিলুম। এখনও যে তাকে ভুল্‌তে পেরেছি তা নয়!—তবে তোমার মত বাড়াবাড়ি নেই। পীরিত্ মোলায়েম জিনিস, একটু ভেবে কর মধুরে পাবে।

কেলো। তুই আমার মত ভালবাসিস্‌নি, তুই মার খেয়ে আড় আড়

ছাড় ছাড় অবস্থায় আছিল্। আমি যদি খুন হয়ে যাই আর যদি সাম্‌নে থাকে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মত্তে পারি।

ভেলো। দাদা, জানটা কি এত হেলা ফেলার জিনিষ ক'রে ফেলেছ? বাঁচলে তবে ত পীরিত কর্বে। তা যাক্ এখন কাশী যাওয়াই স্থির ক'চ্ছ?

কেলো। ও যেখানে যাবে আমি সেইখানেই যাব।

ভেলো। তবে কর্ত্তা-গিন্নীর কথা-বার্ত্তার ভাবে যা আভাষ পেলুম, তাঁরা যে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় আমার বোধ হয় না।

কেলো। তবে ও কোথায় যাবে? ও আমার সঙ্গে চলুক, আমি বুকে ক'রে রাখ্‌বো।

ভেলো। আহা, দাদার আমার কি সরল প্রাণ! অমন দুর্লভ বুকখানা অনায়াসে সেই ছুঁড়ীর জন্যে পেতে দেবে। গিন্নীর মনের ভাবে বুঝ্‌লুম, এই ছুঁড়ীর কে এক আত্মীয় আছে, আজ সে এখানে আসবে, তার বাড়ীতে কোন রকম ক'রে রাখিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টা পাবেন।

কেলো। বটে! এখন তুই কি ঠাওরাচ্চিস্? কাশী যাবি কি আমার সঙ্গ নিবি, ও যদি কাশী না যায় আমি ওর পেছনে পেছনে থাক্‌ব।

ভেলো। দাদা, এ অবস্থায় তোমায় একলা ছেড়ে যেতে আমার মায়া হয়। কল্ ক'রে কোন্ দিন কি ক'রে ব'সবে? দেখা যাক্ কদ্দূর জল কদ্দূরে যায়, ঐ যে কর্ত্তা আস্‌ছে, আমি সর্‌লুম।—

কেলো। আমিও সরি, সাম্‌নে দেখ্‌লেই একটা কয়সাল কর্ব্বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণদাস ও ইন্দিরার প্রবেশ)

[illegible] । তোমার খুড়োর বাড়ী কোথায় বুইলে ? ক'লকেতায় না— ভবানীপুরে বুইলে ?

ইন্দি । তা আমি কেমন ক'রে জান্‌বো ? শুনিচি তিনি ক'লকেতায় থাকেন । তাঁর নাম ক'রে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন্ না ।

কৃষ্ণদাস । আহা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বুইলে তুমি ক্যাপা মেয়ে বুইলে ? একি আমাদের দেশ, ভুঁই—আপন গাঁ বুইলে ? এখানে কোন সামান্য লোককে বুইলে ? খুঁজে বার ক'ত্তে বুইলে ? দেবতার হার মানে বুইলে ? তা মানুষ কোন্ ছার বুইলে ? এখানে পাড়ার নাম চাই বুইলে ? গলির নাম চাই বুইলে ? বাড়ীর নম্বর চাই বুইলে ?

(কৃষ্ণদাসের স্ত্রীর প্রবেশ)

কৃষ্ণদাস-স্ত্রী । আমি এই সবগুলো দেখ্‌তে পারি না । সেই যেতে হবে, তবু দুদিন দেরী করাটা হ'ল ? কিসের জন্যে ?

কৃষ্ণদাস । তুমি চট কেন, বুইলে ? কথাটা শোন না বুইলে ? দেরী কেন তা জানইতো বুইলে ? তা এই মেয়েটার একটা গতি করে বুইলে ? আজ রাত্তিরের গাড়ীতে রওনা হব বুইলে ?

কৃ-স্ত্রী । অদ্ভুত পা মেয়ে । তোমার খুড়োর উনি অনেক খোঁজ ক'রেছেন । কিছুতেই সন্ধান ক'ত্তে পারেন নি । তোমার জন্যে আমাদের দুদিন যাত্রা করা হ'ল না ।

ইন্দিরা । আমার বাপের কাজ ক'রেছেন, এ হতভাগিনীর লোকের [illegible] তা উনি কি ক'র্‌বেন ? তা না, আমিও [illegible]

[illegible] কাশী যাব ? (ক্রন্দন) বাবা ! আমি বাপ-মা হারা হ'য়ে বাপ-মা পেয়েছি।

কৃষ্ণদাস। বাছা ! তুমি পরের মেয়ে বুইলে ? আমি কেমন ক'রে তোমায় নিয়ে যাই বুইলে ? শেষে কি হাতে দড়ি পড়বে বুইলে ?

ইন্দিরা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা ! আমি তবে কোথায় যাব ? আমার যে কেউ নেই ? আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যান, গঙ্গায় ফেলে দেবেন, তবু আমি আপনাদের সঙ্গ ছাড়বো না।

কৃ-স্ত্রী। এ যত দোষ তোমার, কোথেকে এক আপদ জোটালে, এখন ছাড়ান ভার, (ইন্দিরার প্রতি) বলি বাছা ! আমরা যদি না নিয়ে যাই, তোমার ত জোর নয়, তুমি আমার কথা শোন ; এখন কারো বাড়ীতে দাসীপণা কর। আজ সুবো আসবার কথা আছে, তাকে ব'লে দিই, বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখবে।

ইন্দিরা। (আছাড় খাইয়া) মা গো ! আমার কপালে কি এই ছিল, শেষে আমাকে কি দাসীপণা ক'ত্তে হ'ল ? আমাকে দাস-দাসীতে পা ধুইয়ে দিত, আজ আমাকে কি সেই পা ধোয়াবার কাজ ক'ত্তে হল ? হায় ! পোড়া বিধাতা ! অদৃষ্টে আরও কত লিখেছে !

কৃষ্ণদাস। তা আমি কি কর্বো বাছা, বুইলে ?

ইন্দিরা। না বাবা, তুমি কি কর্বে, সকলি আমার কপাল !

কৃ-স্ত্রী। ভাল আপদে প'ড়লুম যে ! এমন অলুক্ষুণে লোক ত আমি কখন দেখিনি, আমি বাঁচি দেবতার হাতে, এখন কি এ কান্না কাটনা ভাল লাগে ! ঐ মিন্সেকে আর কি বল্‌বো, যা মনে হয় তাই করুন।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণদাস। ওরে কেলো! বুইলি? ও গাড়ী এল কার? বুইলি? দেখ, দেখি বুইলি? বুঝি সুবো এলো বুইলি?

[প্রস্থান

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ওগো ঠাকরুণ কেঁদ না, আমার বড় বাজে।

ইন্দি। কি বোল্‌ছো?

কেলো। বোল্‌ছি ওঁরা নাই নিয়ে গেলেন—দেশের ঠিকানা আমায় বলুন, আমি মাথায় কোরে রেখে আস্‌বো।

ইন্দি। তুমি পারবে কি?

কেলো। না পারি জান্‌ দেব।

ইন্দি। তাতে আমার কি উপকার হবে বল?

কেলো। উপকার! তাই ত উপকার ঠাক্‌রুণ? আচ্ছা হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দেখিয়ে।

[প্রস্থান।

ইন্দি। গরীবের দুখে গরীব কাঁদে, বড় যারা, তারা এত কঠিন কেন?

(কৃষ্ণদাস-পত্নী ও সুভাষিণীর প্রবেশ)

কৃ-পত্নী। এই দেখ বাছা! এই সুবো এয়েছে, তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, ভাল বলে দি!—

ইন্দি। (একদৃষ্টে সুভাষিণীর প্রতি নিরীক্ষণ)

কৃ-পত্নী। বলি কথার উত্তর দাওনা যে? ভাব কি?

ইন্দিরা। উনি কে?

কুন্তী। তাও কি বোলে দিতে হবে? ও সুভো আর কে?

সুভা। (সহাস্যে) তা মাসীমা একটু বোলে দিতে হয় বৈ কি। উনি নতুন লোক, আমায় তো চেনেন্ না। (ইন্দিরার প্রতি) আমার নাম সুভাষিণী গো! উনি আমার মাসীমা,—আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।

কুন্তী। ও আমার বড় বেশ্ সুবো নয়! কলকেতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হ'য়েছে। তারা খুব বড় মানুষ। ছেলেবেলা থেকে ও শ্বশুরবাড়ীতেই থাকে, আমরা কখন দেখ্তে পাই না, আমি কালীঘাট এসেছি শুনে, আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে, ওরা বড় মানুষ। বড় মানুষের বাড়ী কাজকর্ম্ম কত্তে পারবে ত?

সুভা। মাসী-মা! তুমি বাছা স'রে যাও, আমি বাছা আড়ালে সে সব কথা ওঁকে বলি। যদি উনি রাজী হন, তবে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

কুন্তী। বেশ কথা! তুমি যাকে রাখ্বে, তার সঙ্গে বোঝা পড়া কোর্‌বে বই কি। শুধু আমার কথাতেই তো আর রাখ্তে পার না? [প্রস্থান।

সুভা। (উপবেশন করিয়া) আমার নাম না জিজ্ঞেস্ কত্তেই বোলেছি, তোমার নাম কি ভাই?

ইন্দি। আমার দুটি নাম, একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত, যেটি অপ্রচলিত, তাই এঁদের বোলেছি, কাজেই আপনার কাছে এখন তাই বলি। আমার নাম কুমুদিনী।

[illegible]। আর নাম নাই শুন্‌লুম। জাতি কায়স্থ বটে ?

[illegible]। (সহাস্যে) আমরা কায়স্থ।

[illegible]। কার মেয়ে, কার বউ, কোথা বাড়ী, তা এখন জিজ্ঞাসা কোর্‌বো না। এখন যা বলি তা শুন, তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তা আমি জান্‌তে পেরেছি, তোমার হাতে গলায় গয়নার কালী আজও র'য়েছে, তোমাকে দাসীপনা ক'র্ত্তে বলি না—তুমি কিছু কিছু রাঁধ্‌তে জান কি ?

ইন্দি। জানি।

সুভা। আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। তবু ক'লকেতার রেওয়াজ মত একটা রাঁধুনী বামনীও আছে, সে মাগীটা বাড়ী যাবে। এখন মাকে বোলে তোমাকে তার জায়গায় রেখে দেব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধতে হবে না। আমরা সকলেই রাঁধ্‌বো, তাদের সঙ্গে তুমি দু এক দিন রাঁধ্‌বে। কেমন রাজী ?

ইন্দি। আপনার কাছে আমি দাসীপনা ক'র্ত্তেও রাজী।

সুভা। আপনি কেন বল ভাই ? বল ত মাকে বোলো। সেই মাকে নিয়ে একটু গোল আছে, তিনি একটু খিট্ খিটে, তাঁকে বশ কোরে নিতে হবে। তা তুমি পার্‌বে। আমি মানুষ চিনি। কেমন রাজী ?

ইন্দি। রাজী না হ'য়ে কি করি ভাই ? আমার আর উপায় নেই ?

সুভা। তবে চল ভাই গাড়ী তোলের, না যাও আমি ধ'রে নিয়ে যাব। কিন্তু যে কথাটি বোলেছি, মাকে বশ কর্ত্তে হবে।

(ইন্দিরার হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

[সকলের প্রস্থান।

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। ওই যা ভুলুলা যে। চলুক, চলুক, আমিও চলি। ও যেখানে যাবে সেখানে যাব, যেমন করে পারি ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। অবসরটি ছাড়বো না, নইলে মুঁরে যাব যে। জেলো কোথা? জেলোকে সঙ্গে নিতে হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

(রমণ বাবুর মা ও হারাণী)

র-মা। হাঁ লা হারাণী! কত্তা না কি কাল বোসেদের বড়ুন জামাই নন্দাইয়ের কাছে আমার কালীর বোতল বোলেছে, খোকার কি বোল্‌ছিল?

হারাণী। হাঁ মা! খোকার কি বোল্‌ছিল বটে।

র-মা। আবার না কি বোলেছে, শুধু বোতল? কালীভরা বোতল, খোকার কি বোল্‌ছিলো।

হারাণী। হাঁ মা। খোকার কি বোল্‌ছিল বটে।

র-মা। আচ্ছা তুই বল—আমি কি বড্ড কাল?

হারাণী। কই কাল? এমন ধব্ ধবে ক'চ্ছে রং?

র-মা। না অত্ ধবে না হ'ক্ কালো নই, আবার না কি বোলেছে, আমার মুখটা হ'য়ে বাহাত্তুরে হ'য়েছে, খোকার কি বোল্‌ছিলো।

হারাণী। হাঁ মা। খোকার কি বোল্‌ছিলো বটে।

রম্ভা। আচ্ছা তুই বল্ আমি বুড়ী হ'য়েছি?

হারাণী। বুড়ী কোথায়? আমি তো মা তোমায় ছুঁড়ী দেখি।

রম্ভা। না, ছুঁড়ী না হই বুড়ী নই, আবার নাকি বোলেছে আমার সব চুল পেকেছে, খোকার ঝি বোল্‌ছিলো?

হারাণী। হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিলো বটে।

রম্ভা। আচ্ছা তুই বল—আমার সব চুল পাকা?

হারাণী। কোথায় পাকা? আমি ত এক গাছিও খুঁজে পাই না।

রম্ভা। না, দু চার গাছা পেকেছে বটে, আবার না কি ব'লেছে আমার দিনে দু বার দাঁতগুলুনি হয়, খোকার ঝি বোল্‌ছিল।

হারাণী। হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিল বটে।

রম্ভা। আচ্ছা, তুই বল আমার দিনে দুবার দাঁতগুলুনি হয়?

হারাণী। কোথায় দিনে, বছরেও একবার হয় না।

রম্ভা। না, মাসে একবার হয় বটে। আবার না কি বোলেছে তাকে বয়েস দোষে মন্দ ক'রে আমি সোমত্ত ঝি চাকরাণী রাখ্‌তে ভালবাসি না। খোকার ঝি বোল্‌ছিল?

হারাণী। হ্যাঁ মা! খোকার ঝি বোল্‌ছিলো বটে!

রম্ভা। বসায়ের কাছে এত কথা ধ'রেছে? আজ তাঁর একদিন কি আমারি এক দিন!

হারাণী। খোকার ঝি বোল্‌ছিল, এ সব কথা সে স্বচক্ষে দেখেছে, স্বকর্ণে শুনেছে মা।

রম্ভা। স্বচক্ষে দেখেছে? স্বকর্ণে শুনেছে, আ আমার পোড়া কপাল, আমি মনে কচ্ছিলুম—হতভাগা মিন্সে সত্যি সত্যি বুঝি...!

[illegible] বল্লে দশ কথা, তা বলো হারাণি, যা দু এক গাছা পাকা চুল আছে তা একেবারে কিসে উঠে যায় বোল্তে পারিস?

হারাণী। তা এর আর কি বা ঠাক্রুণ। বাবুদের লম্বা লম্বা গোছা গোছা দাড়ি উঠে যায়, আর তোমার দু এক গাছা পাকা চুল একেবারে উঠে যাবে না? নাপ্তিনীকে বল বেশ জোরে একদিন ক্ষুর টেনে দিক্, মাথাটি একেবারে গেড়েন হ'য়ে যাবে।

কর্ত্রী। দূর পোড়ারমুখি, ও কথা কি মুখে আন্তে আছে, তাও কি হয়? তোর পাকা চুল তোলার পানটি গা, আর চুলগুলো বসে তুলে দে, মাথা যেন কুট্ কুট্ ক'চ্চে।

(হারাণীর গীত)

হারাণী। ওমা কোরবো কি তোর মাথা খালি।
দেখ্লে পরে কর্ত্তা ঘরে ছুটি গালে দেবে কালী॥
ঘরের মাথা হোলে ফাঁক, গিন্নী লো তোর ঘুচ্বে জাঁক,
জেনে শুনে তবে কেন ঘিয়েরে আগুন দেচে জালি॥
টেকো মাথায় তাকাবে আর, পরাবে না সোহাগ-হার,
এই বেলা তুই সমঝে না চল কেন হবি চোখের বালি॥

(মুক্তাকেশী ও ইন্দিরার প্রবেশ—গিন্নীকে প্রণাম)

কর্ত্রী। এস বৌমা এস, আমি ভাব্ছিলুম এত দেরী হোচ্চে কেন? এটি কে?

মুক্তা। তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজ্ছিলে তাই এঁকে নিয়ে এসেছি।

কর্ত্রী। কোথায় পেলে?

[illegible]। স্বামী-খা নিয়েছেন।

[illegible]। বামুন না কায়েত ?

সুভা। কায়েত।

[illegible]। তা তোমার খালীখার পোড়া কপাল ! কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে ? একদিন বামুনকে ভাত দিতে হ'লে কে দেবে ?

[illegible]। রোজ ত আর বামুনকে ভাত দিতে হবে না, যে কদিন চলে চলুক, তার পর বামনী পেলে রাখা যাবে ! তা বামুনের ঠ্যাকার বড়, আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়ি-কুঁড়ি ফেলে দেয়—আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন ? কেন ? আমরা কি মুচি ?

কৃ-মাতা। তা সত্যি বটে, ছোট লোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি ! মাইনে কত বোলেছে ?

সুভা। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয়নি।

কৃ-মাতা। হায় রে কলিকালের মেয়ে, লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তার মাইনের কথা কওনি ? (ইন্দিরার প্রতি) কি নেবে তুমি গো ?

ইন্দি। যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এসেছি, তখন যা দেবেন তাই নেব।

কৃ-মাতা। তা বামুনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে, তোমাকে তিনটাকা মাসে, আর খোরাক দেব।

ইন্দি। তাই দেবেন।

কৃ-মাতা। তোমার বয়েস কি গা ? তফাতে রয়েছ, ভাল ঠাওর পাচ্ছিনি, কিন্তু গলাটা ছেলেমানুষের ব'লে বোধ হ'চ্ছে

ইন্দি। বয়েস এই উনিশ কি কুড়ি।

র-মাতা। তবে বাছা অন্তত্র কাজের চেষ্টা দেখে নিয়ে যাও, আমি গেরস্ত লোক রাখিনি।

সুভা। কেন মা? গেরস্ত লোক কি কাজ কর্ম্ম পারে না?

র-মাতা। দূর বেটী পাগলের মেয়ে, গেরস্ত লোক কি লোক ভাল হয়?

সুভা। সে কি মা! দেশ শুদ্ধ গেরস্ত লোক কি মন্দ?

র-মাতা। তা নাই হ'ল, তবে ছোট লোক যারা খেটে খায়, তারা কি ভাল? তুমি যাও বাছা যাও—

ইন্দি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হা ভগবান্! অদৃষ্টে আরও কত আছে!

[ইন্দিরার প্রস্থান।

র-মাতা। ছুঁড়ী চ'লে গেলো না কি?

সুভা। বোধ হয়।

র-মাতা। তা যাগ্ গে।

সুভা। কিন্তু গেরস্ত বাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে?

র-মাতা। ওকে কিছু খাইয়ে বিদায় কর। আমি কর্ত্তা কি করছেন একবার দেখি।

[প্রস্থান।

সুভা। হারাণী! লোকটিকে ফিরিয়ে আন্‌গে।

(হারাণীর প্রস্থান ও ইন্দিরাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দি। আবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন? পেটের [illegible] প্রাণের দায়ে, আমি এমন সব কথা শোনবার [illegible] পারবো না।

রমণ বাবু। কেন চান্ না ?

সুভা। লোকটা বল্লেন—

রমণ বাবু। (হাত কচলিয়া) তা আমায় কি কর্তে হবে ?

সুভা। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

রমণ। কেন ?

সুভা। (অস্ফুটস্বরে) আমার হুকুম।

রমণ। (অস্ফুটস্বরে) যে আজ্ঞা।

সুভা। কখন পারবে ?

রমণ। এখনি, খাবার সময়।

[রমন বাবুর [illegible]]

ইন্দি। আচ্ছা, উনি যেন রাখ্‌লেন। কিন্তু এমন কটু কথা [illegible] আমি থাকি কেমন কোরে ?

সুভা। সে পরের কথা পরে হবে। গয়া ত আর একদিনে [illegible] যাবে না। এখন কি হয় দেখা যাক্ না ?

[উভয়ের প্রস্থান]

(রমণ বাবু ও তাঁহার মাতার প্রবেশ)

র-মাতা। আজ কিছু ত খেলিনি বাবা ?

রমণ। ও রান্না ভূত প্রেতে খেতে পারে না মা। আমি তো [illegible]— কেমন কোরে খাব ? বামুন ঠাকুরুণের রান্না খেয়ে খেয়ে [illegible] [illegible] গেছে, মনে কোরেছি আজ থেকে পিসিমার বাড়ী [illegible] খেয়ে আস্‌বো।

[illegible] তা হ'লে হবে না আজ, আমি আর রাঁধুনী আনাচ্ছি।

[রমণ বাবুর প্রস্থান।

[illegible] কে আছিস রে ওখানে, বউ-মাকে ডেকে দে তো; ছেলেটা খাবার না খেয়ে খুন হোয়ে গেল। দিন দিন যেন হাড়-কখানা উঠে পড়ছে, বামনীর যে কেমনে কেমনে হাত পাক্‌ছে তাতো জানি নে।

(সুভাষিণীর প্রবেশ)

[illegible] সে কায়েত ছুঁড়ীটা চ'লে গেছে কি?

সুভা। না। তার এখনো খাওয়া হয়নি বোলে যেতে দিই নি।

গৃহিণী। সে রাঁধে কেমন?

সুভা। তা জানি নে।

কর্ত্তা। আজ না হয় সে নাই গেল—কাল তাকে দিয়ে দু একখানা রাঁধিয়ে দেখ্‌তে হবে।

সুভা। তবে তাকে রাখি?

কর্ত্তা। রাখ, রান্না হ'লে আমায় ডেকো, কর্ত্তার ভাতটা আমিই দিয়ে আস্‌বো।

[প্রস্থান।

সুভা। হারাণী! সেই লোকটিকে পাঠিয়ে দেত।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

[illegible] তুমি রাঁধ্‌তে জান তো?

[illegible] জানি। তা তো ব'লেছি।

[illegible] ভাল রাঁধ্‌তে পার ত?

ইন্দি। কাল খেয়ে দেখে বুঝ্‌তে পারবে।

সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তো বল, আমি কাছে ব'সে শিখিয়ে দেবো।

ইন্দি। (সহাস্যে) পরের কথা পরে হবে। (স্বগত) ভগবান্ কি ক'রে?—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উপেন্দ্রনাথের বাটী।

(উপেন্দ্র ও নবদা)

নবদা। বাবাজী! ভাবনার শেষ নেই। যত ভাব্‌বে, ভাবনা ততই বাড়বে, চিন্তা জিনিষটা ভারী খারাপ! একটা বচন আছে— চিন্তা নির্জ্জীব ব্যক্তিকে দাহ করে, চিন্তা জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে খাক ক'রে মারে।

উপেন্দ্র। না হয়, পুড়ে পুড়ে ম'র্‌বো, বাঁচ্‌বো কি সুখে? কার জন্যে? কোন্ পিত্তেশে? লোকে যা হয় একটা কিছু নিয়ে পৃথিবীতে থাকে। আমার কি আছে? গৃহহীন, শান্তিহীন, প্রাণ-হীন, উৎসাহবিহীন আমি! সংসারে আমার কে আছে?

নবদা। বাবাজী! তুমি যে আমায় তাজ্জব কল্লে—সংসারে তোমার নেই কে? বুড়ো বাপ র'য়েছে, মা র'য়েছে, আত্মীয় স্বজন,

[illegible], বাড়ী, ঘর-দোর, দুনিয়ার প্রধান জিনিষ পয়সা, তাও [illegible] পরিত্যাগে র'য়েছে, কেবল একটা ছুঁড়ী, যার সঙ্গে [illegible] ঘর করনি, যার সঙ্গে দেখা নেই, শোনা নেই, যার জন্তে তোমার জন্মদাতা বাপ অপমানিত হ'য়ে প্রাণে বিশেষ ঘা পেয়ে র'য়েছে—সে নেই ব'লে—সংসারে তোমার কেউ নেই! আর তুমি খুঁজতে ত আর ত্রুটী করনি, অজস্র অর্থ ব্যয় কোরে, অকাতরে পরিশ্রম কোরে, অনাহারে, অনিদ্রায় এ ভারতবর্ষটা এক রকম তোলপাড় ক'রে ফেলেছ—আর কি কোর্‌বে? ভগবানের ওপর ত আর কার-চুপি চলে না! তুমি আমার মুখের কথা খসিয়ে বল, আমি ইন্দিরার মতন পাঁচশ গণ্ডা ছুঁড়ী এনে তোমার বাড়ী ভর্ত্তি ক'র্ব্বো।

উপেন্দ্র। ইন্দিরা! ইন্দিরা! সে আমার নেই? হায়! হায়! আমার সব ফুরলো? কত আশা কোরেছিলেম, সাধের সমুদ্রে ভেসেছিলেম, মনের সাধ মনেই র'য়ে গেল, ফুটতে পেলুম না! তাকে ভোলা যায়? সে আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী হ'য়েছে, তার স্মৃতি এ সংসারে আমার একমাত্র সম্বল, তাকে যেদিন প্রাণ থেকে মুছে ফেল্‌তে পারবো, সেদিন আমারও স্মৃতি চির জনমের মত মিলিয়ে যাবে।

[illegible]। বাবাজী! ভুল্‌বো মনে ক'রে ভোলা যায় না, তা বলে [illegible] না? তুমি যদি হাবরাও হ'য়ে প'ড়ে, হা হতোহস্মি! হা হতোহস্মি! ক'রে আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ কর, তার চারা কি? [illegible] [illegible] আগুন দিন দিন বাড়তে থাকবে, এই আমি, এর [illegible]

কোরে চারটি মাসের মাথা খেয়েছি, এখন আর [illegible] [illegible] গেল, মনে হ'ল আর বাঁচ্‌ব না। আর [illegible] [illegible] হোক না হোক, তেমন যত্ন ক'রে বেঁধে খাওয়াবে কে? অনেক ভেবে চিন্তে অনেক খুঁজে পেতে দ্বিতীয় পক্ষে আর এক বে কল্লেম, অল্প দিনের মধ্যে বেশ জমাটি হ'য়ে গেল, নবীন জোরে [illegible] হ'য়ে, তোফা দিন কাটতে লাগ্‌ল, ক্রমে সেটি [illegible] পড়্‌লো, আবার আর এক বে, আবার জমাটি, আবার নবীন [illegible] সে দৃশ্যেও যবনিকা পোড়লো; আবার নূতন রঙ্গ, নূতন প্রেমতরঙ্গ, নব বধুর মধুর সঙ্গ, তাই নিয়ে এখন মশগুল হ'য়ে আছি। তাই ব'লছি বাবাজী! মুখ বদ্‌লাই ক'ল্লে শেষ, যাকে পাব না, যে আর আমার হবে না, যে আর আস্‌বে না, তার [illegible] কোরে কেন নিজের অধর্মী করা?

উপেন্দ্র। হা জগদীশ্বর! যার জন্যে এত কল্লুম, যার জন্যে [illegible] মমতা ছেড়ে দিয়ে ছিলেম, যার জন্যে দেশান্তরী হ'য়ে ছিলেম,— সে আমার হোল না, কোথায় যাব? প্রাণের জ্বালা বড় জ্বালা, কোথায় গিয়ে জুড়বো?

লবণ। বাবাজী! জ্বালা জুড়বার জন্যে ভাবনা কি? আর একটা বে কর, জ্বালায় পেলেপ পড়ে যাবে। বাস সব ঠাণ্ডা, এখন পরিত্যক্ত হ'য়ে পোড়লে সব বিষয় আশয় নষ্ট হ'য়ে যাবে।

উপেন্দ্র। যায় যাবে! কার জন্যে বিষয় আশয়? কার জন্যে ভূঐশ্বর্য্য? কার জন্যে বিলাস-বৈভব? [illegible] [illegible] [illegible] নিজের সুখের ত কোন [illegible] ছিল না, [illegible] [illegible]

[illegible] অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেম? আত্মীয়-স্বজন [illegible] আট বছরের মতন পরিত্যাগ করেছিলেম; বাড়ী, ঘর-[illegible], স্বদেশ, জন্মভূমি কার তরে ভুলে ছিলেম? সে আমার এল না, তাকে পেলাম না! তবে এই জলবিম্ব জীবন এইখানেই মিলিয়ে যায় না—আর কেন?

[illegible]। বাবাজী! তোমার যে রকম বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি, তোমার মাথার অবস্থা যে ঠিক আছে, আমার বোধ হয় না। দিন-কতক ক্রমাগত অশ্বগন্ধা রসায়ন-ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মালিশ কর, ধাত আসুক. এই যে কর্ত্তা আস্‌ছেন।

(উপেন্দ্রের পিতার প্রবেশ)

উ-পিতা। এই যে লবদা আছ, ভালই হ'য়েছে; আমি ত আর পেরে উঠিনি ভাই। একটি ছেলে, মুখ চেয়ে বেঁচে আছি, তা এ বুড় বয়সে আর যে দিনকতক টেঁকবো তার ত উপায় দেখ্‌ছিনি। বাবাজী দিন-রাত্তির পোড়ে পোড়ে ভাব্‌ছেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরেছেন, বিষয় কর্ম্ম দেখা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর গর্ভ-ধারিণী ত দিনরাত চোখের জল ফেল্‌ছেন। এই অবস্থায় আমি যে বাড়ীতে টেঁকতে পারি এমন তো বোধ হয় না, লোকের স্ত্রী তো [illegible] যায়, একটা হয় তাই হ'য়েছে মনে কল্লেই হয়।

[illegible]। আপনি যদি অনুমতি করেন তো দিনকতক বেড়িয়ে আসি।

[illegible]। তাই যাও বাবাজী তাই যাও। তোমার এ একটানা বিরহ [illegible] দিনকতক বাতুড়ী [illegible], বাবাজী! তোমাদের [illegible] [illegible] [illegible] নেই, [illegible] পার না, তার জন্তে হাহুতাস করা

কেন? মনটা বড় মজার জিনিষ বাবাজী। কিছুতে ছুঁইও না, তফাতে তফাতে রাখ, বেশ থাকবে, আর একটা কিছুতে জড়িয়ে দাও, সাধ ক'রে একটু হা হুতাশ আন, অমনি দেখবে জ্বালা হু হু বেড়ে উঠবে।

উ-পিতা। তা বাবাজী! তোমার যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে স্থান পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তা এক কাজে দু কাজ হবে; তুমি ক'লকেতায় চলে যাও, রমণ বাবুকে নথী-পত্রগুলো পাঠান হয়েছে, তুমি নিজে গিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে আরও ভাল হবে। তোমারও মনস্থির হবে, অথচ বিষয় কর্ম্মের অনেকটা সহায়তা কর্ব্বে।

উপেন্দ্র। যে আজ্ঞা, তাই হবে।

উ-পিতা। সবদা, যাবার সময় একবার আমার কাছ দিয়ে হ'য়ে যেও?

[প্রস্থান।

সবদা। যা হ'ক বাবাজী, এইবারে তোমায় ফিরিয়ে পাব, এ ভরসা আমার কতকটা হ'ল। ক'লকেতা বড় সঙ্গিন যায়গা, গ্যাসের আলো, কলের জল, টেলিগ্রাফের তার, আর পাঁচ খানা কাঁচা পাকা মুখ, কিছু না কিছু বুক আনবেই আনবে।

উপেন্দ্র। আপনি বিজ্ঞ, আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন, মনের অবস্থা কেন এমন হয়? কেন মনকে বাঁধা যায় না, কেন মন প্রবোধ না মেনে ছোট ছেলের মতন ছুটে ছুটে বেড়ায়? বোঝালে বোঝে না, মানা করলে মানা মানে না, যেন কেমন কেমন হোয়ে যায়? কত সাধ কোরে সুখের ছবি এঁকেছিলেন, কত আশা ক'রেছিলেন, কি হোল? সব ফুরলো—সব ফুরুলো, এক ফুঁয়ে সব উড়ে গেল।

হুজুর, আমার মন বড় অস্থির। যাত্রার উদ্যোগ ক'রিগে যাই। অন্য সময় এ সব কথা আপনার সঙ্গে কইবো।

[প্রস্থান।

[illegible]। বাবাজী! এখন বুঝ্‌লে ত, মন বড় মজার জিনিষ, স্বার্থপরতা টুকু বিলক্ষণ আছে, মন আপনার মনের মত সব চায়, তা কি হয়? কাজেই শালার মন বিগ্‌ড়ে যায়। তোমার আমার জ্বালাবার জন্যে আগুন জ্বেলে দেয়, তুমি আমি হা হা ক'রে মরি; সে ব'সে ব'সে মজা দেখে। বুঝিয়ে দুটো কথা বোল্‌তে যাও—উল্টে ঠোনা খেয়ে চ'লে আস্‌তে হবে। পাগলা ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ঠিক রাখে, শালার মনকে তেমনি চাবুকের ওপর রাখ্‌তে হয়। একটু এদিক্ ওদিক্ ক'রেছে অমনি পটাপট্ সটাসট্। ক'ল্‌কেতা ত' যাচ্ছ,—ফির্‌তে পার্‌বে কি? দেখা যাক্।—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ঢেক্‌নার পোল

(কেলো ও জেলো)

জেলো। কেলো দাদা! তোমার ত সব নিলুম, পাছু পাছু এলুম, চাকরীটির মায়া ফেলুম, জমির বাপী চ'লে গেল। আমি বেটা এখন অকূল সমুদ্রে, এখন উপায়? বাপভাতা আর ক' দিন ঠেকাব?

কেলো। আমি ত' চাকরী কচ্ছি বটে, আমার ও আর তোমার

পোষাক লাগে না, যে ক'টাকা মাইনে পাই, তোকে বরাবর ঘুরিয়ে যাব। তোর অনায়াসে চ'লে যাবে।

জেলো। আচ্ছা, তা যেন হোল, তুমি তো পীরিতে মশগুল হ'য়ে রইলে। আমি কি নিয়ে থাকি?

কেলো। একটা যে হা যোগাড় কর্‌না?

জেলো। বড্ড ব'য়ে, দেখ্‌চোনা জুতি মেরে বেড়াচ্ছি, ভোর বাড়ীর আশাসোটা হাতে দরোয়ান ব'সে, কোচুয়ানের গায় [illegible], ঘোড়ার মাথায় টুপী, মস্ত তেতালা বাড়ী নিয়ে র'য়েছি। বাড়ীতে সদাব্রত, কাজেই যে মনে কল্লেই মেয়ের গাঁদি লেগে যাবে। আমার মধ্যে ত গয়লানীর খোলার আড্ডা ঘর, আর একটি পীরিতের ভাই, তাও ভায়ের প্রাণটুকু টাকবার গোড়ায় লেগে মজেছে। ভায়া আমার সর্ব্বদাই মজুতে প্রস্তুত, এ অবস্থায় বেহ্ ব'জে জোটে কোত্থেকে? তবে আমার গোয়ালিনী দিদির এক খুঁড়ী মেয়ে আছে, তাকে হাতচাত ক'র্ব্বার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু সে কুরূপা নিয়েই বা করি কি? আমারও তো সৌখীন প্রাণ!

কেলো। আচ্ছা জেলো, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কি এমনি কোরে যাবে? আমি কি ছিলুম কি হলুম তাই? মনের স্ফূর্ত্তিতে লাঠি সোঁটার উপর ভর কোরে জীবন কাটাচ্ছিলুম,— এ আমার হ'ল কি? খেয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই, রাত দিন ভ'ম্‌ছি, পুড়ে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছি, এমন কোরে আর কতদিন বাঁচ্‌বো?

[illegible]। আচ্ছা দাদা, ব্যাপারটা কি বল দেখি? মনটা কিছুতে [illegible] পাচ্ছ না?

[illegible]। তোকে বোল্‌ব কি? মন কাটাতে যত চেষ্টা কচ্ছি, তত আরও জড়িয়ে পোড়্‌ছি, ওকে যদি কেউ কড়া কথা বলে, আমার প্রাণ কাঁদতে থাকে, ওকে যদি কেউ অযত্ন করে, আমার প্রাণে ভারি ঘা লাগে, ও সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেলে আমার ইচ্ছে হয় বুক পেতে দি।

জেলো। যদি কাজ কিছু এগুতে পারে, না খালি হা হুতাশ ক'রে সারা হ'চ্চ?

কেলো। কি ক'র্ব্বো, ওকে কিছু বোল্‌তে গেলে আমার মুখ যেন কে চেপে ধরে, আমি যেন কেমন হ'য়ে যাই।

জেলো। দাদার এই প্রথম পীরিত বুঝি? তাই এমন পাঁকের কয়াতে পোড়েছ।

কেলো। না জেলো, আমায় এক জন ভালবাস্‌তো, বড্ড ভালবাস্‌তো, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো। আমি তাকে পায়ে ঠেলে দিয়ে চলে এসেছি, সে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল, চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়্‌তে লাগ্‌লো; আমি পাষাণ, পাষাণ প্রাণে ফেলে চ'লে এলুম।

জেলো। দেখ দাদা, তোমার যা মেজাজ, তোমার যা চাল চলন, তাতে তোমার রাজা রাজড়ার ঘরে জন্মান উচিত ছিল। যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের কি পীরিত-পর্ব্বব ক'রে চলে? তোমার আমার ঘরে একটা বালা থাক সইবে কেন? তা দাদা, এখন

দাদা প্রাণে একটা বাবার কাণ্ড দেখি ? শেষ কি হুকুম্যাক ? [illegible]

তো এখন অনেক দিন হবে ? এখুনি কোরে সুখ ঝিকিমিকি কাটবে

তা নয়। তার পর,—

কেলো। জেলো, তোকে বোল্‌তে কি, শেষ কি আমি এখনও ঠাওরাতে পারিনি। কোন্ পথে চ'লছি, কোথায় গিয়ে পোড়বো, কি হবে, সব আমার গুলিয়ে র'য়েছে। স্রোতে যেমন কুটো ভেসে যায়, আমিও সেই রকম চলিছি। যায় যাক্, যে দিকে যায় যাক্, আমিও কুটো হ'য়ে ভেসে চলি।

জেলো। তা হ'লে দাদা আমায় ক্ষেমা ঘেন্না ক'রে বিদায় দাও। ও ভাসাভাসিতে আমি নেই। আমার কাঁচা বয়েস, সুখ দুঃখের মজা বোঝ্‌বার অনেক সাধ আছে। একেবারে ভেসে যেতে তা দাদা আমি পারবো না। দাদা, দেখ দেখ একটা পাগ্‌লি এ দিকে আস্‌ছে না ?

কেলো। ওরে জেলো ! আমায় ধর, ও যে আমার সেই সেই আমার সেই ! ও কেমন কোরে এ্যাখ্‌নে এল ? ওরে জেলো, আমার বুক চেপে ধর, আমার বুক বুঝি ফেটে যায় !

জেলো। (জড়াইয়া) হা ভগবান্ ! অতি বড় শত্রুরও যেন প্রেমিক ভাই না হয়।

(গীত গাইতে গাইতে ফুলরার প্রবেশ)

(গীত)

ফুলরা। (ও মা) ঘুরে ঘুরে আর কি পারি।

কোথায় ঠেলে দিবি কেলে পথ হারাবো ফুলের নারী।

[illegible] ভুখোর বহ্নি যত, প্রাণের আগুন জ্বলে তত,
[illegible] বারা জ্বালায় মায়া সইব বা কত,
সে মা কোলে, কোলের ছেলে অবের তুফান বিষম ভারী।

কেলো। ওরে ভেলো ওকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা কর। ওঁর সঙ্গে দুটো কথা ক', ও বড় দুঃখিনী রে বড় দুঃখিনী।

ভেলো। হাঁ গা বাছা তুমি কে?

সুরো। আমি? আমি। তুমি কে?

ভেলো। আমি কেলোর ভাই ভেলো।

কেলো। সুরো! তুমি এতদূর কেমন কোরে এলে?

সুরো। এসেছি, চলে চলে এসেছি। দুটো চোখ দিয়ে সামনে যে পথ দেখেছি, সেই পথ দিয়ে চ'লে এসেছি। এখনও চ'ল্‌বো, চ'লে চ'লে কোথায় গিয়ে পোড়্‌বো কে জানে?

কেলো। সুরো! তার জন্যে ভেবো না। মা কালী আছেন, তোমায় ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, তিনি কারুকে ভুল পথ দেখান না। তিনি যদি কাদার রাস্তায় যেতে বলেন যেও, সামনে সোজা চওড়া রাস্তা দেখে ভুলো না! পরিণাম হারাবে, কাঁদতে হবে, জ্বলতে হবে, পুড়তে হবে—আমার বচন!

সুরো। কাঁদছিনি! জ্বলছিনি! পুড়ছিনি! তুমি কি বুঝবে? মনে ভেবেই, আমায় কি অবস্থায় ফেলে রেখে এলে? মা কালী আছেন নাকি? বেঁচে আছে নাকি? নেই! নেই! একটু দয়া, একটু মায়া, একটু মমতা তার প্রাণে আছে কি? কাউকে কাঁদতে দেখলে সে বেটী জীব বের ক'রে হি হি কোরে হাসে। কেউ কোলের

ছেলে মনের সাধে দিলে বেটী ধেই ধেই কোরে নাচে, বাছার সর্ব্বনাশ হ'লে বেটী যেন স্বর্গ হাতে পায়, দেখতে পাও না? বেটীর স্বামী পায়ের তলায় পোড়ে, বেটী পা দিয়ে বুক দলছে! অত বড় জ্ঞান হারা, একটু সরম নেই! কোমরে এক ছিট কাপড় দিয়ে বেরুতে পারে না? ঐ দেখ! ঐ দেখ! ঐ যে বেটী এসেছে, ঐ যে জীব বার কোরে হি হি কোরে হাসছে, দেখ দেখ মুণ্ডমালা দুলছে কেমন দেখ? হাওয়ার সঙ্গে চুলের রাশি উড়ছে, ঐ দেখ খাঁড়া দিয়ে রক্ত ঝরছে! আরও কাটবি? আরও রক্ত খাবি? তুই না জগতের মা? নিজের ছেলের রক্ত নিজে খাচ্ছিস্? ঐ দেখ জীব ব'য়ে ছেলের রক্ত পোড়ছে, পোড়ারমুখি দূর হ—সামনে থেকে দূর হ—তোর কাল রং কালের কোলে মিশিয়ে যাক!

(গীত)

মৃন্ময়ী। এলোকেশে হেসে হেসে ঐ শ্যামা এসেছে।
মেঘের বরণ আহা কেমন ধ্যানের ছবি এঁকেছে॥
মুণ্ডমালা দোলে গলে—ওই কপালে আগুন জ্বলে,
সর্ব্বনাশীর অট্টহাসি দেখ ভুবন ভোরেছে।
হায় কপালীর মুখে ছাই, দয়া মায়া একটু নেই,
একি আলা পাগল ভোলা পায়ে পোড়ে র'য়েছে। [প্রস্থান।

ভোলা। বাবা মেয়েটা কে? যেন একখানা বিদ্যুৎ এল আর ঝলকে চ'লে গেল।

ভোলা। ভোলো, ও গেল কোথায়? ভোলো, ও গেল কোথায়? চল্ এগিয়ে গিয়ে দেখি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রন্ধনশালার সম্মুখ

(সুভাষিণী, ইন্দিরা ও হেমা)

সুভা। ও ভাই! তোমার রান্না খেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক তারিফ ক'চ্ছে। আমার র-বাবু ত পাতটি চেটে পুটে খেয়েছেন, কর্তার পাতে ত পিঁপড়ে কেঁদে যায়; গিন্নী ত তিনবার ভাত আর তরকারি চেয়ে খেলেন। তোমায় বেশী বোল্‌বো কি, আমার হেমা তোমার রান্না খেয়ে কত খুসি। (হেমোর প্রতি) হ্যাঁরে হেমা, রান্না কেমন হোয়েছে?

হেমা। বেশ, বেশ গো বেশ—

বাঁধে বেণ বাঁধে কেশ বকুল ফুলের মালা,
রাঙ্গা শাড়ী হাতে হাঁড়ি রাঁধ্‌ছে গোয়ালার বালা।
এমন সময় বাজলো বাঁশী কদমের তলে,
কাঁদিয়ে ছেলে রান্না ফেলে রাঁধুনী ছোটে জলে।

সুভা। যে তোক রাখ বা, খোকাকে নিয়ে খেলা ক'র্‌গে যা।

[প্রস্থান।

(বামুনীর প্রবেশ)

বামুনী। কি লো বামুনদিদি, এত বেলায় হাঁড়ি হাতে কোথা থেকে বেরুচ্চ যে?

বামুনী। বেরুচ্চি বেরুচ্চি, তোমার কি বাছা? তুমি বড় রাঁধুনী—বাবুদের খাইয়ে নিশ্চিন্দ হ'য়েছ। আমি একটা অপথে অবথে পোড়ে আছি—চাকরাণীর সামিল, কাজেই চাকর-বাকরদের খাবার যোগাড় কচ্ছি।

ইন্দি। তা যাক্, কর্ত্তা রান্না খেয়ে কি ব'ল্লেন?

বামনী। বেশ রেঁধেছ গো বেশ রেঁধেছ; আমরাও রাঁধতে জানি, তা বুড় হ'লে কি আর দর হয়, এখন রাঁধতে গেলে রূপ-যৌবন চাই!

ইন্দি। তা চাই বই কি বামুনদিদি, বুড়িকে দেখ্লে কার খেতে রোচে বল?

বামনী। তোমারই বুঝি রূপ-যৌবন থাকবে? মুখে পোকা পোড়বে না?

(হাতের হাঁড়ি পড়িয়া যাওন)

ইন্দি। দেখ্লে দিদি দেখ্লে! রূপ-যৌবন না থাক্লে হাতের হাঁড়ি কাটে?

বামনী। তবে রে যৌবন-ভাতারি, এই বেড়ি নিয়ে তোর রূপ-যৌবন বার কোরবো না!

ইন্দি। দিদি থাম, হাতের বেড়ি হাতে থাকলেই ভাল, পায়ে না পড়ে।

বামনী। হারামজাদি! বেড়ি আমার হাতে থাকবে না ত' পায়ে যাবে না কি? আমি পাগল।

:মুক্তা। আমি লোক এনেছি, তুমি হারামজাদি বলবার কে? তুমি বেরোও আমার বাড়ী থেকে।

বামনী। ও মাগো কি কথা গো! আমি কখন হারামজাদি বলুম? এমন কথা আমি কখন মুখেও আনি না। তোমরা স্বাক্ষী থেক গো! (চীৎকার করিয়া ক্রন্দন) আমি যদি হারামজাদি ব'লে থাকি, আমি যেন গোল্লায় যাই!

ইন্দি। বালাই ষাট্!

বামনী। আমি যেন যমের বাড়ী যাই!

ইন্দি। সে কি দিদি! এত সকাল সকাল? ছি দিদি আর দুদিন থাক না।

বামনী। আমার যেন নরকেও ঠাঁই না হয়!

ইন্দি। উঁহু ব'ল না দিদি, নরকের লোক যদি তোমার রান্না না খেলে, তবে নরক আবার কি?

বামনী। আমার যা মুখে আসবে তাই বল্‌বে। তুমি ত কিছু ব'লবে না। আমি চল্লুম গিন্নীর কাছে।

রাজা। তা হ'লে বাছা, আমাকেও ব'ল্‌তে হবে, তুমি এঁকে হারামজাদি ব'লেছ।

বামনী। (গালে মুখে চড়াইতে চড়াইতে) আমি কখন হারামজাদি বলুম, আমি কখন হারামজাদি বলুম!

ইন্দি। (হাসিতে হাসিতে) হাঁগা বৌঠাকরুণ, তুমি হারামজাদি ব'ল্‌তে কখন শুন্‌লে? উনি কখন একথা ব'লেন, কৈ আমি ত শুনিনি?

বামনী। এই শুন্‌লে বউদিদি, আমার মুখে কি কখন অমন কথা বেরোয়?

রাজা। তা বটে, বাহিরে যে কাকে ব'ল্‌ছিল, সেই কথাটা আমার কাণে গিয়ে থাকবে। রাঁধুনীঠাকরুণ কি তেমন লোক? উনি [illegible]

রান্না কাল খেয়ে ছিলে ত ? "এ ক'ল্কেতার" ভেতর এমন কেউ র'াধ্তে পারে না।

বামনী। শুনলে গা ?

ইন্দি। তা ত সবাই বলে, আমি এমন রান্না কখন খাইনি।

বামনী। তা তোমরা ব'ল্বে বই কি মা, তোমরা হ'লে ভাল মানুষের মেয়ে, তোমরা ত রান্না চেন ; আহা, এমন মেয়েকে কি আমি গাল দিতে পারি ? এ কোন বড় ঘরের মেয়ে ; তা দিদি তুমি ভেব না, আমি তোমায় রান্না-বান্না শিখিয়ে দিয়ে তবে যাব।

[প্রস্থান।

ইন্দি। দেখ ভাই, আমার বড় দুঃখ হ'চ্ছে, গিন্নী ত আজই বামনীকে তাড়াবেন ! তিনি যে রকম হিসিবি লোক, আর তাঁর কাজ যখন চলে যাচ্ছে, তখন যে তিনি দুটো লোক রাখবেন আমার ত বোধ হয় না, কিন্তু বুড়ো মাগী এ বয়সে যায় কোথা ? আমিই উপলক্ষ হ'য়ে ওর অন্নে হন্তারক হ'লুম।

সুভা। ও ভাই, অত দয়ার শরীর কল্লে কি চলে ? কে কোথায় কাঁদ্‌ছে, কার আজ হাঁড়ি চ'ড়্‌ল না, কার সংসারে হাহাকার উঠেছে, এ সব দেখ্‌তে গেলে চের দেখ্‌তে হয়। তুমি আমি ভাই ত আর "কুইন ভিক্‌টোরিয়া" নই যে মনে কল্লেই লোকের দুঃখ দূর ক'রে দিতে পারবো ; কাজেই সংসারের রীতি অনুসারে চ'ল্‌তে হয়। আপনার স্বামী, আপনার ছেলে, আপনার ঘরদোর, আপনার জনের দু'[illegible] লোক বেছে নিয়ে এক রকম সুখে দুখে কাটাতে হয়।

[illegible]। তা বটে ভাই, তবু যতটা পরদুঃখে কাতর হ'তে পারা যায়, পরের উপর দরদ দেখান যায়, দুঃখী-দরিদ্রের অন্নের সংস্থান কোরে দিতে পারা যায়, সেটুকু করা উচিত, যদি কেবল আপনার সুখটুকুই দেখতে শিখলুম, তবে পৃথিবীতে এসে শিখলুম কি ?

সুভা। তা ভাই, গিন্নী ত তোমাকে আজকাল খুব পেয়ার করেন, তুমি কেন বামনীর হ'য়ে দু কথা বল না।

ইন্দি। বেশ বল্লে, গিন্নী যে হিসিবি লোক, পেয়ার করেন ব'লে কি হিসেবের ভুল ক'ত্তে পারেন ?

সুভা। আচ্ছা, তিনি আসুন, আমি ব'লবো এখন।

ইন্দি। ও ভাই, তোমাকে একটা কথা বোলতে ভুলে গেছি। রান্না বান্না হ'য়ে যেতেই, গিন্নী আমাকে কর্ত্তার ভাত নিয়ে যেতে ব'ল্লেন, তখনি আবার ব'ল্লেন,—না না, তুমি ভাত বাড়, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো। আমি বুঝলুম, বুঝে মনে মনে একটু হাসলুম ! কর্ত্তা লোক মন্দ নন, কিন্তু কালার বোতলটার গলায় গলায় কালী। ওঁর ভয়, পাছে ওঁর পাত্তাভাত্ কেউ ফুঁ দিয়ে গালে দেয়।

সুভা। তা হয় বৈ কি ভাই, তোমার আবার যুবোভাতারটি যেমন, ওঁর বুড়ো ভাতারটি তেম্নি ত, একপ্রাণে গাঁথা ত বটে। তাঁর জন্য তুমি এমন রূপসী, পাছে তাঁর কপালে তেঁতুল গোল।

ইন্দি। পোড়া কপাল আমার। তা যাক্, কিন্তু আমি যে ভারি একটা মুস্কিলে পড়েছি। গিন্নী আমায় দেখতে পেলেই ধ'রে বসেন, আমার পাকা চুল তুলে দাও। তা ভাই গিন্নীর পাকা চুল তুলতে গেলে আর কিছু থাকে না। ও তাদের মাসের উকুনেও [illegible]

পাক করতে হয়, আমার এক এক সময় মনে হয়, ও পাপ এক দিনেই চুকোনো ভাল।

সুভা। তা হ'লে কি আর টেঁকতে পারবে। যাবে কোথায়?

ইন্দি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। মরণ আর কি, দু এক গাছা তুলে দিয়ে চ'লে আসতে পার না?

ইন্দি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। তুমি বোলো, কই পাকা চুল্ ত আর বেশী দেখতে পাই না। এই ব'লে চ'লে এস।

ইন্দি। এমন দিনে ডাকাতি কি করা যায়, লোকে ব'লবে কি? এ যে ভাই আমার কালাদীঘির ডাকাতি।

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি?

ইন্দি। সে গল্প ভাই আর একদিন কোর্‌ব। আমি আর এক মজা করিছি, হারাণীকে দিয়ে এক শিশি কলপ কিনে আনিয়েছি; আজ গিন্নীর মাথার চুল একেবারে কাল ক'রে দেবো, এই দেখ কলপের শিশি আমার আঁচলে বাঁধা র'য়েছে।

সুভা। তা এ মন্দ মতলব করনি, এই যে মা আসছেন।

(গিন্নী ও হারাণীর প্রবেশ)

দেখ মা, একটা কথা ব'লছি কি, কুমুদিনী ভদ্দর ঘরের মেয়ে, একা এ সংসারে সব রান্না বান্না পেরে উঠবে না, আর সোনার মা অনেক দিন আছে, বুড়ো মানুষ, যায় কোথা?

গিন্নী। তা, কি কোর্‌বো মা, দুজনকে কি রাখ্‌তে পারি? এত টাকা যোগায় কে?

সুভা। তা এক জনকে রাখ্‌তে গেলে সোণার মাকেই রাখ্‌তে হয়, বুড়ো এত পারবে না।

গিন্নী। না মা, সোণার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পার্‌বে না। তবে দুজনেই থাক্।

সুভা। (জনান্তিকে) কেমন ভাই এখন হ'ল। তোমার আমাকে (Thanks) থেঙ্কস্ দেওয়া উচিত।

ইন্দি। হ্যাঁ মা, আজ রান্না কেমন খেলেন?

গিন্নী। তুমি বেশ রাঁধত গা, কোথায় রান্না শিখ্‌লে?

ইন্দি। বাপের বাড়ী।

গিন্নী। তোমার বাপের-বাড়ী কোথায় গা?

ইন্দি। শ্রীকৃষ্ণপুর।

গিন্নী। এ ত বড় মানুষের ঘরের মত রান্না, তোমার বাপ্ কি বড় মানুষ ছিলেন?

ইন্দি। তা ছিলেন।

গিন্নী। তবে তুমি রাঁধ্‌তে এসেছ কেন?

ইন্দি। দুরবস্থায় প'ড়েছি।

গিন্নী। তা আমার কাছে থাক বেশ থাক্‌বে। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনিই থাক্‌বে। (সুভাষিণীর প্রতি) বউ মা, দেখ বুড়ো একে যেন কেউ কড়া কথা না বলে। আর তুমি ত রাঁধ্‌বেই না, তুমি যেমন মানুষের মেয়ে তেমনি থাক।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারাণী। ও গো গিন্নি-মা, খাওয়া দাওয়া ত হ'ল, এখন একটু গড়াবে চল।

গিন্নী। হাঁ এই যাচ্ছি। আয় ত মা কুমো, আমার মাথাটা একবার দেখত; দু-এক গাছা পাকা চুল থাকে ত তুলে দে ত মা।

ইন্দি। (চুল তুলিতে তুলিতে) কই মা, পাকা চুল ত বড় দেখতে পাইনি।

গিন্নী। দেখ্‌তে পাও না? তাতো পাবেই না মা, আমার বয়েস ত আর তত নয়, কেবল অদৃষ্ট দোষে গাছ কতক পেকেছে বই ত নয়।

ইন্দি। অদৃষ্ট নয় মা অদৃষ্ট নয়। ছেলেবেলায় বোধ হয় পাকতেল মেখেছিলে, তাই। তা মা, আজ আমি একটা আরক আনিয়েছি, এটা চুলে মাখালে সব পাকা চুল উঠে আসে, কাঁচা চুল থাকে।

গিন্নী। বটে! এমন আশ্চর্য্যি আরক ত কখন শুনিনি, তাল মাখাও দিকি; দেখো কলপ্‌ দিও না যেন!

ইন্দি। না মা, কলপ দোব কেন?

হারাণী। না মা, কলপ দেবে কেন? কুমুদিনী আমাদের কি তেমনি মেয়ে? ও আরকের গুণ আমি জানি। একটু ঘ'সে দিলেই শোণের নুড়ীর মতন চুল কালো কুচ্‌কুচে হ'য়ে যায়, যৌবন ফিরে আসে।

গিন্নী। বটে, বটে, তা দাও মা দাও ত। (ইন্দিরা কর্ত্তৃক গিন্নীর চুলে কলপ দেওন) হারাণি তোর সেই পতি-সোহাগের গানটি গা।

(গীত)

[illegible]—

আমার পিণ্ডি করা সোণার বাছা এস রে ঘরে।
আপন হাতে মাখন তুলে রেখেছি যতন কোরে,
পাকা পেঁপে জুড়িয়ে খাও, নিচুর খোসা ছাড়িয়ে নাও,
আঁবের রসি মুখে দাও, সোহাগের ভরে॥
ছুলে জরা আনারস খেয়ে প্রাণে আনো রস,
খুসো ভাতার কোরে তোমায় রাখবো হে ধ'রে॥

ইন্দি। মা এইবার দেখ, তোমার একগাছি চুলও পাকা নেই।

গিন্নী। বলিস্ কি কুমো, বলিস্ কি!

ইন্দি। হারাণী! রান্না-ঘর থেকে বামনীর আরসিখানা নিয়ে এসে দেত।

(হারাণীর আরসি আনয়ন ও গিন্নীকে দেওন)

গিন্নী। (আরসিতে মুখ দেখিয়া) তাই তো মা কুমো, তাই তো মা! এ আমার হোল কি? যাই দিকি কর্ত্তার কাছে, আজ তাঁরই একদিন কি আমারি একদিন! হতভাগা মিন্সে কোন্ মুখে আমায় বুড়ি বলে এইবার আমি দেখ্ব! আয় ত হারাণী।

হারাণী। চল মা চল। [উভয়ের প্রস্থান।

[illegible]। পোড়ারমুখি কল্লি কি! সব চুলে অনায়াসে কলপ দিলি?

ইন্দি। হুঁ।

[illegible]। তোমার মুখে আগুন! কি কাণ্ড হয় দেখ।

ইন্দি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। সে যা হ'ক, সকলেই ত আমার রাজা

[illegible]

খেয়ে হজম কোরেছে। তুমি যে কোণে বোসে খেয়ে গেলে,
—একটা কথাও বল্লে না ?

সুভা। ভুলে গিয়েছিলুম ভাই, ব'লবো ব'লবো মনে কোরেছিলুম, কিন্তু বল্‌বার সময় পাইনি ; বলি ভাই তোমার কটি বিয়ে ?

ইন্দি। কেন ? রান্নাটা দ্রৌপদীর মতন লেগেছে না কি ?

সুভা। "ও ইয়েস্!" বিবি পাণ্ডব (first class) ফাষ্ট ক্লাস বাবুচি ছিলেন। এখন আমার শাশুড়িকে বুঝ্‌তে পাল্লে ত ?

ইন্দি। বড় নয়, কাঙালের আর বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।

সুভা। মরণ আর কি তোমার ! এই বুঝি বুঝেছ ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে ব'লে বুঝি তোমায় আদর ক'চ্ছেন ?

ইন্দি। তবে কি ?

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভোরে খাবে তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি কোট্ কর, তা হ'লে তোমার মাইনে ডবল হোয়ে যায়।

ইন্দি। আমি মাইনে চাই না ; তবে না নিলে যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই জন্যে হাত পেতে মাইনে নোব, নিয়ে তোমার কাছে রাখব, তুমি কাঙাল গরিবকে দিও, আমি আশ্রয় পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট। এখন চল।

সুভা। তা যাচ্ছি, কিন্তু ভাই আজ তোমার কাছে কালাদিঘীর ডাকাতির আগা গোড়া গল্প শুনে তবে ছাড়বো। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(খিড়কীর পথ)

(কেলো ও হারাণীর প্রবেশ)

কেলো। বলি শোন্ না, শোন্ না, হু হু ক'রে পান্সীর মতন বেগে চলিছিস্ যে, একটু দাঁড়া, একটা কথা বলি শোন্।

হারাণী। আ মরণ আর কি! তোর কথা আবার শুন্‌বো কি রে হতচ্ছাড়া মিন্সে! কর্ত্তাবাবুর যেমন কিছুরি ঠিকানা নাই, দেখে শুনে এক চাকর রেখেছেন দেখ না!

কেলো। শোন্ না, শোন্ না, তোর জন্য বেশ ভাল এক জোড়া লাল-পেড়ে কাপড় কিনে রেখেছি।

হারাণী। তোর লাল-পেড়ে কাপড়ের নিকুচি কোরেছে! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো জানিস্?

কেলো। আঃ, তা হ'লে ত বাঁচি! হারাণী, তোর পায়ে পড়ি যদি তুই কোন রকমে পারিস্, আমি বিষে জ'রে র'য়েছি, কোন রকম কোরে যদি বিষ ঝেড়ে দিতে পারিস্।

হারাণী। আ মরি, আবার রসিকতা ক'চ্ছেন!

কেলো। হারাণী তোর দিব্বি, এ আমার প্রাণের কথা, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ কচ্ছি। প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে, আর যুঝতে পারি না, মারা হ'য়ে গেলুম।

হারাণী। ওঃ হরি! তুমি আবার প্রেমিক, তা জানতুম না।

কেলো। দেখ্‌ছিস্‌নি, বলে শুনবগ! তা যাক্‌, একটু দাঁড়াবি, গোটা দুয়েক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, উত্তর দিয়ে যাবি ?

হারাণী। কেন রে পোড়ারমুখো মিন্সে? তোর কথা শুন্‌বার জন্য দাঁড়াব কেন রে? আর তোর কথার উত্তরই বা দিতে যাব কেন?

কেলো। আবার চ'ল্‌লো, শোন্‌ না তোকে গরভাজা খাওয়াব, বাদাম পেস্তা খাওয়াব, অমন শুঁটকি আছিস্‌, দুদিনে এমন ফুলে যাবি।

হারাণী। ইস্‌, তুই যে ভারি আবিত্তি কচ্ছিস দেখ্‌ছি! কথাটা কি বল দেখি ?

কেলো। বল্‌ছি কি, তোদের যে নতুন রাঁধুনি হোয়েছে, সে লোক কেমন ?

হারাণী। ওরে হতচ্ছাড়া মিন্সে! তোর বাড়ীতে ঝোড়া মড়া মরুক! নতুন রাঁধুনির খবর তোকে দিতে যাব কেন রে ?

কেলো। হারাণী তোকে ব'ল্‌তে কি, আমি তার কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসি। এমন একটা লোক পাই না, যাকে প্রাণ খুলে তার দুটো কথা জিজ্ঞেস করি। এমন সাবকাশ পাই না যে, আড়াল থেকে তার দুটো কথা শুনে আসি; এমন সুবিধা পাইনে তাকে একবার চোকের দেখা দেখে আসি; প্রাণের দায়ে তোর শরণ নিয়েছি, হারাণী তুই কিছু মনে করিস্‌ নি।

হারাণী। ও আঁটকুড়ির পুত! তুমি মনে মনে পেয়ে ব'সে আছ, আমার দরদ জানিয়ে বাদাম পেস্তা খাওয়াতে চাও, নতুন রাঁধুনিকে চোখের দেখা দেখ্‌তে চাও, তোর বাপাকখানা কি? ভদ্র লোকের বাড়ী চাকর সেজে এসে ফুল ধ'রাবার চেষ্টা?

কেলো। হারাণী, তুই জানিস কি, আমি অনেক দিন থেকে ওর পেছু নিয়েছি। ও যেখানে গেছে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরিছি; ও দুর্দশায় প'ড়ে কেঁদেছে, আমার চোকের জলে বুক ভেসে গেছে। ও আশ্রয়হীন হ'য়ে বেড়িয়েছে, আমিও নিরাশ্রয় হ'য়ে সাথে সাথে বেড়িয়েছি। যদি কখন একটু সুখের আভাষ পেয়ে ওর মুখে বিদ্যুতের মত হাসির রেখা দেখা দিত, আমি স্বর্গ হাতে পেতুম। হারাণী! তুই বুঝ্‌বি কি, আমি ওপ্ট পাল্ট খাচ্ছি। ভারি গোলযোগে পোড়্‌ছি, হিসেব নিকেশ কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

হারাণী। যোম্ সর্ব্বনাশীর বেটা, যোম্! তোমায় আজই বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছি। দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা হ'চ্ছে বই ত নয়! এতো কারুর নজরে পড়ে নি। খালি মোটা মোটা মাইনে নিতে আর খোয়া পোরা ভাত মারুতে তৈরি! মনিবের ভালোর দিকে কারুর নজর আছে?

কেলো। হারাণী আমার সর্ব্বনাশ করিস্ নি, আমায় প্রাণে মারিস্ নি, এখান ছাড়তে হোলে আমি পাগল হ'য়ে যাব!

হারাণী। আ মরণ তোমার! গতর খাটিয়ে পেটের খোরাক ক'ত্তে এসে তোর আমার কি পিরীত চলে রে বাপু? রোজগার-পাতি ক'রে কিছু জমিয়ে ফেলে, তার পর পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে, মেপে খানকতক লাঙ্গল কোরে, প্রাণ ভোরে ব'সে ব'সে প্রেম ক'রুগে যা। তোর মত লোকের সংশ্রব রাখ্‌লে মনিবের সর্ব্বনাশ করা হয়, আমি এখুনি চল্লুম, দাদাবাবুকে গিয়ে এই সব কথা ব'ল্‌ছি।

কেলো। হারাণী, এটা মনে থাকে যেন, তোরও একদিন আছে, তুই

যে এমনি কোরে চিরদিন কাটাতে পারবি, তা মনে করিস্ নি। আমার মতন একদিন না একদিন ধরা প'ড়্‌বি; সাবধান, সাপের মাথায় পা দিস্‌নি। তোর এখনও যৌবন আছে, প্রলোভনের সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে, যা কর্‌বি বুঝে করিস্।

হারাণী। পালা দিকে পালা! ফের যদি ওসব কথা কোন দিন মুখে আন্‌বি ত ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'র্‌বো!

কেলো। তাই ত, ভেলো ভাইয়ের কথাটা কি হিসেব নিকেশ করুন! এম্‌নি কোরে কি চিরদিন যাবে? তারপর চকর যখন ফিরবে— তারপর— তাই ত, কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছি না,—সব গুলিয়ে যাচ্ছে,— দেখি দেখি দুদিন ঠাউরে দেখি,—তার পর যা হয় করা যাবে।

[প্রস্থান।

(গিন্নীর প্রবেশ)

হারাণী। ও কি গো মা-ঠাকরুণ, পা টিপে টিপে আসছ কেন? বাঃ, বাঃ! আজ বেশ সাজ হ'য়েছে, এই তো চাই! না ম'সুলে বাজলে কি রূপ বেরোয়, কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি না প'র্‌লে কি বাহার খোলে। এইবার কর্ত্তাবাবু কেমন তোমায় বুড়ো ব'লতে পারেন বলুক দিকি।

গিন্নী। হারাণী, দেখিস্ এ'দিকে যেন কেউ না আসে।

হারাণী। কেন, কেউ এলুই বা?

গিন্নী। না না, তা হ'লে বড় লজ্জায় পোড়ে যাব।

হারাণী। কেন, কিসের এত লজ্জা, যাদের রূপখানা আছে, তারা

যদি না প'র্‌বে, ত' গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় কেবল বাক্‌স পেঁড়া সাজাবার জন্যে কি হ'য়েছে ?

গিন্নী। না না, তুই বুঝিস্ না, উপযুক্ত ছেলে, বউ, নাতি, নাতনি ঘরে, তারা দেখ্‌লে ব'ল্‌বে কি ?

হারাণী। কি ব'ল্‌বে ? আর ব'ল্‌বে ব'লে কি তুমি, মা সোয়ামী বশ ক'রবে না ? আর একে ত সোয়ামী কেমন ! তার ওপর, যদি তাঁর ওলথ-চাল হয় তা হলে ত মা তুমি মাটী হ'লে !

গিন্নী। সেই ভয়েই ত এত, নইলে এই বুড়ো বয়সে পাকাচুলে আরক দিয়ে, ঝাপ্‌টা কেটে, সাবান মেখে, পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে, গয়না গায়ে দেওয়া আমার মানায় ?

হারাণী। তা ত বটেই মা ! সোয়ামীর ভয়ই ত ভয়। তোমায় ত মা, বুড়ী বুড়ী বোলে রাতদিন ঠাট্টা করে। ঐ রকম ব'লতে ব'লতে কোন দিন বারমুখো হ'য়ে পোড়বেন, তখন সামলাবে কে ? তার চেয়ে সাজ-গোজ ক'রে যদি তাঁর মন ভোলাতে পার, তাতে ক্ষেতি কি ?

গিন্নী। ক্ষেতি কিছু নেই, তবে কি না—আর কেউ না দেখে, বলে বুড়ো বয়সে মাগী সোয়ামী সোয়ামী ক'রে পাগল হ'য়েছে ; সেটা বড় লজ্জার কথা।

হারাণী। কে ব'ল্‌বে ? যে ব'ল্‌বে তার মুখে হুঁকো দিয়ে দোব না এখন মা দু'পা চ'লে দেখ দেখি, চারগাছা মল কেমন ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজে কি না পরখ ক'রে দেখি।

গিন্নী। তা বাজ্‌বে বই কি, মল বাজবে না, এই দেখ্, কেমন বাজ্‌ছে।

বামুনী। ঐ যে কর্ত্তা বুঝি আসছেন। দেখো লজ্জা কোরো না মা, লজ্জা কোরো না, সব মাটী হবে!

[প্রস্থান।

গিন্নী। (স্বগত) মিন্সে হয় ত ঠাট্টা কোরবে, আচ্ছা ঠাট্টা একবার ক'রুলে হয়, নাকে ঝামা ঘ'সে দোব না! এ্যাদ্দিন নয় ত্যাদ্দিন নয় এখন হলুম কাল, এ্যাদ্দিন নয় ত্যাদ্দিন নয় এখন হলুম বুড়ো!

(কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা। এ কে গো!

গিন্নী। আমি।

কর্ত্তা। আমি কে গো? পেত্নী? না শাঁকচুন্নি? কে গো?

গিন্নী। ওগো, আমি—আমি—আমি—(অগ্রসর)

কর্ত্তা। ও বাবা স'রে আসে যে! পায়ে চার গাছা মল বাজে যে! রাম, রাম, রাম! ওরে কে আছিস্ রে?

গিন্নী। চুপ, কর গো আমি।

কর্ত্তা। তুমি! গিন্নী তুমি! পেত্নী নও, তবু ভাল; আমি মনে ক'রে-ছিলুম, ধপ্‌ধপে কাপড় পোরে ঘোমটা টেনে মল বাজিয়ে, নিমগাছ থেকে বুঝি পেত্নী নেবে এল! আচ্ছা, তুমি যে এ—তা আমি বিশ্বাস করি কি ক'রে?

গিন্নী। কেন, বিশ্বাস আবার কি ক'রে কত্তে হয়?

কর্ত্তা। তুমি হ'লে এ সব সাজ-গোজ কেন? এ ত দুস্করীর সজ্জা।

গিন্নী। তা আমার কি সাজ-গোজ ক'র্ত্তে সখ হয় না?

কর্ত্তা। সখ! ও বাবা! তোমার এ সখ! তবে দেখ্‌ছি তোমায় [illegible]
[illegible] ব্যায়রাম।

গিন্নী। শক্ত ব্যায়রাম আবার কার?

কর্ত্তা। যে সেউটলে হ'য়েছে, যার বাকার-সম্ভ্রম নষ্ট হ'য়েছে তার।

গিন্নী। সে আবার কে?

কর্ত্তা। তাও ব'লে দিতে হবে? যার রূপের দরজায় লালবাতি জ্বলেছে; যার বয়সের সিডিউল ভোরের হ'চ্ছে।

গিন্নী। আমার ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?

কর্ত্তা। কৈ ঠাট্টা, আগা-গোড়া সত্য বোল্‌ছি। শক্ত ব্যায়রাম না হ'লে আর পাগলা-গারদে যাবার যোগাড় ক'রেছ? পাকাচুলে কলপ দিয়ে ম'রেছ কেন? এ বুদ্ধি কে দিলে? রমণকে ডাকবো না কি? গর্ভধারিণীর ছুকরী সাজার ঘটাটা একবার দেখে যাক্‌, না হয় ঝিঝিকে ডাকি, পেছনে হাততালি দিক্‌।

গিন্নী। কেন বল দেখি? আমার কি এমনি বয়স গেছে, সাজতে গুজতে পাব না? ছেলে পুলে নাতি নাত্নী কার না হয়? তা ব'লে কি তারা সাজে না গোজে না? আর আমার এ সাজ গোজ ত তোমারি জন্য? তোমার ওপর আমার সখ হয়েছে, তা জান?

কর্ত্তা। হঃ বটে, তাই এ তাগা বসিয়ে চুণকাম! তা বেশ, বেশ! আমার আর নড়বার চড়বার যো নেই, আমি একেবারেই মোহিত হ'য়ে গেছি! আমার মাথা ঘুরচে, একটু গোলাপ-জল চাই, ওরে ঝিঝি!

গিন্নী। চুপ, চুপ! এখুনি বাবা খোড়'খুঁড়ি ক'রবে।

কর্ত্তা। কেন চুপ কোরব? আর ঠাকুরদাকে কাল, পাকাচুলো বুড়ী

ফেলেছে, এখন একবার ছুকরী বয়েসি সুন্দর ঝিউরী দেখে যাই,
ওরে হিমি, ওরে হিমি !

গিন্নী। আবার ডাকে ! হতভাগা মিন্সে মরে দেখ ?

কর্ত্তা। ওরে হিমি, ওরে খোকা ! দেখবি আয়—বুড়িকে ভূতে পেয়েছে !

[গিন্নীর পলায়ন, কর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

(রমণবাবু ও সুভাষিণী)

সুভা। (Good morning) গুড্ মর্ণিং, আছেন কেমন ?

রমণ। ইস্, তাই তো ! তুমি দেখছি আমার নাক-কাণ কেটে তবে ছাড়বে ; (Second Book) সেকেণ্ড বুক অবধি ত বিদ্যে, তা আবার আমারি কাছে শেখা ! কথায় কথায় যে রকম ইংরাজী বুকনি ঝাড়তে আরম্ভ ক'রেছ, তোড়ে টেঁকা দায় হ'য়েছে !

সুভা। কি রকম কথা হল ? তোমরা হোলে পুরুষ মানুষ, এক একটা ঐরাবতের সমান ! মেয়ে মানুষের ছুটো ইংরাজীর তোড়ে ভেসে যাবে ? (Very good) ভেরি গুড্, ভালবাসলুম, আঁচল ফেলে দোব, ধ'রে উঠবে। তার জন্য ভাবনা কি ? এখন জিজ্ঞাসা করছি কি, এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?

রমণ। ইস্, তাই তো ! আজ যে ভারি (Grave attitude) গ্রেভ্ অ্যাটিচিউড্ দেখছি। বলি কথাটা কি বল না ? গোড়া থেকে মন গরম ক'রে নিচ্ছ না কি ?

[illegible]। তুমি আজ কাল ভারি (disobedient) ডিসোবিডিয়েণ্ট হয়েছ। তিনবার ডাকতে পাঠালুম তবে তোমার বার হ'ল। তোমরা ভাল মানুষের ত কেউ নও, গলায় কাপড় বেঁধে চাবুকের ওপর রাখতে পারে তবে টিট্ থাকবে।

[illegible]। তা চাবুক আনা ত এখন অনেক ফেরেকা, আপাতত ঝাঁটা দিয়েই কাজ সার, কি বল?

[illegible]। আর অতটা ক'র্ত্তে হবে না, দু গালে দুই (slap) স্ল্যাপ্ দিলেই যথেষ্ট হবে। তুমি ভারি (stupid) ষ্টুপিড। (চড় মারণ)

[illegible]। আ মরি, আবার টিপ পরা হ'য়েছে! খোঁপা বাঁধা হ'য়েছে! আমায় তিনবার ডেকে পাওনি, তাই বুঝি সেজে-গুজে আর কারু মন ভোলাচ্ছিলে? অমন টিপ অমন খোঁপা চুলোয় যাক্! (টিপ ও খোঁপা খুলিয়া দেওন) বুঝ লে (my dear) মাই ডিয়ার, আমায় চড় মারার এই (return) রিটার্ণ!

[illegible]। ছি ছি (my dear) মাই ডিয়ার! তুমি (sweet heart) সুইট হার্টএর (respect) রেস্‌পেক্ট জান না! ফস্ কোরে তার সৌন্দর্য্যের দুটো জিনিষে হাত দিয়ে দিলে?

[illegible]। বটে বটে! (I beg your pardon) আই বেগ্ ইয়োর পার্ডন। এটা (out of etiquett) আউট্ অফ্ এটিকেট্ হ'য়েছে; তা টিপ্‌টা আমি ফের পরিয়ে দিচ্ছি, তুমি খোঁপাটা বেঁধে নাও—

(টিপ্ পরাইয়া দেওন ও সুভাষিণীর কেশ বন্ধন)

[illegible] এখন (all right) অল্ রাইট্!

[illegible]। (Oh yes!) ও ইয়েস্!

[illegible]

রমণ। তবে এস (shake hand) সেক্ হ্যাণ্ড্ করা যাক্। তা যাক্, এখন তোমার নতুন রাঁধুনির কি খবর বল।

সুভা। কেন? তার খবরের জন্য তুমি এতটা (anxious) অ্যাংশাস্ কেন?

রমণ। ভয় হয় না কি?

সুভা। একটু একটু হয় বৈ কি। তুমি উকিল হ'য়েছ, পাঁচটা ভাল-মন্দ সমাজে মিশেছ, দশ জনের এক জন—

রমণ। তাতে হ'য়েছে কি?

সুভা। কি জান উকিলের দলের ওপর বিশ্বাস নেই।

রমণ। তা বড় মিছে বলনি; এখন কথাটা কি বল দেখি।

সুভা। কথাটা খুব দরকারি, নইলে তোমায় এত জোর তলব করি? নতুন রাঁধুনি আজ থেকে আমার বেয়ান হ'য়েছে; খোকা তাকে শাশুড়ি ব'লেছে।

রমণ। তবে ত কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ দেখছি। বেয়ান ত নিতান্তই আপনার লোক।

সুভা। বেশ ত যা হয় একটা কোরে ফেল।

রমণ। (promise) প্রমিস্ কর (divorce) ডাইভোর্স্ ক'রবে না।

সুভা। আর ঠাট্টায় কাজ কি? আমরা যদি (divorce) ডাইভোর্স্ কত্তে পারতুম, তা হলে তোমরা কি অতটা মাথায় চড়তে পারতে। সে কথা যাক্, আমার বেয়ানের বাপের নাম, সোয়ামীর নাম, দেশের নাম সব পেয়েছি, কেবল (post office) পোষ্ট আফিসের ঠিকানাটা ঠিক কত্তে পাচ্ছি না, তুমি সন্ধান নাও দেখি। আহা, বিয়ানের একটা কিনারা ক'রে দিতে পারে বাঁচি।

রমণ। কি কি (particulars) পার্টিকুলার্স পেয়েছ বল দেখি ?

সুভা। তার বাপের নাম 'হরমোহন দত্ত,' বাড়ী মহেশপুর, সোয়ামীর নাম উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বাড়ী মনোহরপুর, কমিসেরিয়েটে কাম করে।

রমণ। মনোহরপুরের উপেন মিত্র তোমার বেয়ানের স্বামী! ও:, তাঁকে যে আমি বেশ জানি। তিনি আমার একজন মক্কেল, তাঁদের একটা ভারি মকর্দ্দমা আমার হাতে র'য়েছে ; প্রায় চিঠি-পত্র লেখা-লিখি হয়, তিনি যে কলকাতায় এসে র'য়েছেন ; তাঁর স্ত্রী ত ডাকাতের হাতে পোড়েছিল, সেই অবধি নিরুদ্দেশ, তিনি কি ইনিই ?

সুভা। তবে ত তুমি সব জান দেখ্‌ছি। সে কালাদিঘীর ডাকাতির গল্প আর একদিন তোমার কাছে বোলবো, তিনিই ইনি।

রমণ। বটে, তাঁরা ত খুব বড় লোক।

সুভা। তাই ত, আমার বেয়ান কি ছোট ঘরের হবে না কি ?

রমণ। আচ্ছা, কাল ই আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ কোরে আমাদের বাড়ীতে আনাচ্ছি, তারপর তুমি বুঝো আর তোমার বেয়ানকে বুঝতে বলো।

সুভা। তবে তুমি যাও আর দেরি ক'রো না। তাঁকে চিঠি পাঠাও, কিন্তু দেখ, এ কথা যেন গোলযোগ না হয়।

রমণ। বাবাঃ, সে জন্য কোন চিন্তা নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

সুভা। দেখ, এ কাজ যদি কত্তে পার, তোমায় একেবারে (double promotion) ডবল প্রমোশন দোব।

রমণ। প্রমোশন প্রোমশনে কাজ নেই ; তুমি ঐ চাবুক-টাবুকগুলো একটু সরিয়ে রেখো। [রমণ বাবুর প্রস্থান।

[illegible] বামুন দিদি। তোমার এমন দশা কে করে?

[illegible] সখের খোয়ারী তুমিই আমার এ দশা ক'রে!

[illegible] বল কি, বামুন দিদি, এ একটা ওষুধ—মাথায় লাগালে সব [illegible] কাল হ'য়ে যাবে। আমি ভাবলুম, দিলেই বা ক্ষতি কি! [illegible] বুড়ী খোকার বুড়ী ক'রে ছেলেগুলো খেপায়,—সে দায়ে [illegible] বাঁচ্‌বো। এই ভেবে যা আমি মাথায় লাগাতে ব'স্‌লুম, আবার লাগাতে মুখে লাগল, মুখে লাগাতে গালে লাগল, আমি যা একটি পেত্নী সেজে গেলুম। অমনি তোমার হারাণী ছেলে ছুটো-ছুটি হ'য়ে চীৎকার আরম্ভ ক'রে। বাড়ীশুদ্ধ লোক টিটকিরি দিতে লাগ্‌লো, তোমার সখের শতেক খোয়ারী তুমি মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লো। (ক্রন্দন) যে আমার এমন দশা ক'রেছে, [illegible] বাড়ী যাক্‌ তার বাড়ী ঘোড়া মড়া মরুক! তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

[illegible]। 'যে যাকে বলে তার সেরমাই করে, তার মুখে পড়ুক ছাই [illegible] ব'য়ে যা না তাই।'

[illegible] বামুন দিদি, তুমি এখন যাও, আমি কুমোকে খুব বোক্‌বো [illegible]।

[illegible] খুব বোক্‌বে! ঝাঁটা মারবে না, মুখে হুড়ো জেলে দেবে না? [illegible] এদিন আছি, মাথার চুল পাকালুম, আমার [illegible] কেউ কখন সাহস ক'রেছে? ওমা, আমার [illegible] মুখময় কালি মাখিয়ে আমায় ধরতি [illegible] হুলী তোমার পেয়ারের লোক, তুমি ত তাকে

ভেলো। শুধু জল কেন? সঙ্গে সঙ্গে [illegible] মিষ্টি খাও, এই ঠোঙ্গায় চাঁপা আছে। বলি, হাতে নিয়ে দেখছ কি? ভেলো খায় দায় ভাল, এ পয়সায় জোড়া সন্দেশ নয়, খাঁটি [illegible]—পয়সা পয়সা রসগোল্লা। ভেলোর পেট সর্ব্বস্ব, বাকে খরচ কিছু নেই; খাও খেয়ে নাও।

(ফুলরার জলপান)

ফুলরা। (খাইয়া) আঃ! প্রাণ জুড়াল।

ভেলো। দেখলে বাছা! খাব না খাব না ক'রে নিজের [illegible] দিচ্ছিলে! যেই কিছু পেটে প'ড়ল, অমনি প্রাণ থেকে [illegible] একটা আঃ বেরুল; খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে বোকা হোয়ো না বাছা।

ফুলরা। এইবার আমি যাই।

ভেলো। বিলক্ষণ! এইবার বুঝি পৃথিবীর লোকের খাত ধ'রলে? [illegible] হ'ক্ একটু কাজ গুছিয়েই পেছন দেখাচ্ছ; তা হবে না; [illegible] একটা ধোঁকায় পড়িছি বাছা, তোমায় সেইটে মিটিয়ে দিতে হবে। সে দিন প্রথম তোমায় দেখে মনে ক'রে ছিলুম একটা [illegible] তারপর অবস্থা ভাবে বুঝলুম, তুমি বউ সেজে [illegible], আমারি প্রেমিক ভাইয়ের একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ! তা তুমি যদি আমার ভাইটিকে কোন রকমে বাঁচাও। তাই আমার চাঁদ ধ'রতে চান, হবে কেন [illegible]? তা তুমি ত দেখছি পীরিতের কাঁচপোকা হ'য়ে ঘুরছ, আর [illegible] আমার হরি। যদি একটা কিছু গোটা-বেটা হয়, তুমিও বেঁচে [illegible] আর আমিও আমার ভাইটিকে ফিরিয়ে পাই।

ফুলরা। আমি ভালবাসি, প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি, [illegible] [illegible]

[illegible] জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসি, কিন্তু আমি আর তাকে চাই না।

[illegible]। এ পর্ব যে পীরিতের মহাভারত ছাড়া বাছা, তুমি ভালবাস অথচ তাকে চাও না?

[illegible]। তোমরা পৃথিবীর ভালবাসার কথা জান; তাই মনে কর, ভালবাসলে তাকে চাইতে হয়; আমারও সে দিন ছিল, যখন ভালবাসার ধনকে বুকে রাখতে চাইতুম, দুজনে প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে থাকতে চাইতুম, সে দিন গেছে। পৃথিবীর ভালবাসা এখন ক্রমে উপরে উঠেছে; এখনও ভালবাসি, এখনও তার জন্য পাগল, এখনও সে আমার সর্ব্বস্ব ধন, কিন্তু আর তাকে চাই না। তার রূপ চাই, তার ধ্যান চাই, তার ভাব চাই, ভাবে না অভাব হয়।

[illegible]। তবে বাছা তুমি যেথায়-সেথায় ঘুরে মর কেন? পীরিতের শেষ রাস্তায় এসে পৌঁছেছো যখন, তখন একটা বন-জঙ্গলে চুপ-চাপ ব'সে থাক না? যদি বল কি নিয়ে থাকব, কেন—এই তুমি ব'লে—তার রূপ আছে, তার ধ্যান আছে, তার ভাব আছে।

[illegible]। এখনও যে দিন আসেনি, সে দিন শিগ্‌গির আসবে, একটা আলো দেখেছি আসে আসে, আমার চোখের ওপর আছে, কিন্তু দূরে—দূরে, ধরে রাখতে পারছি না—ধ'র্তে যাচ্ছি—আলেয়ার মত পেছিয়ে যাচ্ছে—পাব—সে আলো পাব, সে আলো একদিন প্রাণে [illegible]—[illegible] যে আলোর [illegible] ক'রে প্রাণের দেবতার পূজো কোরব।

[illegible]। হাঁ, [illegible] কোরবে বটে, যদি তোমরার মত কোরে

শোনা যায়, প্রাণের ভেতর চিড় খেয়ে ওঠে বটে ; কি বল, একটা আলো আছে, না ?

ফুল। আছে বৈ কি, আলো নেই ! আলো আছে ব'লে সৃষ্টি হ'য়েছে, নইলে তুমি আমি, পৃথিবীর এত লোক কোথায় মিশিয়ে যেতুম।

ভেলো। তা যা হ'ক বাছা, তুমি ত অনেকটা এগিয়েছ, আমি কদিন এমন ফাঁকা অবস্থায় থাক্‌বো বল দেখি ? কথাগুলো শুনে প্রাণটা খারাপ হ'য়ে গেল ; খেড়ে ভাইটা একটা চেংড়ার বেহদ, তাকেই বা ছাড়ি কি ক'রে। তার ত এখন উন্মাদ অবস্থা, কিন্তু বাছা, তোমার সঙ্গে আমার প্রাণ টেনেছে ; সে আলোটার সন্ধান আমায় বোলে দিতে পার ?

ফুল। তুমি কাকেও ভালবেসেছ ? কারুর ভালবাসায় ধাক্কা পেয়েছ ?

ভেলো। না বাছা, ঐটাতে আমি একটু শান্‌সা আছি ; কখন কারুর পীরিতে পড়িওনি, আমার পীরিতেও কেউ কখন পড়েনি। তবে যা একটা হ'য়েছিল সে কেবল ভাসাভাসা, তা যদি পড়তুম, তা হ'লে কি আর ভাইয়ের মায়ায় আটকে প'ড়ে থাকি। শুনিছি, এ সব কাজে নিজের প্রাণের মায়া থাকে না। এই আমার ক্ষেপো ভাইকে দিয়ে তা দেখেছি।

ফুল। তবে ত তোমার পথ বেশ পরিষ্কার আছে, তুমি একেবারে ভাবওয়ালার ভিতর যাও, আঁধার ঘুঁচে যাবে, যে আলো খুঁজছ তা পাবে।

ভেলো। তাহা, বড্ডো গোল উঠবে কি না তা বোঝ্‌তে পারি নাপ

পা ফেলাব তাও পাব না। তবে কেন? এ বকুবাবি কেন? দিন-কতক ও-পথ নিলে হয় না? (কেলোর প্রবেশ) এই যে কেলো দাদা এসেছে, ভালই হ'য়েছে; ব'স দেখি, তোমায় দুটো কথা জিজ্ঞেস্ করি—বলি, দিনকতক আর এক পথে চলে হয় না?

কেলো। এ কি কথা রে ভেলো?

ভেলো। কথাটা একটু গোলমেলে বটে, আমি বোল্‌ছি যে পথে চোলেছ শেষ কোথায় গিয়ে পোড়বে? যা চাও তা ত পাবে না, তবে বকুমারি বাড়াও কেন?

কেলো। ঠিক বোল্‌ছিস্ ভেলো, এ অন্ধকারের শেষ নেই।

ভেলো। ঠিক্ ঠিক্, কথা মিল্‌ছে বটে, অন্ধকার—অন্ধকারে আছ না? আছে, আছে, একটা আলো আছে! সেই যে ছুঁড়িটে, সেই জেলখানায় গোলে দেখা, সে আজ এসেছিল। সে ব'লে, সেও তোমার আমার মত অন্ধকার নিয়েছিল, কিন্তু একটা আলো আছে, সে দেখেছে, তবে তফাতে আছে ব'লে সে আলো এখনও ধ'র্ত্তে পারেনি।

কেলো। সে এসেছিল, সে কোথায় গেল?

ভেলো। সে চুলোয় গেছে, সে কথা যাক্, এখন আর এক পথে চলে হয় না?

কেলো। সে আলো কি ধরা যায়?

ভেলো। কেন যাবে না, একটা ছুঁড়ি—সে ধ'র্ত্তে পারে, আর আমরা পারব না। তবে পথ বদল ক'র্ত্তে হবে। যে পথে চলিছি, সে পথে যতই চ'লুব ততই অন্ধকার।

কেলো। আচ্ছা ভেলো, তা যেন হোল, একটা লোক ত চাই, পথ দেখিয়ে

[illegible] পথ একবার খুঁজে পায়ে না হয় নিজেরা চোলবো, কিন্তু রাস্তার মোড়াটা ত দেখিয়ে দেওয়া চাই।

ভেলো। দাদা, সেই মাগীকেই শুরু ধরা যাক্ চল, আমি ঠিক বুঝছি সে বলে দিতে পারবে, আমি তার চোখ দেখে বুঝেছি, সে এখন পৃথিবী ছেড়ে অনেকটা উঠেছে।

কেলো। তাই ত, তাই ত ভেলো, সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে—উঃ মাথার ঝি যেন চড়্‌বড়্‌ কোরে ফুটছে! এ যে আবার যেন নতুন জালা হ'ল।

ভেলো। জুড়োব জুড়োব দাদা—দুজনেই জুড়োব—চল—আর দেরি কোরো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

কর্ত্তা ও গিন্নী

গিন্নী। বলি তোমার ব্যাপারখানা কি বল দেখি?

কর্ত্তা। কিসের ব্যাপার?

গিন্নী। কিসের ব্যাপার? ন্যাকামো হ'চ্ছে? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, একটু সরম হয় না?

কর্ত্তা। অসাধারণীর মতন ত শাসন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু একটা [illegible] ভাঁজো না?

[illegible] রমণের কাছে, কেমন তুমি তার কথায় [illegible] বর্ষে থেকে পাঠিয়েছিলে দেখি? আমি [illegible] তক্তাতক্তি ক'রে রীতিমত একটা কেলেঙ্কারি [illegible] হাড়ুবো।

[illegible]। খালি পিসি, পাকাচুলে কলপ দিয়ে তুমি যে আমার নিচ্ছ, [illegible] বাপেরও এত জুলুম চলে না।

পিসী। জুলুম চলে কি না চলে দেখ না? চল, শিগ্‌গির চল, রমণের কাছে চল?

[illegible]। আরে, তুমি যে বেলায় আমার আরম্ভ ক'রে দেখ্‌ছি?

পিসী। আবার ন্যাকামো? এই পাকড়ালুম হাত, চল মিলে চল!

[illegible]। আর হাত দুটো খালি থাকে কেন? হাতকড়ি দিয়ে নিয়ে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

ইন্দি। চিনেছি, চিনেছি, আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি এসেছ। আমার [illegible] নিধি, প্রাণ আলো ক'রবার জন্য এসেছ; এসেছ, বেশ ক'রেছ, বড় ভাল কাজ ক'রেছ, আমি অতল জলে ডুবে [illegible], এইবার তোমায় ধ'রে উঠব; আহা, আমার কত সাধ ছিল, মনে বাদ পোড়ে মনের সাধ মনে মিলিয়ে ছিল! [illegible] আর পারিনি, বুকের বোঝা বড় ভারি হ'য়েছে, নাও নামিয়ে নাও, আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। এ জন্য নদী কোলে

কতবে এত দিন নীরব হোয়ে থেকেছি—আর পারিনি, ঢেউ উঠেছে, আমার কান্নার জল উথলেছে, বুকের বড় ইচ্ছা এইবার ভেসে যাবে ! তুমি আমার হবে, তুমি আমায় পায়ে রাখবে ! আমার আর কেই ব'লে কি তুমি মুখ ফেরাবে ? আমি, অবিশ্বাসিনী নই, কলঙ্কিনী নই। কোন অপরাধে অপরাধিনী নই, অভা- গিনীর কণ্ঠহার ! তবে তোমায় কেন গলায় প'রতে পাব না ? তোমায় পাব, তোমায় দেখবো, তোমার হব, কেঁদে কেঁদে তোমার বুকে মাথা রাখবো—এই আশায় এত দিন প্রাণ ধ'রে আছি ; আমার সর্ব্বস্ব ধন ! দেখো সে সাধে বা [illegible] যদি তুমি পায়ে ঠেল, তোমার পাঁয়ে পোড়ে ম'রবো। আর আমার আশ্রয় কোথা ? যদি বিধাতা হারাধন মিলিয়েছেন, হারা হবে না। বালিকার মত লজ্জা কোরে সব না নষ্ট করি।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারাণী। (হাসিতে হাসিতে) পরিবেশনের সময় বামুন ঠাকুরণের নাকালটা দেখেছিলে ?

ইন্দি। তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকিনি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর ; ঐ বাবুটি কখন যাবেন, আমাকে শিগ্‌গির খবর এনে দে।

হারাণী। ছি দিদিঠাকরুণ ! তোমার এ রোগ আছে তা জানতুম না !

ইন্দি। মানুষের সকল দিন সমান যায় না, এখন তুই ঠাট্টা তামাসা রাখ—আমার উপকার করবি কি না বল্ ?

হারাণী। কিছুতেই এ কাজ আমা হ'তে হবে না।

ইন্দি। (হারাণীর হাতে টাকা দিয়া) এই নে ধর, আমার মাথা খাস্, এ কাজ ক'ত্তেই হবে।

হারাণী। তোমার টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিলুম, কিন্তু শব্দ হ'লে একটা জানাজানি হবে, তাই আস্তে আস্তে এখানে রাখলুম, কুড়িয়ে নাও, আর এ সকল কথা মুখে এন না।

ইন্দি। (ক্রন্দন)

হারাণী। কাঁদ কেন? চেনা মানুষ না কি?

ইন্দি। চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুন্‌লে তুই বিশ্বাস ক'র্‌বিনি, তাই তোকে সকল কথা ভেঙ্গে বল্লুম না, কিছু দোষ নাই।

হারাণী। তোমাকে কি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'ত্তে হবে?

ইন্দি। হ্যাঁ।

হারাণী। কখন?

ইন্দি। রাত্রে, সবাই ঘুমুলে।

হারাণী। একা?

ইন্দি। একা।

হারাণী। আমার বাপের সাধ্য নাই।

ইন্দি। আর বউঠাকরুণ যদি হুকুম দেন?

হারাণী। তুমি কি পাগল হ'য়েছ, তিনি কুলের কুলবধূ—সতী লক্ষ্মী, তিনি কি এসব কাজে হাত দেন?

ইন্দি। যদি বারণ না করেন তো যাবি?

হারাণী। যাব, তাঁর হুকুমে না পারি কি ?

ইন্দি। যদি বারণ না করেন ?

হারাণী। যাব, কিন্তু তোমার টাকা নোব না। তোমার টাকা তুমি নাও।

ইন্দি। আচ্ছা, তুই এখন যা, তোকে যেন সময়ে পাই।

হারাণী। কিছু বুঝ্‌লুম্‌ না দিদিঠাকুরুণ, তুমি এককড়া দুধে এক কৌটা গোচোনা ঢাল্‌লে ?

[প্রস্থান।

ইন্দি। হারাণী, তুই কি বুঝ্‌বি ? তুই কি জান্‌বি ? আমার ইহকালের পরকালের দেবতা, আজন্মের আকাঙ্ক্ষা, দরিদ্রের কণ্ঠহার, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা কত্তে চাই, তিনি আমার পর নন্‌।

(সুভাষিণীর প্রবেশ)

সুভা। কেমন ভাই চিনেছ ত ?

ইন্দি। সে কি ! তুমি কেমন কোরে জান্‌লে ?

সুভা। আহা, তোমার সোণার চাঁদ বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছেন ? আমরা যাই আকাশে ফাঁদ পাত্‌তে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি।

ইন্দি। তোমরা কে ? তুমি আর র-বাবু ?

সুভা। না ত আবার কে ? তুমি তোমার স্বামীর, শ্বশুরের ও তাঁদের গাঁয়ের নাম বলে দিয়েছিলে মনে আছে ? তা শুনেই র-বাবু চিনতে পার্‌লে। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল,

তোমার উ-বাবু ক'লকেতায় বেড়াতে এসেছিল, তার পর আমার র-বাবু ছল কোরে নেমন্তন্ন কোরে তাঁকে এইখানে নিয়ে এসেছেন।

ইন্দি। ভাই, আমার ভারি কান্না পাচ্ছে। এত কান্না আমার কখন পায়নি, ভাই, এ কান্নার স্রোত কে বাঁধ দিয়ে রক্ষা ক'রবে?

সুভা। আয়, আয়, পোড়ারমুখী—আমার বুকে আয়, প্রাণ ভোরে কাঁদ, আমিও কাঁদি, তোর কান্নার স্রোত আমার বুকের বাঁধ দিয়ে রক্ষা ক'রবো। আমার বুকের বাঁধ বালির বাঁধ নয়।

ইন্দি। ভাই, আজ তোমাকে দুটো প্রাণের কথা বলি। তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার ক'রেছ, তাতে তোমাকে বোল্‌তে কোন কষ্ট নেই। ভাই, আমি কি ছিলুম কি হ'য়েছি! আমি এত দিন কি ক'রে বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য্য! আমার বাপ বড় মানুষ, তা তোমায় ব'লেছি; তোমার শ্বশুরও বড় মানুষ, কিন্তু তাঁর তুলনায় কিছুই নয়, আমার বাপ আজো আছেন, তাঁর সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজও তাঁর হাতীশালে হাতী বাঁধা, আমি বেঁধে খাচ্ছি—কালাদিঘীর ডাকাতি তার কাল; তা যাক্, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?

সুভা। আ সর্ব্বনাশ! তা কি দেওয়া যায়? তোমায় ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গেছল, তার পর কোথায় গিয়েছিলে—কি বৃত্তান্ত তা কে জানে? তোমার পরিচয় পেলে কি আর ঘরে নেবে? কোনকে একটা গড়িয়ে দিচ্ছে, র বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা ক'রতে পার।

ইন্দি। আমি একবার কপাল ঠুকে দেখবো, যা হয় হবে, তবুও কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হলে কি কোর্বো?

সুভা। কখন বা দেখা কোর্বে, কোথায় বা দেখা কোর্বে?

ইন্দি। তোমরা যদি এত করেছ, এ বিষয়েও একটু সাহায্য কর; তাঁর বাসায় গেলে দেখা হবে না,—কেই বা আমাকে নিয়ে যাবে? কেই বা আমাকে দেখা করাবে? এইখানেই দেখা কর্ত্তে হবে।

সুভা। কখন?

ইন্দি। রাত্রে, সবাই ঘুমুলে।

সুভা। অভিসারিকে?

ইন্দি। তা বই আর গতি কি? দোষই বা কি? স্বামী যে!

সুভা। না, দোষ নেই, কিন্তু তা হ'লে তাঁকে রাত্রে আট্‌কাতে হয়, কাছেই তাঁর বাসা—তা ঘট্‌বে কি? দেখি একবার র-বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কোরে। কিন্তু রাত্তিরে থাক্‌তে আমরা কি বলে অনুরোধ কোর্বো?

ইন্দি। সে অনুরোধ তোমাদের ক'র্ত্তে হবে না, আমিই কোর্বো, আমার অনুরোধ যাতে শোনেন আমি তা কোরেছি, দু একটা চাউনি ছুঁড়ে মেরেছিলুম, তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন; লোক ভাল নন্। এখন আমার অনুরোধ তাঁর কাছে পাঠাই কি ক'রে? এক ছত্তর লিখে দোব, সেই কাগজটুকু কেউ তাঁর কাছে দিয়ে এলেই হয়।

সুভা। কোন্ চাকরের হাতে পাঠাও না।

ইন্দি। যদি জন্ম-জন্মান্তরেও স্বামী না পাই, তবুও পুরুষ মানুষকে এ কথা বোল্‌তে পারব না।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুভাষিণীর শয়নকক্ষ

সুভাষিণী ও ইন্দিরা

সুভা। এই দেখ্ দেখি পোড়ারমুখী, সাজিয়ে গুজিয়ে কেমন মানিয়েছে! স্বামী ভোলাতে যাচ্ছিস্, স্বামীর সোহাগ কিনতে যাচ্ছিস্, স্বামী শীকার ক'রবি ব'লে ছুটছিস্, একটু না সাজ্‌লে গুজ্‌লে হবে কেন? শীকার ক'র্ত্তে যা যা অস্ত্র চাই, সব নিয়ে তৈয়ার হ'য়ে যাওয়া চাই ত।

ইন্দি। হা ভাই, তুমি ত কিছুরি ত্রুটি করনি; ফুলের বালা, ফুলের তাবিচ্, ফুলের বাজু, ফুলের সোনর মালা,—কিন্তু শীকারের প্রধান অস্ত্র কৈ?

সুভা। সে আবার কি লো?

ইন্দি। ফুলের ধনু, ফুলের তীর।

সুভা। সে তোকে নিয়ে যেতে হবে না, যে নিয়ে যাবার সে ঠিক নিয়ে যাবে, তুইও কোন্ ছাড়ান পাবি? তোরও বুকে বিঁধ্‌বে। আমার ভয়, সেই সময় তুই না আপনাকে হারিয়ে ফেলিস্। সে বড় শক্ত লোকের তীর রে, ঠাকুর দেবতা পাগল হ'য়ে যায়,

তুই আমি ত কোন ছার। আচ্ছা পোড়ারমুখী, তুই কি ক'রে পুরুষ মানুষকে এমন কোরে চিঠি লিখ্‌লি? তুই সব পারিস্!

ইন্দি। কি করি বল ভাই, প্রাণের দায়।

সুভা। তুই কি কম দুষ্টু, চিঠিখানা যখন পাঠালি, কি লিখ্‌লি আমাকে একবার দেখালিনি।

ইন্দি। ও ভাই, সে চিঠি তোমার না দেখাই ছিল ভাল।

সুভা। তা হবে না, কি লিখেছ আমায় ব'লতে হবে।

ইন্দি। এ পোড়ারমুখীর কেলেঙ্কারি না শুনে ছাড়বিনি? তাঁকে যে চিঠি পাঠিয়ে ছিলুম সে চিঠি এই; তিনি এরি পিঠে উত্তর পাঠিয়েছেন, তাঁর হাতের লেখা আছে ব'লে কাছ ছাড়া ক'রিনি।

(সুভাষিণীর হস্তে পত্র দেওয়া)

সুভা। আ মরি! ভাতারের এক ছত্র হাতের লেখা পেয়েছেন ব'লে খোঁপায় গুঁজে রেখেছেন; না, পিরিত প্রণয় তুই খুব চুটিয়ে করবি; একবার মিলন হ'লে হয়। কি লেখা হয়েছিল দেখি? (পত্রপাঠ) "আমি আপনাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, গ্রহণ করিবেন কি? যদি করেন, তবে আজ রাত্রিতে এই বাটীতে শয়ন করিবেন। ঘরের দ্বার যেন খোলা থাকে।"

সেই পাচিকা।

তাই ত রে, তুই যে ভাবের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিলি। গুণধর পুরুষটি কি উত্তর দিয়েছেন দেখি; "আচ্ছা"। তবে আর কি, দেখি, দেখি? তোর কপালটা চিক্ চিক্ ক'চ্ছে; অনেক দিনের চাপা পাথরখানা স'রে গেছে।

ইন্দি। সে তো ভাই তোমারি যত্নে, তোমারই অনুগ্রহে, তোমারই ভালবাসায় ; অকূলে কূল পেলুম, সে কেবল তুমি মুখ তুলে চেয়েছিলে বলে ; ঘোর অন্ধকারে আলো দেখলুম, সে কেবল তুমি সঙ্গে ছিলে ব'লে ; নিরাশার অনন্ত দুঃখ থেকে উঠলুম, সে কেবল তুমি হাত ধরে তুললে ব'লে।

সুভা। দেখ ভাই, আমার একটি অনুরোধ আছে, তোমায় সোণার গয়নার স্যুট পরাতে চাইলুম, তুমি প'রলে না ; অনেক ক'রে ব'ললুম তবু আমার কথা রাখলে না, তাই এ ফুলের গয়নার স্যুট এনে তোমায় সাজালুম ; কিন্তু ভাই, এই ইয়ারিং জোড়া—এ আমি নিজের টাকায় র-বাবুকে দিয়ে কিনে আনিয়েছি, তোমায় দেবার জন্য। তুমি যখন যেখানে থাক, এ প'রলে তুমি আমাকে মনে ক'র্বে। কি জানি ভাই, আজ বই তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়, ভগবান তাই করুন ! তাই তোমাকে আজ এ ইয়ারিং পরাব, এতে আর না বোল না।

ইন্দি। তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি আর একটি কথাও কইব না। (সুভাষিণীর ইন্দিরাকে ইয়ারিং পরাইয়া দেওন) ভাই, মনটা কেমন জিনিষ দেখ। আজ আমার সুখের দিন, যাঁর জন্য নারী জন্ম জন্মান, যাঁর জন্য মাথায় সিঁদুর, যাঁর জন্য এ ভরা যৌবন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁকে পাব, তিনি আমার হবেন ! তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রাণের কান্না কাঁদবো ; কিন্তু আজ পোড়া মনে কত তরঙ্গ উঠছে, কত আশা নিরাশার ছবি ফুটছে, কত শত স্মৃতি জাগছে। মনে পড়ছে না, এমন কথা নেই ; মনে পড়ছে না, এমন লোক নেই ; এক এক ক'রে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের, প্রতিদিনের প্রতি কথাটি আসে

ফুটে উঠ্‌ছে। আমি আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছি। তা যাক্‌, তোমাকে আর বোলতে কি, স্বামীর দেখা পেয়ে আমি আহ্লাদিত হ'য়েছি, কিন্তু মনে মনে তাঁকে একটু নিন্দে ক'র্‌ছি। আমি চিনিছি যে, তিনিই আমার স্বামী। এই জন্যে যা কচ্ছি তাতে আমার বিবেচনায় দোষ নেই। তিনি যে আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন, এমন কোন মতে সম্ভবে না। তিনি যে আমাকে পর-স্ত্রী জেনেও আমার প্রণয় আশায় মুগ্ধ হোলেন, শুনে মনে মনে বড় নিন্দে কচ্ছি, কিন্তু তিনি স্বামী, আমি স্ত্রী, তাঁকে মন্দ ভাবা আমার অকর্ত্তব্য ব'লে সে কথার আর আলোচনা কোর্‌বো না।

সুভা। তোর মত বাঁদর গাছে নেই, ওঁর যে স্ত্রী নেই।

ইন্দি। আমার কি স্বামী আছে না কি?

সুভা। তা বলো, মেয়ে মানুষে পুরুষ মানুষে সমান? তুই কমিসেরিয়টের কাজ ক'রে টাকা নিয়ে আয় না দেখি?

ইন্দি। ওঁরা পেটে ছেলে ধ'রে প্রসব ক'রে মানুষ করুক, আমি কমিসেরিয়টে যাব। যে যা পারে সে তা করে। পুরুষ মানুষের ইন্দ্রিয় দমন কি এত শক্ত?

সুভা। আচ্ছা, আগে তোর ঘর হ'ক, তার পর তুই ঘরে আগুন দিস্‌। ওসব কথা রাখ্‌, কেমন কোরে স্বামীর মন ভোলাবি, তার একজামিন দে দিকি? তা নইলে তো তোর গতি নেই।

ইন্দি। সে বিদ্যে তো কখন শিখিনি।

সুভা। তবে আমার কাছে শেখ্‌, আমি এতে পণ্ডিত, তা জানিস্‌।

ইন্দি। তা ত' দেখ্‌তে পাই।

সুভা। তবে দেখ্;—তুই যেন পুরুষ মানুষ, আমি কেমন ক'রে তোর মন ভোলাই দেখ্।

(আলবোলা আনিয়া তামাক খাইতে দেওন—ঘোম্‌টা টানিয়া ইন্দিরার হস্তে পান দিয়া কটাক্ষ করণ—পরে ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করণ)

ইন্দি। ভাই! এ ত দাসীপনা, দাসীপনায় আমার কত দূর বিদ্যে, তারই পরিচয় দেবার জন্যে কি তাঁকে আজ ধ'রে রাখ্‌লুম।

সুভা। আমরা দাসী না ত কি?

ইন্দি। যখন তাঁর ভালবাসা জন্মাবে, তখন দাসীপনা চ'ল্‌বে, তখন পাখা ক'র্‌বো, পা টিপ্‌বো, পান সেজে দেবো, তামাক ধরিয়ে দেব; এখনকার এসব নয়।

সুভা। আচ্ছা, আর এক রকম দেখ, পছন্দ হয় কি?

(ইন্দিরার হাতখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে উপবেশন)

দেখ গা, তুমি আমায় ফেলে চ'লে যাচ্ছ, আমি কি ক'রে থাক্‌বো, আমার কে আছে বল? তুমি হাস্‌লে হাসি, তুমি কাঁদ্‌লে কাঁদি, তুমি খেলে তবে প্রসাদ খাই, তুমি ঘুমুলে তবে ঘুমুই, তোমার মাথা ধর্‌লে আমার বুকে শেল বেঁধে। তুমি চ'লে যাবে? আমি বাঁচব না, আমার চোখে জল দেখে কি তোমার দয়া হ'চ্চে না?

ইন্দি। যা শেখালে তা স্ত্রীলোকের অস্ত্র বটে, এখন উ-বাবুর উপর খাট্‌বে কি?

সুভা। তবে আমার ব্রহ্ম অস্ত্র শিখে নে। আর কিছু না পারিস্, এটা পারবি ত? (মুখচুম্বন)

ইন্দি। ও যে ভাই, সংকল্প না হ'তে দক্ষিণা দেওয়া শেখাচ্ছিস্।

সুভা। তোর তবে বিয়ে হবে না। তুই কি জানিস্ একজামিন দে দেখি? এই আমি যেন উ-বাবু, বস্, আর কিছু ব'লব না, দে একজামিন দে?

ইন্দি। আমি এম্‌নি কোরে মুখের পানে চাইবো, তার পর যখন চিন্‌তে পারবো যে সেই আমার সর্ব্বস্বধন, তখন তোমার শেখান ব্রহ্ম অস্ত্র প্রয়োগ কোরবো। (মুখচুম্বন)

সুভা। দূর হ পাপিষ্ঠা, তুই আসল কেউটে!

ইন্দি। কেন ভাই?

সুভা। ও হাসি-চাউনিতে কি আর পুরুষ মানুষ টেঁকে? ম'রে ভূত হয়!

ইন্দি। তবে একজামিন পাশ?

সুভা। খুব পাশ, কমিসেরিয়টে এক শত উনশত্তর পুরুষেও এম্‌নি হাসি চাউনি কখন দেখেনি। মিন্সের মুণ্ডটা যদি ঘুরে যায় তো একটু বাদামের তেল দিস্।

ইন্দি। তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্। তার মুণ্ডটা ঘুরুক্।

(হারাণীর প্রবেশ)

হারা। ও দিদিঠাক্রুণ—"সেজে-গুজে রইলুম বোসে,
নিয়ে গেল না কপাল দোষে"
ও গো তোমার বেয়ানের সাজ-গোজই সার হ'লো।

সুভা। কি গো কি হ'য়েছে?

হারা। আর মা, তোমার বেয়ানের চিঠি পাঠানই কাল হ'লো। আর তোমার হারাণীর দূতীগিরি করাও বন্ধ হলো না। সেই বাবুটি মূর্চ্ছা গিয়েছে।

ইন্দি। তার পর?

হারা। এখন সামলেছে।

ইন্দি। তার পর?

হারা। এখন বড় অবসন্ন, বাসায় যেতে পাল্লেন না, এইখেনের বড় বৈঠকখানার পাশের ঘরে শুলেন। এখন মা, তিনি আপনাকে সামলাবেন, না, রাত্তিরে তোমার জন্যে দরজা খুলে রাখবেন? যাও মা, গয়না-পত্তর খুলে ঘরে খিল দিয়ে একটু কাঁদগে।

সুভা। (ইন্দিরার প্রতি) ও ভাই! বুঝেছ ত?

ইন্দি। খুব বুঝিছি।

সুভা। হ্যাঁ, পুরুষ বটে, তুই যেমন চতুরা, তোর যোগ্য স্বামী। তিনি বড় সোজা লোক নন্! তুই যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ ক'র্‌বি, সে ফিরিয়ে না দিয়ে ছাড়্‌বে না।

ইন্দি। তাতে তুই কেন রিস্ কচ্ছিস্ ভাই? তোর ত ঘরে কিছু অকুলন নেই।

সুভা। আ মরণ, তোমার!

ইন্দি। হারাণী! সকলে শুয়েছে, তিনিও শুয়েছেন, এইবার চ,—ঘর দেখিয়ে দিবি।

হারা। সে কি গো, তাঁর যে অসুখ!

ইন্দি। অসুখ না তোর মুণ্ড। তুই চ।

হারা। আজ্ঞা দিদিঠাকরুণ, কথাটা আর একবার জিজ্ঞেস ক'রে নি কোন দোষ নেই ত ?

ইন্দি। কিছু না, উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন।

হারা। আর জন্মে কি এজন্মে তা বুঝতে পাচ্ছিনি।

ইন্দি। চুপ্।

হারা। যদি এজন্মে হন, তবে আমি পাঁচশো টাকা ব'কশিশ নোবো—আজ বৌ-দিদির কাছ থেকে তোমার জন্তে ঝাঁটা খেয়েছি। নইলে সে ঝাঁটার ঘা ভাল হবে না।

ইন্দি। তা যদি হয়, তা হ'লে পাবি লো পাবি। (সুভাষিণীর প্রতি) তবে ভাই, এখন বিদেয়।

সুভা। বিদায়! তবে মায়া কাটালি ?

ইন্দি। এজন্মে নয়, এখন এস দিকি যে শেখানটা মিষ্টি লেগেছে সেইটে আর একবার শিখিয়ে দাও। (উভয়ের মুখচুম্বন)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বহির্বাটীর কক্ষ)

উপেন্দ্রনাথ

উপে। মানুষ,—মানুষ শুনেছি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে তার কেন এ নিকৃষ্ট মতি গতি ? মানুষ বুদ্ধিমান, তবে পশুর অধম কে ? মন,

মন শুনেছি উঁচু জিনিস, তার [illegible] হ'য়েছে, কিন্তু ক'জনের মন উঁচু পথে যায়? নীচ প্রলোভন, দুর্নীত আচার, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এই তো মনের কাজ, পশুর অধম কেন? জ্ঞান পাপী বলে, বোঝে নাকি, এ পথ নিলে পরিণাম এই,—আর এক পথে গেলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী দেখা দেবে, বোঝে বই কি। বোঝে বুঝে, তবু নিকৃষ্ট পথ বেছে নেয়। মনে করে, এ অধিক সুখে কত পরিতৃপ্ত হব। তখনি এক একবার কে এসে চোখের ইসারায় সাবধান কোরে দিয়ে যায়। কিন্তু পাপের ঢেউ উঠেছে, ইসারা কোথায় ভেসে চ'লে যায়। এখন করি কি? মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছি, কিন্তু তবু পাচ্ছি কই? পাপের ভরা আরও ভারি হ'য়ে চেপে বসছে; পরিণাম কি? মরি কি বাঁচি? পৃথিবীতে সব এড়ান যায়, প্রলোভন! তোমার মায়া কেউ এড়াতে পারে না। রমণবাবু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি হেথায় এসেছি। বাড়ীর রাঁধুনী আপনার ঘরের ছেলেদের সামিল, আমি তাকে দেখে উন্মাদ হলুম, কে জানে প্রাণে কত উঠছে। যুগযুগান্তরের কত স্মৃতি চোখের উপর আসছে। পাপ! পাপে শুনেছি অনুতাপ আসে, কিন্তু এ পাপের যত প্রশ্রয় দিচ্ছি প্রাণ উৎসাহে ভ'রে যাচ্ছে। আছে—আছে, সেই শৈশব ছবি, যার জন্য আট বৎসর দেশান্তরিত, যে ছবি আমার সুখে দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, প্রতি পদে আমার সহচরী হ'য়েছিল, সেই স্মৃতি জড়িত আছে। হায় রে, নরকেও এত সুখ! যাক্, যা হবার হ'ক্, এ স্রোতের সংসার, প্রাণ ছেড়ে দি, যে দিকে ইচ্ছে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।

(ইন্দিরার প্রবেশ)

এসেছে, আমার ধ্যানের প্রতিমা, আমার জীবন্ত ছবি, আমার প্রাণের সহচরী এসেছে! পাপ! পাপ কখনও করিনি, সে পথে কখনও পদার্পণ করিনি; যদি একাজে পাপ থাকে, যদি একাজের ফল কু হয়, তবে ভগবান, আজকের মতন ক্ষমা কর! যদি দরকার হয়, যদি প্রয়োজন বোঝ, স্রোতের মুখে একটু কুটো দিও।

ইন্দি। (স্বগত) যদি ঝড় উঠে, পৃথিবী উড়ে যায়, চন্দ্র সূর্য্য ন'ড়ে যায়, তবু মন তুমি আজকের মতন টোল না। কাঁপছে—মনের পাতা কাঁপছে—ভোর বেলার হাওয়া লেগে কামিনী গাছের পাতার মতন মন কাঁপছে। মন কেঁপ না, টলো না, একটু বল ধর, হা জগদীশ্বর! এ আবার কি হ'ল? মন থামলো তো চোক থামে না যে? একি কান্না, তোমার আসবার সময়? মানি বটে, তুমি মেয়ে মানুষের চিরসঙ্গিনী কিন্তু আর কি সময় পেলে না? ছি ছি থামে না যে, এ আমার কি হ'লো?

উপেন। কাঁদছো কেন? আমি ত তোমাকে ডাকিনি। তুমি আপনি এসেছ তবে কাঁদ কেন?

ইন্দি। কই না; কাঁদিনি ত।

উপেন। কাঁদনি? তবে চোখে জল কেন?

ইন্দি। বড্ড হাসলেও চক্ষে জল আসে, বুঝি তাই এসে থাকবে।

উপেন। হাসি কেন?

ইন্দি। আমরা কালাদীঘির লোক, হাসি আমাদের রোগ।

উপেন। তুমি যে কালাদীঘির লোক তা তোমার রান্না খেয়েই টের পেয়েছি। আমি এখনি আশ্চর্য্য হয়ে রমণবাবুকে বলেছিলুম যে,

আপনার ও একখানা বজরা আমাদের দেশের মতন পার হয়েছে। সে যাহা হউক, কালাদীঘিতে যে এমন সুন্দরী রয়েছে তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। এমন রূপ ত মানুষের দেখি না।

ইন্দি। আমি সুন্দরী না বাঁদরী, আমাদের দেশের মধ্যে আপনার স্ত্রীরই সৌন্দর্য্যের গৌরব, তাঁর কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

উপেন। তুমি কদ্দিন দেশ হতে এসেছ?

ইন্দি। আমি সে সকল ব্যাপারের পরই দেশ হ'তে এসেছি, তবে বোধ হয় আপনি আবার বিবাহ ক'রেছেন।

উপেন। না। আহা, কি রূপ!

ইন্দি। আপনারা যেমন বড় লোক, তেমনি বিবেচনার কাজ হয়েছে, নইলে এর পর যদি আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দু'সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধবে।

উপেন। সে ভয় নেই, সে স্ত্রীকে পেলেও আমি আর গ্রহণ করবো এমন বোধ হয় না। তার আর জাত নেই, বিবেচনা কত্তে হবে।

ইন্দি। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! আমার এত আশা ভরসা সব নষ্ট হবে। আমার পরিচয় পেলে আমায় স্ত্রী ব'লে, চিনলেও আর গ্রহণ করবেন না। আমার এবারকার নারীজন্ম বৃথা হবে। আমার নৌকাখানার মতন দেহটা কি চিরদিন এক পাশে ফেলে রাখবো? হতাদরে পড়ে থাকবে? কোন কাজে আসবে না? মন, এখন পরীক্ষার সময়। কাতর হ'তে চাও পরে হও, কাঁদতে চাও পরে কেঁদো। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, যদি তার দেখা পান তবে কি করবেন?

উপেন। তাকে ত্যাগ ক'রবো।

ইন্দি। (স্বগত) উঃ! কি নির্দয়! পুরুষ কি কঠিন! যদি তুমি [illegible] না কর তবে আমি প্রাণ ত্যাগ কর্‌বো।

উপেন। কি ভাবছো?

ইন্দি। ভাবছি, পুরুষ জাত ভারি নিষ্ঠুর।

উপেন। কিসে।

ইন্দি। তা ব'লবো না।

উপেন। না বল্‌লেও আমি ছাড়বো না। (অগ্রসর হওন)

ইন্দি। ও কি, কাছে আস্‌ছেন যে? ওঃ বুঝেছি, তা আপনি একটা বিশেষ ভুল করেছেন, আমি—কুলটা নই,—আপনার নিকট দেশের সংবাদ শুনবো ব'লেই এসেছি। অসৎ অভিপ্রায় কিছুই নয়।

উপেন। দেখ, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আস্‌বে না, কাছে আসবে না? (অগ্রসর হওন)

ইন্দি। তুমি কথা শুনলে না, তবে আমি চলুম। তোমার সঙ্গে এই প্রথম আর এই শেষ দেখা।

উপেন। যেও না, তোমার হাতে ধরি, যেও না, আ মরি মরি, কি সুন্দর!

(হস্ত ধারণ)

ইন্দি। দেখ্‌ছো কি?

উপেন। একি ফুল? ফুলের গয়না ত মানায়নি, ফুলের চেয়ে হাত সুন্দর, মল্লিকা ফুলের চেয়ে মানুষ সুন্দর, এই প্রথম দেখ্‌লুম্।

ইন্দি। হাত ছেড়ে দাও—তুমি ভাল মানুষ নও, তুমি আমাকে ছুঁও না, আমাকে দুশ্চরিত্রা মনে ক'রো না। (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন। আমার কথা রাখ, আমি তোমার রূপ দেখে পাগল হ'য়েছি। এমন রূপ আমি কখনও দেখিনি, আর একটু দেখি, এমন আর কখনও দেখ্‌বো না।

ইন্দি। প্রাণাধিক! আমি কোন্ ছার, আমি যে তোমা হেন রত্ন ত্যাগ করে যাচ্ছি, এতেই আমার মনের দুঃখ বুঝো। কিন্তু কি কর্‌বো? ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র সহায়, এক দিনের সুখের জন্য ধর্ম্মত্যাগ কর্‌বো না। আমি না বুঝে না ভেবে আপনার কাছে এসেছি, না ভেবে, না বুঝে আপনাকে পত্র লিখেছিলেম। কিন্তু, আমি একেবারে অধঃপাতে যাইনি। এখনও আমার রক্ষার পথ খোলা আছে। আমার ভাগ্য যে, সে কথা এখন আমার মনে পড়্‌লো, আমি চল্লুম।

উপেন। তোমার ধর্ম্ম তুমিই জান, আমায় এমন দশায় ফেলেছ যে আমার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আমি শপথ করছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হয়ে থাক্‌বে। একদিনের জন্য মনে ক'রো না।

ইন্দি। পুরুষের শপথে বিশ্বাস নেই। এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে কি এত হয়? (প্রস্থানোদ্যত)

উপেন। যেও না, যেও না, আর একটু দাঁড়াও, তোমার পায়ে ধরি, আর একটু দাঁড়াও, আমি যে এমন আর—

(পদ ধারণ)

ইন্দি। পা ছাড়, পা ছাড়—মাথার মণি পায়ে কেন? দেখ, তুমি যদি যথার্থ ই ভালবেসে থাক, তবে তোমার বাসায় চল। এখানে থাক্‌লে তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে।

উপেন। বাসায় যাবে, চল, এখনি চল।

ইন্দি। তোমার বাসা কত দূরে?

উপেন। খুব কাছে—সিমলে—দরজায় আমার গাড়ী হাজির আছে, পাঁচ মিনিটে পৌঁছুয়ে দেবে।

ইন্দি। যাব?

উপেন। চল—আমার প্রাণ রাখ, চল—

ইন্দি। যাব—দেখো—আমায় যেন অকূলে ভাসিও না!

উপেন। প্রাণ থাকতে নয়।

ইন্দি। তবে চল, তোমার আশ্রয় নিলুম। ফুল ঝরে গেলে যেন হতাদর ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিও না। আমার ইহজন্মটাকে যেন অসার ক'রো না। আমায় যেন খেলার জিনিষ ক'রো না। আশার হাতে প্রাণটুকু দিয়ে তোমার সাথী হলুম, বেশী কিছু চাহি না আমার হাতের দুটো সাজা পান তুমি রোজ খেও। আমি তোমার হলুম।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কেওড়াতলার আদি-গঙ্গাতীরস্থ শ্মশান

(ভোলো ও কুন্দরা)

ভোলো। ওগো বাবা! ঘুরে ফিরে আবার আমরা তোমার কাছে এসেছি।

কুন্দরা। আবার এসেছ কেন?

ভোলো। তুমি ত জান, তোমার কাছে এসে প্রাণটা জুড়োয়; সে পথ ছেড়ে দিয়েছি, এখন যে পথ নিয়েছি তাতে তোমাকে চাই।

সুন্দ। আমি কি ক'র্ব্বো ?

ভেলো। কি করবে তা জানিনি ; তবে যে রাস্তা ধ'রে সেই আলোটা দেখেছ, সেই পথটার গোড়া আমায় চিনিয়ে দিতে হবে। আমার কেলো দাদাও এসেছে, সে এখন আলাদা মানুষ হ'য়েছে ! আমরা এখন এসেছি কেন জান তোমায় গুরু ধর্‌তে ! এখন তাড়ালেও যাচ্ছি না।

(কেলোর প্রবেশ)

কেলো। সুন্দরী, প্রাণ খুলে কখন তোমায় কোন কথা বলিনি, আজ বলি। আমি এসেছি—তোমায় দুটো প্রাণের কথা বল্‌তে এসেছি। সংসারের সাধ আমার মিটেছে, সুখের চরম সীমায় এসে উপস্থিত হ'য়েছি, বাসনার আগুন জ্বলে উঠেছিল বটে, কিন্তু তা এখন নিবেছে। আর পৃথিবীর সুখের আকাঙ্ক্ষা নেই। যেমন ছাইয়ের ভিতর আগুন চাপা থাকে, এ সব কথাগুলো তেমনি আমার প্রাণের ভেতর চাপা ছিল ; ভেলো ভাই সেদিন চোখ খুলে দিলে, শুনলুম তারও মূল তুমি। আমার জন্যে তুমি পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রেছ, অনাথিনীর মতন পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছ, দুর্ল্লভ মানব-জন্মটাকে অতি তুচ্ছ ব'লে পায়ে ঠেলেছ, আমি এমনি পাষণ্ড, কখনও তাহার বিনিময় দিই নি। তুমি কিসে সুখী হবে, তোমার মলিন মুখে হাসি ফুটবে, এ চিন্তা কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই ! জানি না, কোন্ রূপ-মোহের আশ্রয় নিয়ে জীবনটাকে অশান্তির হেতু করেছিলুম, তাকে পাব না জানতুম, সে কখনও আমার হবে না বুঝতুম, তবু কি জানি, ফিরের ফেরে তার পায়ে পায়ে ফিরতুম। জলে গেছে, পুড়ে গেছে, [illegible] গেছে, প্রাণে আর কিছু নেই। এখন ভেলো ভাই আর এক [illegible] বেরার

[illegible] বোলেছে ; যে অন্ধকার আশ্রয় ক'রে রোয়েছে, যার জোনে চোখ থাকতে কাণা হোয়েছি, সেই চোখ ফোটাবার জন্ত ভেলো ভাই বল্লে, একটা আলো আছে ; শুনলুম তুমি সে আলো দেখেছ, তবে দূরে র'য়েছে ব'লে ধর্ত্তে পারছ না ; পথ বদল ক'রলেই নাকি সে আলোর আভাস পাওয়া যায়। আমায় ব'লে দাও, দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও—সে পথের গোড়া কোথা ?

সুন্দরা। সে পথ আপনি চিনে নিতে হবে। চল চল, যে পথ সামনে দেখবে সেই পথ দিয়েই চল। চলে যাও, খুব চ'লে যাও—পেছন চেও না, যত মায়ার লোক পেছু ডাকুক, কানেও তুলো না, তুমি যেমন চ'লেছ তেমনই চলো। চ'লে চ'লে শেষ পথ আপনিই পাবে। যে আলো খুঁজছো তা পাবে, আঁধার আকাশে শুকতারার মতন আপনি ফুটে উঠবে। কিন্তু তুমি আবার কেন ? আবার ও মূর্ত্তি নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াচ্ছ কেন ? আগুন ছাই চাপা দিইছি, অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে স্মৃতির হাত এড়িয়েছি। আবার কেন ? আর মজিও না, আর ভুলিও না, আর কাঁদিও না! যে পথের পথিক হয়েছি, সে পথ থেকে আর ফিরিও না।

ভেলো। ওগো বাছা! আবার কেন পুরণো পীরিত জালিয়ে তুলছ ? যখন হাতে ধ'রে বলেছিলুম যে, আমার ভাইটিকে ফিরিয়ে দাও, তখন তোমা ব'ল্লে যে, আমি আর তাকে চাইনে। আবার কেন ঘনীভূত ক'চ্ছ ? দেখ যদি বাড়াবাড়ি কর, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন! এখন আমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, ও পীরিতের কাহিনী যদি তুলবে, তা হ'লে আমি অনর্থ ক'রবো!

কেতো। এখন চল্, আমার আর [illegible] বাকী আছে; আমি যেমন ক'রে হোক্ খোঁজ ক'রে ইন্দিরার স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে, খোঁজে আসবো, ইন্দিরা দেবী, ফুলের মতন নিষ্কল, কেউ একটি ফুল পাড়তে পারিনি। তাদের সংসারে যা আগুন জ্বলে, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এখন দরদ বুঝেছি, পরের ব্যথা আপনার ব'লে নিতে জেনেছি, পরের দুঃখে কাঁদতে শিখেছি। আমার দ্বারা যদি সরলা বালিকা তার স্বামী পায়, আবার তাদের মিলন হয়, আবার তারা সুখী হয়, তা আমি ক'র্ব্বো।

সুন্দরা। আহা! প্রাণ জোরে গেল, প্রাণ ভোরে গেল, কত পবিত্র ছবি মনের ভেতর জেগে উঠ্‌ছে, কত সাধের স্বপ্ন, কত আশার স্মৃতি, কত কামনাবর্জ্জিত সুখ, মনের ভেতর জেগে উঠেছে। আহা! আত্মহারা কথাটা শুনতুম, এখন বুঝছি, আত্মহারা হওয়ায় কত সুখ। চল, সেই বনে চল, সেই মা কালীর পায়ের তলায় ব'সবে চল, আমি গান গাইব, তোমরা শুন্‌বে।

গীত

ডাকবো তারে হৃদয় ভোরে, আর কেন মন ছলনা।
সাধের সোহাগ উথ্‌লে উঠে ছুটে যাবে কামনা॥
কেঁদে কেঁদে বুক ভেঙ্গেছে, দাগা খেয়ে প্রাণ পুড়েছে,—
কি হায় আশে মায়ার ফাঁসে জড়িয়ে আছ বল না—
পথ পেয়েছি—চ'লে চল মুখে কালী কালী বল,
ডাক্‌লে পাছে আর চেও না—আপন মনে চল না॥

চতুর্থ দৃশ্য

(উপেন্দ্রনাথের বাসা-বাটী)

উপেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা

উপেন্দ্র। দেখ, আর পারি না, প্রাণের বেগ আর ধ'রে রাখা যায় না; জলের ঢেউ বালির বাঁধ দিয়ে আর আটকান যায় না; আর কত দিন? আর কত দিন আমায় আশার দাস কোরে রাখবে? আর কত দিন আমায় পায়ে পায়ে ফেরাবে? আর কত দিন আমায় এমনি কোরে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারবে? তুমি ব'লেছিলে পুরুষ কঠিন, পুরুষ নির্দ্দয়, এখন বল দেখি, আমি নির্দ্দয় না তুমি নির্দ্দয়?

ইন্দি। পুরুষের ধৈর্য্য গুণ প্রধান দরকার, এতটা অধৈর্য্য হ'চ্ছ কেন?

উপেন্দ্র। কেন? তা আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? তার ধোরে যেমন পুতুল নাচায়, তুমি আমায় তেমনি নাচাচ্চো? প্রথম যে দিন এই বাসাবাড়ীতে এলে, আমায় ব'লেছিলে, "আমি তোমার দাসী হলুম, কিন্তু দেখি, তোমার প্রণয়ের বেগ কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকে না থাকে।" আমি একটি কথাও কইনি, যেমন ব'লে আর সেখানে একদণ্ড রইলুম না, সাধের সমুদ্র বুকে ধ'রে ফিরে চলে এলুম। তার পর আবার বল্লে, অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ কোরো না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা। যে কোরে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়েছি, অন্তর্যামীই জানেন। প্রাণ পুড়ে গেছে, একটি কথাও কইনি, পাছে তুমি জানতে পার, উন্মাদ হ'য়ে বেড়িয়েছি, মনের কথা কইনি, পাছে তুমি আমার ভালবাসা হুল মনে কর। এখন এসে তোমার কাছে

বুঝেছি, তুমি ম'রে ম'রে যাচ্ছ। [illegible] কথা কইচ, একটিও মিথ্যে নয়। আদর ক'চ্চ, ঘর-কন্নার কাজ ক'চ্চ, আমার এতটুকু কষ্ট যাতে না হয় সেজন্য প্রাণপণ ক'চ্চো, অথচ তুমি যেন আমার কেউ নও। আমার সর্বস্ব তুমি, অথচ তোমায় পেয়েও পাচ্ছি না। যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি র'য়েছ, কাছে কাছে র'য়েছ, ধর্তে যাচ্ছি পাচ্ছি না, স্বপ্নের ধন স'রে স'রে যাচ্ছে। এ কতটা জ্বালা বোঝ কি? গ্রীষ্মের অসহ্য সন্তাপে দারুণ তৃষ্ণার্ত রোগীকে স্বচ্ছ শীতল জলাশয়-তীরে বসিয়ে দিয়ে মুখ বেঁধে দিয়েছ। যেন সে জলপান কর্তে না পারে। বল দেখি, তার জলে ভালবাসা বাড়বে না কমবে? অষ্টাহের পরীক্ষা শেষ হোয়েছে, আর পারিনে। উঃ! কি কঠিন পরীক্ষা!

ইন্দি। দেখ, যে প্রাণে মজতে জানে না, যে রূপে মজে, কঠিন পরীক্ষা তার! যে ইন্দ্রিয়দাস, পবিত্র প্রণয়ের ধার ধারে না, কঠিন পরীক্ষা তার। যে বাহিরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয় ভেতরের সৌন্দর্য্য দেখে না, কঠিন পরীক্ষা তার। যে ভালবাসা জীবনে-মরণে সমান ভাবে থাকে, যে ভালবাসায় অনন্ত উৎস উঠে, যে ভালবাসার পরিমাণ হয় না অপরিমিত—সেই ভালবাসা যে বাসতে জানে, তার পক্ষে অষ্টাহকাল অপেক্ষা কি এতই অধিক? চিরজীবনের সাথীকে চিনে নিতে হবে, জেনে নিতে হবে। আমি যদি তোমার ভিখারিণী হই, ফুলবালা ফুল ছেড়ে অকূলে ঝাঁপ দিচ্ছি, [illegible] দেখে অবাক হোব না?

[illegible]। পরীক্ষায় ত উত্তীর্ণ হয়েছি, এইবার তুমি আমার [illegible]

[illegible] বিস্তৃত সেতু মাঝে পোড়ে রয়েছে, তুমি ওপারে আছ, আমি এপারে বোসে—তোমায় দেখ্‌ছি,—কেবল দেখ্‌ছি,—বুকের [illegible] বুকে তুল্‌তে পাচ্ছিনি। এতে কত কষ্ট—তোমায় কি বোঝাবো?

[illegible]। দেখ, আর তোমার কাছে কোন কথা ছাপাব না। শোন বলি—তুমি একলাই জলেছ? আমি কি জলিনি? তুমি একলাই পুড়েছ, আমি কি পুড়িনি? তুমি একলাই কেঁদেছ, আমি কি কাঁদিনি? কেঁদেছি, খুব কেঁদেছি, চ'খের জল যদি ধ'রে রাখতুম, একটা সমুদ্র হ'য়ে যেত! আমি আগুন জেলেছি,—হাসি-চাউনিতে তোমায় মজিয়েছি,—কিন্তু যদি দেখাতে পারতুম,—দেখাতুম,—আমারও বুকে জলেছে আগুন। আমি হাস্‌তে জানি, হাসির কি উত্তর নেই? আমি চাইতে জানি, চাউনির কি পাল্টা চাউনি নেই? দেখ, ও-সকল ইতর স্ত্রীলোকের অস্ত্র। কিন্তু কি কর্‌ব বল, এ সব যে ক'ত্তে হয় সে কেবল তোমাদেরই গুণে। এখন স্বীকার কচ্ছি—আমার হার হ'য়েছে, হেরে কিন্তু বুঝিছি, পৃথিবীর এই ষোল আনা সুখ। তবে আমার মনে একটু গর্ব্ব আছে যে, তোমার ধনে ধনেশ্বরী হব বোলে করিনি। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী হব ভাবলেও এমন কর্ত্তে পারতুম না। তুমি আমার হবে; চিরদিনের জন্ত তোমার পদসেবার দাসী হোয়ে থাকবো, দুদিনের [illegible], এই লোভে ভুলেছি। তোমায় মোহিত কর্‌বো ব'লে [illegible] ভালবাসা ছড়াতে পারিনি। এখন বুঝেছি—তোমায় [illegible] [illegible] আর তুমি আমার কখন পর হবে না। আমি [illegible]

সৌন্দর্য্য । আমি তোমার চরিত্র সম্বন্ধে [illegible] সন্ধান নিয়েছি। রমণবাবু এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার সম্বন্ধে সব কথা [illegible]। তুমি সধবা তা জেনেছি, তোমার স্বামী আছে [illegible], রমণবাবু বল্লেন, "তোমার চরিত্র অনিন্দনীয়।" [illegible] না। আমি আশ্চর্য্য হলুম, তিনি কেমন ক'রে [illegible] তুমি আমার সঙ্গে এ বাটীতে আছ, তার পর আমি যখন তাঁকে বললুম, যে কুমুদিনী সম্বন্ধে যা জানেন, তা সব একটা কাগজে লিখে দিয়ে [illegible] ক'রে দিতে পারেন। তিনি ব'ল্লেন, পারি এক সর্ত্তে, আমি লিখে পুলিন্দে শীল কোরে কুমুদিনীর কাছে দিয়ে যাব, আপনি [illegible] পড়তে পাবেন না, দেশে বাড়ী গিয়ে প'ড়বেন। আমি তাঁর কথার ভাবে বুঝলুম যে তিনি যা লিখে দিবেন, তা আমার অভিপ্রায়ের পোষক হবে। আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম যে, তিনি আমার মনের ভাব আর আমার অভিসন্ধি বেশ জেনেছেন।

ইন্দি। এ সব কথা যখন হ'চ্ছিল, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি।

উপেন্দ্র। তা শুনেছ, শুনেছ, তোমার স্বামী জীবিত আছেন, [illegible] তাঁর নাম-ধাম প্রকাশ ক'রবে?

ইন্দি। এখন না, দিন কতক যাক্।

উপেন্দ্র। তিনি এখন কোথায় আছেন বোল্বে?

ইন্দি। এই কল্‌কেতায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

উপেন্দ্র। স্ত্রী-পুরুষে পরিচয় নেই, এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা।

ইন্দি। সকলের কি থাকে? তোমার কি আছে?

উপেন্দ্র। সে কতকগুলো ঘুর্ঁচিয়ে [illegible]।

[illegible] সম্বন্ধ আছে?

উপেন্দ্র। তাহ'তে তিনি ভবিষ্যতে কোন দাবী-দাওয়া করবার সম্ভাবনা [illegible]?

ইন্দিরা। সে আমার হাতে। আমি যদি তাঁর কাছে আত্ম-পরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

উপেন্দ্র। তুমি খুব বুদ্ধিমতী। আচ্ছা, আমায় একটা পরামর্শ দাও দিকি? আমার বাড়ী যেতে হবে, বাড়ী গেলে শীগ্‌গির ফিরতে পারবো না, কিন্তু তোমাকে ফেলেও যেতে পারবো না, তা হ'লে ম'রে যাব। এখন করি কি?

ইন্দি। পোড়া কপাল! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

উপেন্দ্র। কোকিলের দুঃখ কাকে যায় না। আমি তোমাকে নিয়েই যাব।

ইন্দি। কোথায় রাখবে? কি ক'রে রাখবে?

উপেন্দ্র। একটা ভারি জুয়াচুরী করবো মনে কচ্চি।

ইন্দিরা। বুঝেছি। বলবে যে এই ইন্দিরা, রামরাম দত্তর বাড়ী খুঁজে পেয়েছি।

উপেন্দ্র। এ্যা সর্বনাশ! তুমি কে?

ইন্দিরা। কেন? কি হয়েছে?

উপেন্দ্র। ইন্দিরা নাম জান্‌লে কি ক'রে? তুমি মানুষ, না কোন মায়াবিনী?

ইন্দিরা। আমি মায়াবিনী।

উপেন্দ্র। আচ্ছা, তুমি যেমন মায়াবিনী, আমি বা জিজ্ঞাসা করি, [illegible]

[illegible]

এক ক'রে বল দেখি ? [illegible] ইন্দিরা [illegible], তার বাপের নাম কি ?

ইন্দি। তুমি এক এক ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রবে, আর আমি এক এক ক'রে উত্তর দোব, এতটা বই ছাপলে দিই কেন ? আমি গোড়ার কাজ সেরে দিচ্ছি। ইন্দিরার বাপের নাম হরমোহন দত্ত, বাড়ী মহেশপুর। তারা দুটি বোনী,—নাম ইন্দিরা আর কামিনী। তাদের বাড়ীর কাছে একটা পুকুর আছে—নাম দেবীদীঘি, তাতে খুব পদ্ম ফোটে; হরমোহন দত্তর বাড়ীর সদর দরজা দক্ষিণমুখো, একটা বড় ফটকে দুপাশে দুটো সিঙ্গী।

উপেন্দ্র। আশ্চর্য্য ! বোধ হয় তুমি কখনও মহেশপুরে ছিলে, তাই এত জান। আচ্ছা, আর এক রকম গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করি ; উত্তর দাও দিকি ? বাহিরের লোক তা কোন রকমেই জানবে না। ইন্দিরার বিবাহের সম্প্রদান কোথায় হয় ?

ইন্দি। আবার কাম সোজা ক'রে দিচ্ছি দেখ। ইন্দিরার সম্প্রদান হয় পূজোর দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে। সম্প্রদান করে ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত, স্ত্রী-আচারের সময় একজন স্ত্রীলোক বিন্দু ঠাকুরাণী তার নাম, বড় বড় চোখ, রাঙা রাঙা ঠোঁট, নাকে নাকি নথ, বড় জোরে কাণ ম'লে দিয়েছিল।

উপেন্দ্র। ঠিক ! বোধ হয় তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে ? তাদের কুটুম নও ত ?

ইন্দি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরাণী, কি রাঁধুনীর যা জানা সম্ভব নয়, [illegible] একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না।

[illegible]। তোমার বিবাহ কবে হইয়াছিল?

[illegible]। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের ২৩শে তারিখে [illegible] [illegible]।

উপেন্দ্র। আমায় অভয় দাও—আমি আর দুইটি কথা জিজ্ঞাসা করবো।

ইন্দি। অভয় দিচ্ছি, বল।

উপেন্দ্র। বাসর-ঘরে সকলে উঠে গেলে আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটি কথা ব'লেছিলুম, সে তার উত্তর দিয়েছিল; কি কথা বল দেখি?—মাথা নীচু কোরে রইলে যে? এইবার বোধ হয় ঠকলে, বাঁচলুম, তুমি মায়াবিনী নও।

ইন্দি। তুমি ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা ক'রে—"বল দেখি, আজ তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ হলো?" সে বল্লে—"আজ হোতে তুমি আমার দেবতা হ'লে, আমি তোমার দাসী হলেম।" এই ত গেল একটা প্রশ্ন। আর একটা কি?

উপেন্দ্র। আর জিজ্ঞাসা ক'রে ভয় হ'চ্চে। আমি বুঝি বুদ্ধি হারালুম। তবু বল—ফুলশয্যার দিন ইন্দিরা তামাসা ক'রে আমাকে গাল দিয়েছিল—আমিও তারে কিছু সাজা দিয়েছিলুম। বল দেখি, সে কথাগুলি কি?

ইন্দি। তুমি ইন্দিরার হাত এক হাতে ধোরে, আর হাত তার কাঁধে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে—"ইন্দিরে! বল দেখি আমি তোমার কে?" তাতে ইন্দিরা উত্তর ক'রেছিল—"শুনেছি তুমি আমার ননদের বর।" তুমি তৎক্ষণাৎ তার গালে একটা ঠোনা মেরে তাকে একটু অপ্রতিভ দেখে পরিশেষে মুখচুম্বন ক'রেছিলে।" আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

কর্ত্তা। কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, উনি একটু খেলা করছেন—"অনুকূল বাললাবিতং" তারই প্রয়োগ দিচ্ছেন, ও কিছু ও কিছু—

গিন্নী। তবে রে মিন্‌সে, তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

(ছুরি তাগ ও কোমরবন্ধন)

হারাণী। (স্বগত) ও মা! তাই তো, সত্যিই তো, গিন্নিই তো!

গিন্নী। (বেগে কর্ত্তার দিকে আসিয়া) এই ফাঁস তোর গলায় লাগাবো মিন্‌সে! আমাদের জুয়ান বয়েস—ফাঁসের টান স'য়ে গেছে; তোকে একটানেই চৌদ্দভুবন দেখ্‌তে হবে!

(গলায় ফাঁস দেওন)

কর্ত্তা। দোহাই উগ্রচণ্ডি! রক্ষা কর, দোহাই উগ্রচণ্ডি! রক্ষা কর! ভেরোম ভেঙ্গ না—ভেরোম ভেঙ্গ না।

[উভয়ের প্রস্থান।

হারাণী। কে জানে বাপু! বুড়ো বয়সে এমন খিজিপনা রোজ রোজ ভাল লাগে! দিন দিন বুড়ি হচ্চেন না ছুঁড়ি হচ্চেন; কর্ত্তাবাবুও এক রকমের লোক, বুড়ো মাগীকে কেবল ক্ষেপায়, এত মুখনাড়াও খেতে পারে! ও মুখনাড়া-নাড়ীর পীরিতে বাপু আমার মন উঠে না। হাসিমুখের পীরিতই পীরিত, তা যাক, খাঁচা ভেঙ্গে তো পাখী উড়েছে, জোড়া সঙ্গে ক'রে নিয়ে তবে উড়েছে, শেষ কি হবে কে জানে? বাপু একুল ওকুল দুকুল না হারায়, বাপ [illegible] আছে, সে দিন ত গিয়ে দেখলুম, [illegible] করেছে, আর কেন বাপু, এইবার মান [illegible]

এখন আমি সকালবেলা [illegible] কাজ [illegible] করছি, দিবা-রাত্তির আদর ক'রে কথা কই, দরকার কাজ করি, যাতে তাঁর খাওয়া ভাল হয়, শোয়া ভাল হয়, নাওয়া ভাল হয় সব রকমে যাতে ভাল থাকেন, তা কচ্ছি, তাঁর একটু অসুখ হ'লে, সমস্ত রাত্তির জেগে সেবা করি।

সুভা। তার পর?

হারাণী। তার পর দিদিমণি, আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, তোমার সেই একজামিনের হাসি চাউনি চালাচ্ছ ত? সে কথার উত্তরে বল্লে, চালাচ্ছি বই কি? না চালালে চলে কি?

সুভা। আঃ মরণ! মুখপুড়ীর মর্দ্দানা ধাত হ'য়েছে, তার পর?

হারাণী। তার পর বউদিদি! আমি কথায় কথায় বল্লুম, দিদিমণি, হাসি চাউনির ফাঁদ পেতে বেবুশ্যেরা তো লোক ভোলায়, তোমার এ কেমন রীত বাপু বুঝলুম না, সোয়ামী গুরুনোক, তার সঙ্গে এ সব চাল-চুলগুলো ভাল নয়।

সুভা। বেশ বলেছিস্, সে কথায় হতভাগী উত্তর দিলে কি?

হারাণী। দিদিমণি একটু হাস্‌লে, তার পর পান-খাওয়া মুখখানা ঘুরিয়ে বল্লে, হারাণি! একটা কথার মতন কথা বলেছিস বটে, বুঝেছি তোর বউদিদি শিখিয়ে দিয়েছে। তুই গিয়ে উত্তরে বলিস্, যে বুদ্ধি কেবল কালেজের পড়া পড়েই শক্ত হয়, শামলা মাথায় দিয়ে ওকালতী ক'রে দশ টাকা আনতে পাল্লেই মনে করে আমি কি হনু, সে বুদ্ধির জোরে কোম্পানি বাহাদুরের পায়রবী হতে পারেই, খুব [illegible] করে, সে বুদ্ধির ভেতর আমাদের ভালবাসা কি [illegible]

[illegible] ; যারা বলে স্ত্রীর যে সেও, স্নেহ দেখে বইতে কে দিতে না, মেয়েমানুষকে পণ্ডিত কর, তারা আমাদের ভালবাসা বুঝবে কি ? এখন যদি কর্ করে ভালবাসা জানিয়ে ফেলি তার পর বশে না নেয়, যেমন মাহুত ডাঙ্গস মেরে বশ করে, কোচ্‌ম্যান ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ঠিক্ করে, ইংরেজ চোক রাঙ্গিয়ে বাবুর দল বশে রাখে, গোড়ায় তেমনি হাসি চাউনির ছল পাতে হয়, তা নইলে বশে আসে না।

সুতা। আবাগী ভারি দুষ্টু, যাক্, পোড়ারমুখী কলকেতা থেকে ফিরে হচ্ছে কবে ?

হারাণী। তা বলতে পারি নি বৌদিদি, যাওয়ার কথা কিছু বল্লে না।

সুতা। তুই আর একবার সেখানে যাস্। শেষটা কি হয় জানবার জন্যে আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।

হারাণী। আমিই কোম্ নেই বউদিদি ? তা এখন ত কাজ-কর্ম্ম নেই, একবার ঘুরে আসি না কেন ? তিন চারদিন হ'লো যাইনি।

সুতা। তা যা যা, দেখে আয়।

হারাণী। আচ্ছা।

[হারাণীর প্রস্থান।

(ঘমনবাবুর প্রবেশ)

ঘমন। (Hallow Dear ! How are you ?) হেলো ডিয়ার ! হাউ আর ইউ ?

সুতা। (Thanks, pretty well !) থেঙ্কস্ প্রেটি ওয়েল ! আপনি কেমন আছেন ?

[illegible]

রমণ। (Oh ! First Class) ও ! ফার্ষ্ট ক্লাস ! এখন যা বলেছি মনে আছে ত ?

সুভা। কি বলেছি ?

রমণ। বাঃ। বাঃ! তুমি চমৎকার লোক ত ? যেই নিজের কাজটুকু হয়ে গেল অমনি সব ভুলে যাচ্ছ ? বলেছিলে না, তোমার বেয়ানের একটা হিল্লে করে দিতে পারেই আমায় ডবল প্রোমোসন দিবে ?

সুভা। হাঁ! হাঁ! মনে পড়েছে বটে।

রমণ। কেমন তোমার সব দিক্ (all right) অল রাইট ক'রে দিইছি ত। কিন্তু দেখো, এর পর তোমার বেয়ান আর তোমায় মনে কর্‌বে না। পৃথিবীর দস্তুর এই, যত দিন দুরবস্থা থাকে, হড়িয়ে গড়িয়ে প'ড়ে থাকতে হয়, তারপর অবস্থা ফিরলে আর চিন্‌তে পারে না।

সুভা। তা না পারে পারুক, আবাগী স্বামী পেয়েছে এই ঢের। তার মুখে হাসি ফুটেছে, আর আমি কিছু চাইনি। সে স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হোয়েছে, এর চেয়ে আমার সুখ নেই ; আমার সাধ ওই অবধি ছিল। এখন যদি সে আমার নাম আর মুখেও না আনে, তাতেও আমার দুঃখ নেই। আহা! সে হেসেছে, সেই যথেষ্ট !

রমণ। দেখ (my dear) মাই ডিয়ার ! তোমার (Character) কেরেক্টারটা (study) ষ্টাডি করা কঠিন। তুমি কখন কি ভাবে থাক কিছুই বোঝা যায় না, এই সময় এই নির্দয়। যথার্থই যখন তুমি কামিনী সোহাগে মেতে তোমায় ভুলে যাবে, তখন তাকে [illegible]

[illegible] ক'রবে না। যাক্, কুমুদিনী উপেন্দ্র বাবুকে বুঝিয়েছে, সে [illegible] [illegible] বিদ্যেধরী। উপেন বাবুও ঠিক তাই বুঝেছেন। আমার [illegible] যখন কুমুদিনীর শেষ দেখা হ'ল, আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, [illegible] [illegible] কি বোল্‌বো? তাতে কুমুদিনী উত্তর কোল্লে, 'ব'লবেন, যান আমি মহেশপুর যাব, আমি বিদ্যেধরী কি না? সেখানে গেলেই শাপ মুক্ত হব।' তার পর উপেন্দ্র বাবু বাহিরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন, 'আপনি ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যেধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন?' আমি বল্লুম, 'হ্যাঁ করি। কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যেধরী।' তিনি খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর ব'ল্লেন, 'কুমুদিনী কি ইন্দিরা? আপনার স্ত্রীকে ভাল কোরে জিজ্ঞাসা ক'রবেন ত।' আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লুম, 'আচ্ছা।'

[illegible]। তা হ'লে তারা মহেশপুরে গেছে?

[illegible]। হ্যাঁ।

[illegible]। দেখ্‌লে, পোড়ারমুখীর আক্কেল দেখ্‌লে? আমায় একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখ্‌লে না। "যে এল চোষে সে যেন ভেলে।"

[illegible]। [illegible] এরই মধ্যে গাল পাড়তে সুরু ক'রেছ। যাক্, আর (Jealousy) [illegible] কাজ নাই। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

কামি। আমার পর হাসি, হাসির পর কান্না, এতদিন কেঁদেছেন এইবার হাসবেন।

উপে। সে আমার আকাশ-কুসুম। [illegible]। আর কেন? সে আশা দুরাশা মাত্র। তোমার দিদির কি কোন খবর পাওনি? সে কোথায়? কিছু জান কি?

কামি। কি জানি কোথায়? কালাদিঘিতে সেই যে সর্বনাশটা হয়ে গেল, তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

উপে। কুমুদিনী ব'লে কোন স্ত্রীলোক এখানে এসেছিল কি?

কামি। কুমুদিনী কি কে, তা বলতে পারিনি, একটা স্ত্রীলোক পরশু দিন পাল্কী ক'রে এসেছিল বটে, সে বরাবর মহা ভৈরবীর মন্দিরে গিয়ে উঠে দেবীকে প্রণাম করে। অমনি হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হ'য়ে ঝড়-বৃষ্টি হল। সেই স্ত্রীলোকটা সেই সময় ত্রিশূল হাতে ক'রে জলতে জলতে আকাশে উঠে চলে গেল।

উপে। যে স্থান হ'তে কুমুদিনী অন্তর্ধান করেছে, সে স্থান কি দেখতে পাই না?

কামি। পাও বই কি? আমার সঙ্গে এস, তোমায় মহা ভৈরবীর মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকার হ'য়েছে, একটা আলো নিয়ে যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরমোহন দত্ত ও ইন্দিরার [illegible] প্রবেশ)

হর। দিদি, আজকালকার মেয়েরা আমাদের [illegible] দিতে পারে। কি কাণ্ড-কারখানাটা করেছে বল।

দিদি, যখন আমাদের আত্মা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ছিল, তোমার দেখের শক্তি-যুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন?

উপেন্দ্র। তখন চিন্‌তে পারিনি যে, তোমাদের কি চিন্‌তে জোয়ায়।

কামিনী। তুমি যে চিন্‌বে বিধাতা তা কপালে লিখেন নাই। যাত্রায় শোননি? বলে,—

"ধবলী বলিল, শ্যাম, কে চেনে তোমারে।
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে॥
পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কানে।
ব্রজ বস্ত্রাঞ্চল তার গন্ধ কি তা জানে?"

দিদি হাস্‌ছিস্ যে? লজ্জা করে না? তোর হ'য়ে মিন্সেকে দশ কথা শোনাচ্ছি, তুই কোথা আমার দিক হ'য়ে লড়াই কোরবি, না মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিস্? আপনার জিনিস্‌টি কাছে পেয়েই সব ভুলে গেলি বুঝি?

উপেন্দ্র। না ভাই, আর জ্বালাস্‌নি, যাত্রা করি তার জন্যে এই পানের খিলিটে খেলা নে।

কামিনী। ও দিদি! মিন্সের-ভায় একটুকু বুদ্ধি আছে দেখ্‌তে পাই।

উপেন্দ্র। কি বুদ্ধি দেখ্‌লি?

কামিনী। বাবু পানের ঠিলিটে রেখে খিলিটা দিয়েছেন—বুদ্ধি নয়? তা তুমি এক কাজ করিস্, মধ্যে মধ্যে তোর পায়ে হাত দিতে দিস্, তা হ'লে হাত দরাজ হবে।

ইন্দি। আমি কি ওঁকে পায়ে হাত দিতে দিতে পারি, উনি হ'লেন আমার পতি—দেবতা।

কামি। দেবতা কবে হ'লেন? পতি যদি দেবতা, তবে একদিন ত তোমার কাছে উনি উপ-দেবতা ছিলেন।

ইন্দি। দেবতা হ'য়েছেন, যবে, ওঁর বিদ্যেধরী গিয়েছে।

কামি। আহা, বিদ্যেকে ধরি ধ'রি ক'রে ধ'র্ত্তে পারেন না? তাঁর সঙ্গে ধরাধরি না থাকলেই ভাল। "সে বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।"

ইন্দি। কামিনী, তুই বড় বাড়ালি? শেষ চুরি-চামারি পর্য্যন্ত বাড়ে ফেল্‌ছিস্?

কামি। অপরাধ আমার? যখন মিত্তির-জা মশাই কমিশেরিয়াটের কাজ কোরেছেন, তখন চুরি ত ক'রেছেন, আর চামারি, তা যখন বনে ঘুরিয়েছেন, তখন চামারিও ক'রেছেন।

উপেন্দ্র। বলুকগে, ছেলেমানুষ, অমৃতং বাল-ভাষিতং।

কামি। কাজেই। তুমিই যখন বিদ্যাধরী শাসিতং, তখন তোমার বুদ্ধি নাশিতং। আমি তবে আসিতং—না ডাকিতং। [প্রস্থান।

উপেন্দ্র। ইন্দিরা! সেই একদিন, আর এই একদিন; আমার অনেক আশার ধন তুমি! আমার অনেক যত্নের নিধি তুমি। আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব তুমি। আজ তোমায় পেলেম। ইন্দিরা আমার—আমি ইন্দিরার, এ কথা ভাব্‌বার অধিকার আজ থেকে হ'লো। বল, আমায় পায়ে রাখবে? আর কোথাও ছেড়ে যাবে না?

ইন্দি। আমি তোমার দাসী, তোমার ছায়া, তোমার পায়ের রেণু,

ভাবতে গেলে কান্না আসে, এমন দিন হবে কখনও মনে ছিল না। তুমি এমনি কোরে আদর ক'র্‌বে, তোমার মুখে সোহাগের কথা শুনবো, তোমার বুকে মাথা রেখে প্রাণের কথা কইব—এ আমার নিশার স্বপন। আমি ত তোমার হলুম, আমার যা কিছু এখন তোমারই সব, এখন যদি হাতে পেয়ে তুমি আমায় ত্যাগ কর? আমি ডাকাতের সঙ্গে ছিলুম, আমায় বিশ্বাস কি?

উপেন্দ্র। সে সন্দেহ আর আমার নেই। তুমি সতীর আদর্শ। জলন্ত আগুন, তোমায় কলঙ্কিনী বলে কার সাধ্য? আমার লোকজন দিয়ে যে দিন তোমায় মহেশপুরে পৌঁছে দিয়ে আমি নিজের বাড়ীতে যাই, সে দিনে একটি লোক আমার কাছে এসেছিল, তার নাম কেলো, সে ব'ল্লে, তোমার কাছে এ নাম ক'ল্লেই তুমি বুঝতে পারবে, সে ডাকাতের দলে ছিল, সে ব'ল্লে, সে ছায়ার মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তোমার চরিত্র নির্ম্মল, ফুলের মতন, কেউ দাগ পাড়তে পারেনি; আমি তার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিছি;—সে এখন পরম সাধু।

ইন্দি। সত্যি বোল্‌ছো? আমার ওপর তোমার কোন অবিশ্বাস নেই?

উপেন্দ্র। জগদীশ্বর জানেন, আমি মুখে কি ব'ল্‌বো।

(কামিনী ও কন্যা সমভিব্যাহারে যমুনার প্রবেশ)

কামি। দিদি! পঙ্গপালের মত পাল পাল মেয়ে এসে বাড়ী জোড়ে নিয়েছে। তারা সব তোমার মিলন দেখতে এসেছে। যমুনা কিছুতে ছাড়লে না, আমার সঙ্গে এল। আমি ব'ল্লুম, দিদি এখন জামাই বাবুর সঙ্গে কথা কইছে, একটু পরে যেও,—তা কিছুতে শুনলে না।

যমুনা। জান্বো কেন না? তাকাকে মেয়েরা কাছে আস্বে তার আবার সময় কি? থাক্লেই বা জামাইবাবু।

হঁদি। তা বেশ কোরেছ এসেছ, তার আর হয়েছে কি?

যমুনা। কি গো জামাই! আমাদের একটি গান শুনবে?

উপেন্দ্র। অনুগ্রহ আপনাদের—আমি প্রস্তুত।

যমুনা। কিন্তু পেলা দিতে হবে, গান শোনা অমনি হয় না।

উপেন্দ্র। তাল তাতেও প্রস্তুত।

যমুনা। গাতো মা সব! একটা গান গা। জামাই, ক'লকেতায় ত অনেক বাইজির গান শুনেছ, আমাদের পাড়াগাঁয়ের মেয়ের একটা গান শোন দেখি।—

(বিনোদিনীর প্রবেশ ও গীত)

বিনো। বিধুমুখে মধুর হাসি ফুটলো কি লো তোর।
দেখে এসে ধরা দিলে, সাধের মনোচোর॥
প্রাণের নিধি প্রাণের মাঝে হেথা সেথা মরিস খুঁজে,
চুপি চুপি দেখ না বুকে, টেনে প্রেমডোর।
বুকের ধনে সযতনে, মন বিছিয়ে রাখ্ না মনে,—
ভাসিয়ে দে লো অভিমানে, হবি তবে ভাবে ভোর॥

যবনিকা পতন
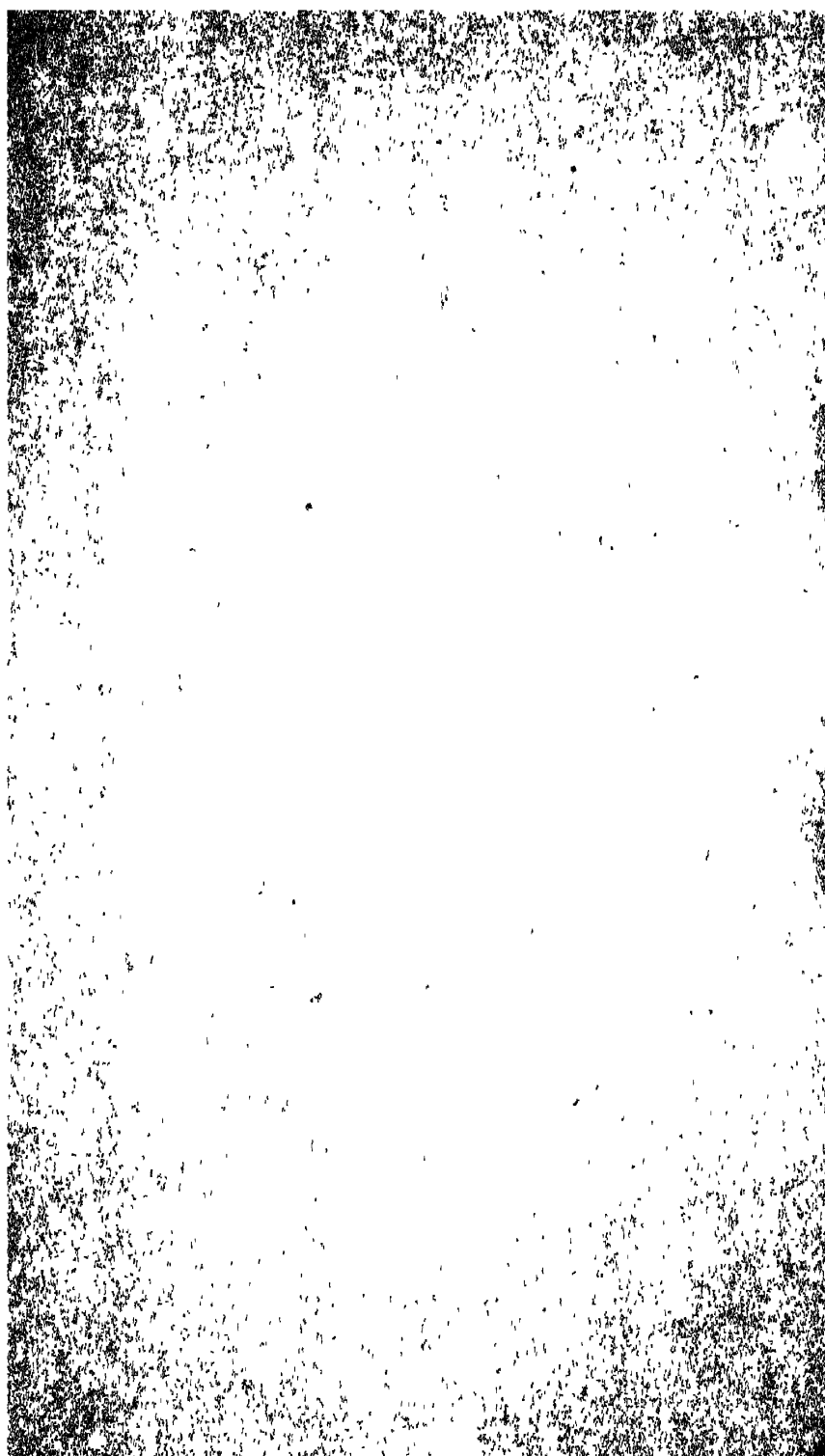
কমলাকান্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাস্

[ইনটারপ্রিটার, চাপরাসী, মুহুরী, প্রহরী প্রভৃতি]

(ব্যস্তভাবে প্রথম উকীলের প্রবেশ)

ইন্‌টার্। কি উকীল বাবু! আজ এত সকাল-সকাল যে? আজ—

১ম উকীল। আজ মশাই, এক গরু-চুরির মামলা আছে। সাক্ষী-টাক্ষী গুলোকে একটু দেখে শুনে নিতে হবে কিনা তাই—

ইনটার্। ওঃ, সেই গরু-চুরির মামলাটা; বাদীটা কে?

মুহুরী। আজ্ঞে, বাদী নয়, বাদিনী; প্রসন্ন গোয়ালিনী

ইনটার্। (১ম উকীলের প্রতি) আপনি বুঝি বাদিনীর পক্ষে। আসামীর পক্ষে কে?

১ম উকীল। আজ্ঞে—আমাদের শ্যামলাল।

ইনটার্। তা তিনিও তো মেয়েমানুষের পক্ষে—

[illegible] উকীল। [illegible] জন রাঘব-বোয়াল। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(বেগে দ্বিতীয় উকীলের প্রবেশ)

২য় উকীল। দেখুন, আপনারা একটু সাবধানে কথা কইবেন। আপনারা আমার সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করছিলেন, আমি আসতে আসতে সে সবই শুনেছি। I am a man of pious charater.

১ম উকীল। শীকারি বেরালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। তুমি যে কি রকম লোক, তা তোমার ঐ দাড়ী আর চশমাতেই জানা যাচ্ছে।

২য় উকীল। দেখ, তুমি আমায় গালাগাল দাও কিংবা আমার বাপ-মাকে গোলায় দাও তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু আমার দাড়ী আর চশমাকে নিয়ে কোনও কথা বল্লে ভাল হবে না বলছি। আমি—আমি—আমি—

ইন্সপেক্টার। যাক্—যাক্—ও-সব বাজে কথা যাক্। আমি এখন একটা কাজের কথা বলি শুনুন। (১ম উকীলের প্রতি) দেখুন, হাকিমের আসতে এখন অনেক দেরী আছে; তার ওপর স্বয়ং প্রসন্ন গোয়ালিনী যখন স্বশরীরে এখানে হাজির আছেন, তখন একখানি নাচ-গান আমাদের শুনিয়ে দেওয়া হোক। কি বলেন উকীলবাবু, আপনার মক্কেলকে একবার বলে দেখুন না। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো।

১ম উকীল। আমার কিছুই আপত্তি নেই। আমি প্রসন্ন গোয়ালিনীকে বলছি। কিন্তু আমার পিউরিটান্ ভায়ার যদি আপত্তি থাকে।

২য় উকীল। কিছুমাত্র না, কিছুমাত্র না। নৃত্যগীত অতি পবিত্র সামগ্রী, —অতি পবিত্র সামগ্রী, আমাদের সবারকেও হ'য়ে থাকে।

ইনটার্। বাঃ, বাঃ, good boy—good boy !

১ম উকীল। এ রকম দাড়ীরাখা আর চশমা পরায় আমার কোনও আপত্তি নেই।

ইনটার্। (প্রহরীর প্রতি) হরি সিং! ঐখানে ঐ বাইরে প্রসন্ন গয়লানী দাঁড়িয়ে আছে, ওকে উকীলবাবুর নাম ক'রে ডেকে আন তো।

প্রহরী। যো হুকুম খোদাবন্দ্ ! [প্রস্থান।

ইনটার্। মুহুরীবাবু, সেই যাত্রাদলের ঘুমুর চুরির মামলায় সেই যে একজোড়া ঘুমুর Exhibit আছে, সেই জোড়াটা বের ক'রে দিন তো।

(প্রসন্ন গোয়ালিনীকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রসন্ন। উকিলবাবু কি আমায় ডেকেছেন ?

১ম উকীল। হ্যাঁ প্রসন্ন, একটু ডেকেছি বটে।

প্রসন্ন। কি দরকার—

১ম উকীল। দরকার একটু হয়েছে প্রসন্ন, দরকার একটু হয়েছে। ত্যাখ প্রসন্ন, ঐ ইনটারপ্রিটার বাবু, আর ঐ আসামীর পক্ষের ঐ উকীলবাবু, ওঁরা সব তোমার একটু গান শুনতে চাইচেন ; তা তুমি একটু শুনিয়ে দাও।

প্রসন্ন। ওমা, সে কি কথা গো উকীলবাবু! ওঁদের সামনে গান করতে আমার যে বড় লজ্জা ক'রছে।

ইনটার্। আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের সামনে লজ্জা কি প্রসন্ন! তাও

আমাদের একটু নাচগান শুনিয়ে দাও। তোমাদের গয়লাবংশ বাত্তাবংশ, সে বংশে কলঙ্ক এন না।

প্রসন্ন। তা আপনারা সব এত বড়লোক যখন বলছেন, তখন আর কি করি; চোককান বুজে একখানা গেয়ে ফেলি।

উকীলবাবু। দিন মুহুরীবাবু, ঘুমুর জোড়াটা দিন। এই নাও প্রসন্ন, তোমার রাঙ্গা পায়ে সোনার নুপুর দিয়ে আমাদের একটু নাচগান শুনিয়ে দাও, আমাদের মানবজন্ম সার্থক হোক। এই নিন্ উকীলবাবু, ঘুমুর জোড়াটা প্রসন্নকে দিন। হরি সিং, তুমি একটু ভাল ক'রে নজর রেখ বাবা, দেখো যেন হাকিম এসে না পড়ে!

প্রহরী। কুচ্ ডর্ নেহি বাবু—কুচ ডর্ নেহি। আপলোক্ মজা উড়াইয়ে। হাম্ ঠিক নজর রাখতা।

প্রসন্নর গীত—

আমি দুধ বেচি না ধারে।
আমায় রোকা কড়ি দাও, চোকা মাল নাও,
যোগাই ভারে ভারে॥
আমার খাঁটি কি ভোলো চিনতে যদি চাও,
কেঁড়ে খোলা এই, দেখে মেপে ঠিক নাও,
আমার মাল ভাল তাই যাচিয়ে বেচি
ভরি না বাচন্দারে॥

সকলে। বাহবা, বাহবা, বাঃ বাঃ—

বড় উকীল। ওহো খাসা, খাসা—

ইনটার্। প্রসন্নরে কি গানই শোনালি, আর কি নাচই দেখালি!

মুহুরী। নাচ বলে নাচ, যেন একের পিঠে পাঁচ!

প্রহরী। হুজুর—হুজুর, হাকিম্ আতেঁহে—হাকিম্ আতেহেঁ!

ইনটার্। প্রসন্ন, ঘুমুর খোল, ঘুমুর দাও, ঘুমুর দাও, উকিল বাবু ওকে ঘুমুর খুলতে আপনি একটু সাহায্য করুন না। (উকীলবাবুর সাহায্য করণ, প্রসন্নর নিকট হইতে ঘুমুর লইয়া মুহুরীবাবুকে প্রদান। সকলের স্ব-স্ব স্থানে উপবেশন)।

(হাকিমের প্রবেশ)

হাকিম। আজ প্রথমে কোন মামালাটা আছে।

ইনটার্। আজ্ঞে গরু-চুরির। বাদী প্রসন্ন গোয়ালিনী, আসামী—

১ম উকীল। I appear for the complainant.

২য় উকীল। I for the accused.

ইনটার্। আসামীকো লেয়াও।

(প্রহরী আসামীকে আনিয়া আসামীর কাটগড়ায় দাঁড় করাইল)

ইনটার্। সাক্ষী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রহরী। (উচ্চৈস্বরে) সাখী কমলখন্ত চকড়বকড়ী, সাখী কমলখন্ত চকড়বকড়ি—কমলখন্ত—

(হুহু হুহু হাস্ত করিতে করিতে কমলাকান্তের প্রবেশ। প্রহরী তাহাকে সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।)

ইনটার্। হাস কেন হে বাপু?

কমলা। বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভেতরে পুরলে ?

ইনটাব্। তামাসার জায়গা এ নয়, হলফ পড়।

কমলা। পড়াও না বাপু।

ইনটাব্। বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—

কমলা। (সবিস্ময়ে) কি ব'লব ?

ইনটাব্। শুনতে পাও না,—পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—কি সর্ব্বনাশ !

হাকিম। এর আবার সর্ব্বনাশ কি ?

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথা বলতে হবে ?

হাকিম। ক্ষতি কি ? হলফের কায়দাই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, কি না হয় বললুম, কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় রকমের মিথ্যে ব'লে আরম্ভ ক'রব—সেটা কি ভাল ?

হাকিম। এর আবার মিথ্যা কথা কি ?

কমলা। (স্বগত) তত বুদ্ধি থাকলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হ'ত ? (প্রকাশ্যে) হুজুর, আমার একটু একটু বোধ হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হোক আর যাই হোক, কখনও তো এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা চোখে দিয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পারেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে এ ঘরের ভেতর প্রত্যক্ষ

দেখতে পাচ্ছি না, তখন কেমন ক'রে বলি—পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে।

১ম উকীল। দেখ, মিছে আমার সময় নষ্ট ক'র না। আমার সময় মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে। তোমার ও Theological Lecture ব্রাহ্ম-সমাজের জন্যে রেখে দাও, এখানে আইনের মতে চলতে মন স্থির কর।

কমলা। (মৃদু হাসিয়া) আপনি বোধ হয় উকীল।

১ম উকিল। (সানন্দে) কিসে চিন্‌লে ?

কমলা। বড় সহজে। আপনার ঐ 'চেয়ে-আনা-চাপকান' আর ময়লা শামলা দেখে! তা মশায়, আপনাদের জন্যে এ Theological Lectureটা নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি, যখন মক্কেল আসে।

১ম উকিল। (সরোষে) I ask the protection of the Court against the insults of this witness.

হাকিম। Oh Baboo! the witness is your own witness and you are at liberty to send him away if you like.

কমলা। (স্বগত) এ হাকিমটা জাতিভ্রষ্ট, নেহাৎ পালের মতন নয়।

হাকিম। Oth'এর প্রতি সাক্ষীর objection আছে; তবে simple affirmation দাও।

ইনটাবু। আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল।

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা ক'রছি সেটা জেনে প্রতিজ্ঞাটা ক'রলে ভাল হয় না।

ইনটার্‌। ধর্মাবতার, সাক্ষী বড় সেরকস্‌।

২য় উকীল। Very obstructive.

কমলা। (উকীলের প্রতি) সাদা কাগজে দস্তখত ক'রে দেওয়ার প্রথাটা আদালতের বাইরে চলে জানি—ভিতরেও চলবে কি ?

১ম উকীল। সাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত নিচ্চে।

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে তা না জেনে প্রতিজ্ঞা করা আর কাগজে কি লেখা হবে, তা না দেখে দস্তখত করা একই কথা।

হাকিম। গোলমালে কাজ নেই, একে আগে প্রতিজ্ঞাটা শুনিয়ে দাও।

ইনটার্‌। শোন, তোমাকে বলতে হবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।

কমলা। ও মধু, মধু, মধু !

ইনটার্‌। সে আবার কি ?

কমলা। পড়ায়্‌—আমি পড়ছি। (শ্লোক পাঠ)

১ম উকীল। দাও, এখন আর বদমায়েসী ক'রো না। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছেড়ে দাও।

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞেস করবেন তাই আমাকে বলতে হবে। আর কিছু বলতে পাব না।

উকীল। না।

কমলা। (হাকিমের প্রতি) অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে,

কোনও কথা গোপন করিব না। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদপি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হবে, শুনতে যাবার ইচ্ছে ছিল, সে সাধ এখানে মিটল। উকীলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাবেন কেবল তাই ব'লব; যা না বলাবেন তা ব'লব না। যা না বলাবেন কাজেই তা গোপন থেকে যাবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ নেবেন না।

হাকিম। যা আবশ্যক বিবেচনা ক'রবে, তা না জিজ্ঞাসা ক'রলেও বলতে পার।

কমলা। (সেলাম করিয়া) বহুৎ খুব।

১ম উকীল। তোমার নাম কি?

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

১ম উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আত্মদরিক আছে নাকি?

১ম উকীল। হুজুর, এ সব contempt of court.

হাকিম। আপনারই সাক্ষী।

১ম উকীল। তুমি কি জাতি?

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

১ম উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

১ম উকীল। আঃ, কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণ বর্ণ।

১ম উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! [illegible] তোমার জাত আছে।

কমলা। আরে কে ?

হাকিম। আহা হাঃ—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত—হিঁদুর নানা প্রকার জাতি আছে জান তো—তুমি তার কোন জাতির ভিতর ?

কমলা। ধর্ম্মাবতার ! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা। উনি দেখছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলেছি চক্রবর্ত্তী—এতেও যে উকীল বোঝেননি যে, আমি ব্রাহ্মণ, তা আমি কি ক'রে জানব ?

হাকিম। আচ্ছা, আমি লিখে নিচ্ছি, জাতি ব্রাহ্মণ।

১ম উকীল। তোমার বয়েস কত ?

কমলা। দাঁত দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না।

১ম উকীল। বল, বল, তোমার বয়েস কত।

কমলা। (ঘড়ির দিকে চাহিয়া) আজ্ঞে—আজ্ঞে—আজ্ঞে, আমার বয়েস—৫১ বৎসর ২ মাস ১৩ দিন ৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট—

১ম উকীল। কি জ্বালা, তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা। কেন, এই মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন যে, কোনও কথা গোপন ক'রব না।

১ম উকীল। তোমার যা ইচ্ছে কর, আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথায় ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

১ম উকীল। বলি—তোমার বাড়ী কোথা ?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক, আমার—একটা কুঁড়েও নেই।

১ম উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

১ম উকীল। একটা আড্ডা আছে তো।

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

১ম উকীল। এখন আছ কোথায়?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথায়?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম। আর বকাবকিতে কাজ নেই। আমি লিখে নিচ্ছি, নিবাস নাই। তারপর?

১ম উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?

১ম উকীল। বলি, খাও কি ক'রে?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মেখে, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলে নিয়ে গলাধঃকরণ করি।

১ম উকীল। সে ডাল-ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

১ম উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও নয়।

১ম উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তা হ'লে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হ'তে হ'ত। [illegible] কিছু ভাগ পেতেন।

২য় উকীল। আমি এ সাক্ষী চাই না। আমি এর জবানবন্দী ক'রতে পারব না।

প্রসন্ন। (উকিলের প্রতি) এ সাক্ষীকে ছাড়া হবে না। এ বামন সত্য বলচে। ও কখনও মিথ্যে কথা বলে না। তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রতে জান না—তাই ও এ রকম ক'রছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। ওকে জিজ্ঞেস করছ—উপার্জ্জন কর? ও কি বলবে?

১ম উকীল। (হাকিমের প্রতি) লিখুন, পেশা ভিক্ষা।

কমলা। কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবি? আমি মুক্তকণ্ঠে জলদের ওপর বলছি, আমি কখনও কারও কাছে এক পয়সাও ভিক্ষে চাই না।

প্রসন্ন। সে কি ঠাকুর, কখনও আফিং চেয়ে খাও নাই?

কমলা। দূর বাগী, ঘেসো গয়লানীর মেয়ে! আফিং কি পয়সা? আমি কখনও একটি পয়সা কাহারও কাছে ভিক্ষে নিই নি।

হাকিম। কি লিখব কমলাকান্ত?

কমলা। লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

১ম উকীল। তুমি কি ফরীয়াদীকে চেন?

কমলা। না।

প্রসন্ন। সে কি ঠাকুর, চিরটাকাল আমার দুধটই খেলে—আর বল—চিনি না।

কমলা। তোমার দুধটাই চিনি না, এমন কথা ত বলছি না। তোমাকে [illegible] চিনি। যখনই দেখি যে, এক গোয়া দুধে তিন গোয়া

জল, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ। যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই কিকে, তখনই বুঝি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি।

প্রসন্ন। আমার দুধ-দই চেন, আর আমায় চেন না?

কমলা। মেয়ে-মানুষকে কে কবে চিনতে পেরেছে দিদি? বিশেষ গয়লার মেয়ে যখন দুধের কেঁড়ে কাঁকালে ক'রে যায়, তখন কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে ওঠে।

১ম উকিল। বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন? তুমি গরু-চুরির কি জান?

কমলা। গরু-চুরি আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যেটা আমায় শেখাবেন? আমার দুধ-দইয়ের বড় দরকার।

১ম উকিল। আঃ, কি যন্ত্রণা! প্রসন্ন গয়লানীর গরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখেছ?

কমলা। না, চোর ব্যাটার এত বুদ্ধি হয়নি যে, আমাকে ডেকে সাক্ষী রেখে গোরুটা চুরি করে। তা'হলে আপনারও সুবিধে হ'ত, আমারও সুবিধে হ'ত।

১ম উকিল। তুমি গোরু চেন?

কমলা। চিনি বই কি; নইলে আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?

হাকিম। তুমি ঐ গরুটি চেন?

কমলা। কোন্ গরুটি ধর্মাবতার?

হাকিম। কোন্ গরুটি কি? ওখানে তো একটি বই গরু নেই।

কমলা। আপনি দেখছেন একটি, আর আমি দেখছি অনেকগুলি।